CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 73 Years ■ Issue-125 ■ 4 February, 2026 ■ আগরতলা ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ ইং ■ ২১ মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

ভারতীয় পণ্যের উপর ১৮ শতাংশ শুল্ক কমালেন ট্রাম্প ঃ ধন্যবাদ মোদির

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি ।। সোমবার রাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-র ফোনালাপের পর যুক্তরাষ্ট্র ভারত থেকে আগত পণ্যগুলোর উপর প্রযোজ্য শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে ১৮ শতাংশ-এ নামানোর ঘোষণা দিয়েছে। এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদি ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং দুই দেশের সম্পর্ক আরও মজবুত করার প্রত্যাশা প্রকাশ করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদি তাঁর এক্স পোস্টে লিখেছেন, "আজ আমার প্রিয় বন্ধু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেলাম। 'মেড ইন ইন্ডিয়া' পণ্যগুলোর উপর শুল্ক ১৮ শতাংশ-এ নামানো হয়েছে, এজন্য ১৪ কোটি ভারতীয় জনতার পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে আন্তরিক ধন্যবাদ।" তিনি আরও বলেন, "যখন দুটি বৃহৎ অর্থনীতি এবং বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র একসাথে কাজ করে, তখন তা আমাদের জনগণের জন্য সুফল বয়ে আনে ও পারস্পরিক সহযোগিতার নতুন সুযোগ সৃষ্টি করে।"

মোদি তাঁর পোস্টে ট্রাম্পের নেতৃত্বকে "গ্লোবাল শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ" বলে উল্লেখ করেছেন এবং ভারতের পক্ষ থেকে ট্রাম্পের শান্তি প্রচেষ্টাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। তিনি আশা প্রকাশ করেছেন যে দু'দেশের অংশীদারিত্ব "অপ্রতিরোধ্য উচ্চতায়" পৌঁছাবে।

ট্রাম্প তাঁর ট্রুথ সোশ্যাল পোস্টে উল্লেখ করেন যে দু'দেশের মধ্যে একটি ট্রেড ডিল বিষয়ে সম্মতি হয়েছে, যেখানে যুক্তরাষ্ট্র ২৫ শতাংশ শুল্ককে কমিয়ে ১৮ শতাংশ-এ নামিয়ে দেবে এবং ভারতও আমেরিকান পণ্যের বিরুদ্ধে তার শুল্ক ও নন-ট্যারিফ বাধা জিরো-তে নেবার "প্রক্রিয়া" শুরু করবে। ট্রাম্প দাবি করেছেন যে মোদি ভারতের রাশিয়ান কাঁচা তেল ক্রয় বন্ধ করে মার্কিন (এবং সম্ভবত ভেনেজুয়েলার) তেল ক্রয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

এই সিদ্ধান্তের ফলে কটন, চামড়া, প্রকৌশল পণ্যসহ বিভিন্ন প্রযুক্তি ও উৎপাদিত পণ্যের জন্য মার্কিন বাজারে প্রবেশ সহজ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। তদ্ব্যতীত, দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে চলা বাণিজ্যিক উত্তেজনা কিছুটা কমে এসেছে বলে বিশ্লেষকরা মন্তব্য করছেন।

লোকসভায় হট্টগোলের জেরে ৮ বিরোধী সাংসদকে সাসপেন্ড

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারী ।। সংসদের কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটানো এবং চেয়ারের দিকে কাগজ ছুড়ে দেওয়ার অভিযোগে মঙ্গলবার লোকসভা থেকে আটজন বিরোধী সাংসদকে বাজেট অধিবেশনের বাকি সময়ের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে। সাসপেন্ড হওয়া সাংসদরা সকলেই কংগ্রেস দলের সদস্য।

সাসপেন্ড হওয়া সাংসদরা হলেন অমরিন্দর সিং রাজা ওয়ারিং, মানিকম ঠাকুর, গুরজিত সিং আউজলা, হিবি ইডেন, সি. কিরণ কুমার রেড্ডি, প্রশান্ত যাদোরাও পাদোলে, এস. ভেঙ্কটেশ এবং ডিন কুরিয়াকোস।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে চেয়ারে থাকা দিলীপ সাইকিয়া বলেন, বিরোধীদের সংসদে বিভিন্ন ইস্যু তোলার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে, কিন্তু ধারাবাহিকভাবে হট্টগোল করে কার্যক্রম ব্যাহত করা গ্রহণযোগ্য নয়।

তাঁর বক্তব্য, "সংসদ সবার। এখানে আলোচনা হওয়াই কাম্য। কিন্তু প্রতিবাদের নামে কার্যক্রম সম্পূর্ণ স্তব্ধ করে দেওয়া সংসদীয় রীতিনীতির পরিপন্থী।"

বিরোধী বেঞ্চ থেকে তীব্র স্লোগানবাজির মধ্যেই সংশ্লিষ্ট সাংসদদের সাসপেন্ড করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এর পরেই দিনের জন্য লোকসভার অধিবেশন মুলতুবি ঘোষণা করা হয়।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে শাসক ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বিধ্বংসী আগুনে পড়ে ছাই দুটি দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি।। বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই দুটি দোকান। গতকাল রাতে রাজনগর ব্লকের ঘোষখামার বাজারে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে বাজারের পরপর দুটি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। ওই ঘটনায় গোটা বাজারের ব্যবসায়ীদের মনে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে দমকলবাহিনী। ওই অগ্নিকাণ্ডে প্রায় লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানান এক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে রাজনগর ব্লকের ঘোষখামার বাজারে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে বাজারের ব্যবসায়ী উত্তম সাহা ও বিমল শীলের দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। ওই বাজারের একটি দোকানে ধোঁয়া দেখতে পেয়েছেন এলাকাবাসী। সাথে সাথে দোকানের মালিকদের খবর দেওয়া হয়েছিল। খবর পেয়ে ছুটে গিয়েছিল পুলিশ এবং দমকলবাহিনীকে। দমকল সহ উপস্থিত জনতার সহায়তায় দীর্ঘ কয়েক ঘন্টার চেষ্টার পর

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আন্তর্জাতিক দক্ষতা কেন্দ্র ও বিদেশী ভাষা স্কুল গড়ে তোলা হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি।। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা আজ বলেছেন যে রাজ্যে একটি আন্তর্জাতিক দক্ষতা কেন্দ্র এবং একটি বিদেশী ভাষা স্কুল গড়ে তোলার বিষয়টি রাজ্য সরকারের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, যা রাজ্যের যুবদের জন্য বিশ্বব্যাপী কর্মসংস্থানের সুযোগ উন্মুক্ত করবে।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা আজ আগরতলার হোটেল পোলো টাওয়ারে নীতি আয়োগের স্টেট সাপোর্ট মিশনের অধীনে তৃতীয় আঞ্চলিক কর্মশালায় বক্তব্য রাখার সময় একথা বলেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শাসন সর্বোপরি নিছক প্রতিষ্ঠান বা পদ্ধতির জন্য নয়।

এটি মৌলিকভাবে প্রতিটি নাগরিকের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রী যেমন বলছেন যে শেষ মাইল পর্যন্ত উন্নয়ন পৌঁছে দেওয়া নিশ্চিত করতে হবে। স্টেট সাপোর্ট মিশন ভারতের ফেডারেল গভর্নেন্স আর্কিটেকচারে একটি সংজ্ঞায়িত বিবর্তনের প্রতিনিধিত্ব করে।

ডাঃ সাহা বলেন, এটি কেন্দ্র-রাজ্য সহযোগিতার একটি অংশীদারিত্ব-ভিত্তিক মডেলকে তুলে ধরে, স্বীকৃতি দেয় যে রাজ্যগুলি শুধু বাস্তবায়নকারী সংস্থা নয়, ভারতের উন্নয়ন যাত্রায় সমান অংশীদারও। স্টেট সাপোর্ট মিশনের মাধ্যমে, নীতি আয়োগ রাজ্যগুলিকে তাদের রাজ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করার ক্ষমতা দিয়েছেপ্রতিষ্ঠানগুলি যেগুলি নীতি নকশা, ফলাফল নিরীক্ষণ এবং আন্তঃক্ষেত্রের অভিন্নতাকে সমর্থন করে। মিশন স্বীকার করে যে টেকসই আর্থ-সামাজিক রূপান্তর শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে নিহিত রয়েছে এবং এটি বিকশিত ভারত ২০৪৭-এর জাতীয় আকাঙ্ক্ষার সাথে রাজ্যগুলির দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গির লক্ষ্যকে সহায়তা করে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আজ রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি স্টেট ইনস্টিটিউট অফ ট্রান্সফরমেশনের বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে, যা নানাবিধ শাসন এবং আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটকে প্রতিফলিত করে। এই বৈচিত্র্যকে মান্যতা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে গুরুতর জখম দুই শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি।। বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে গুরুতর আহত হয়েছেন দুই পরিযায়ী শ্রমিক। উভয়েই বিহারের বাসিন্দা। দুর্ঘটনার সময় প্রায় কুড়ি ফুট উচ্চতা থেকে ছিটকে নিচে পড়ে যান তাঁরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আহতরা মনুতে বিদ্যুৎ পরিষেবার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। কাজ চলাকালীন হঠাৎ বিদ্যুৎপৃষ্ট হন ওই দুই শ্রমিক। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা ভারসাম্য হারিয়ে উপর থেকে নিচে পড়ে যান, ফলে শরীরের বিভিন্ন অংশে গুরুতর আঘাত পান। দুর্ঘটনার পর তড়িঘড়ি তাঁদের উদ্ধার করে বিমল সিনহা মেমোরিয়াল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে দুজনেই আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। তাদের মধ্যে একজনকে অন্য হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

বঙ্গে ভোটার তালিকায় ৫৮ লাখ নাম বাদ নিয়ে চ্যালেঞ্জ মমতার

নয়াদিল্লি/কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি ।। পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর পর্বে খসড়া ভোটার তালিকা থেকে প্রায় ৫৮ লাখ নাম বাদ পড়েছেএই দাবি ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ তুঙ্গে। তবে এর কোনও প্রভাব রাজ্যের আসন্ন বিধানসভা ভোটে পড়বে না বলেই স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, উল্টে তৃণমূল কংগ্রেস আগের চেয়েও বেশি আসনে জিতবে।

এসআইআর প্রক্রিয়ায় 'ক্ষতিগ্রস্ত' পরিবারগুলিকে সঙ্গে নিয়ে দিল্লি সফরে গিয়েছেন মমতা। সোমবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে তাঁর বৈঠক হয়। কিন্তু সেই বৈঠকে তাঁকে অপমান করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে মাঝপথেই বৈঠক বয়কট করেন তিনি।

মঙ্গলবার দিল্লির বঙ্গভবনে 'ক্ষতিগ্রস্ত' পরিবারদের উপস্থিতিতে সাংবাদিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, এসআইআর—এর পরবর্তী পরিস্থিতিতে তৃণমূলের নির্বাচনী রণকৌশল কী হবে। জবাবে মমতা বলেন, "আমি এখন রণনীতি বলব না। দলীয় আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হবে। আমাদের অনেক সাংসদ, বিধায়ক, ব্লক প্রেসিডেন্ট, বুথ প্রেসিডেন্ট রয়েছেন। আমি একা সিদ্ধান্ত নিই না। আমরা গণতান্ত্রিক দল। আমরা এক ইঞ্চি জমিও ছাড়ব না।"

এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে আপত্তি জানিয়ে ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। মুখ্যমন্ত্রী জানান, বিচারব্যবস্থার উপর তাঁর পূর্ণ আস্থা রয়েছে। তিনি বলেন, "আমি আশাবাদী, আদালতে ন্যায়বিচার পাব। যদি না পাই, তা হলে অন্য পথ ভাবতে হবে।" ভোটের ফল নিয়ে আত্মবিশ্বাসী মমতা স্পষ্ট বলেন, "বিজেপি বাংলায় আসবে না। মানুষ বিজেপিকে ঘৃণা করে।" তাঁর দাবি, এমনকি বিজেপির ভোটারেরাও তৃণমূলকে ভোট দেবে। উদাহরণ টেনে বলেন, "ধরুন, আপনার বেতন থেকে ২০ টাকা কেটে নেওয়া হল। আপনি টিউশন করে সেই টাকা তুলে নিতে পারেন। বিজেপির লোকজনই

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংসদে ত্রিপুরায় জাতীয় সড়কের জন্য অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের দাবি রাজীবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরার গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সড়কগুলিতে দেখা দেওয়া বিভিন্ন সমস্যার বিষয়টি রাজ্যসভায়উত্থাপন করেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। তিনি সড়কগুলির বর্তমান অবস্থা, রক্ষণাবেক্ষণের ঘাটতি ও যাতায়াতজনিত সমস্যার কথা তুলে ধরে দ্রুত সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর ত্রিপুরা সহ গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থায় অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগেই ত্রিপুরা রাজ্য ৮টি জাতীয় সড়কের সুবিধা পেয়েছে বলে তিনি জানান, যা রাজ্যের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। যার মধ্যে তিনটির কাজ চলছে আর বাকি ছয়টি জাতীয় সড়ক তৈরী করা হয়েছে। কিন্তু ৮ নং জাতীয় সড়ক (মুঙ্গিয়াকামী—আমবাসা),১০৮বি নং জাতীয় সড়ক, ২০৮ বি জাতীয় সড়ক ও ২০৮এ জাতীয় সড়কে বর্তমান অবস্থা ও যাত্রীসাধারণের দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন।

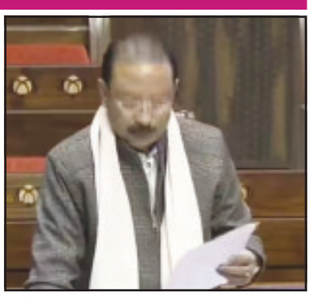

তিনি আরও বলেন, সড়কগুলির বিভিন্ন অংশে ভাঙাচোরা অবস্থা, রক্ষণাবেক্ষণের অভাব এবং বর্ষাকালে জল জমে যান চলাচলে মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে সাধারণ মানুষ, পণ্য পরিবহণ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সীমানা নিয়ে অস্ত্র হাতে দুষ্কৃতীর তান্ডব

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেলাঘর, ৩ ফেব্রুয়ারি।। হাতে অস্ত্র নিয়ে সীমানা নির্ধারণের সিমেন্টের পিলার তুলে ভেঙে চুরমার করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে মেলাঘর থানাধীন পদ্মাডেপা এলাকায়, মেলাঘর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির অধিভুক্ত জমিতে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মেলাঘর পদ্মাডেপা এলাকায় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির একটি বৃহৎ জলাশয় ও সংলগ্ন প্রায় আড়াই ঘন্টা জমি রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে ওই জমি নিয়ে বিতর্ক চললেও সমস্ত

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাজেটে সর্বজন সমন্বিত ও প্রগতিশীল বিদ্যুৎমন্ত্রী রতন

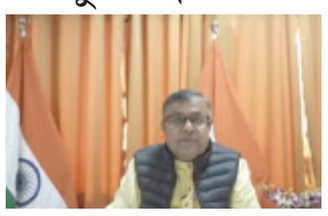

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি।। চলতি বছরের কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬ একটি প্রগতিশীল ও সর্বজনসমন্বিত বাজেট, যা দেশের সর্বস্তরের মানুষের কথা মাথায় রেখেই প্রণয়ন করা হয়েছে। আজ বাজেট সম্পর্কে একটা বলেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ। মন্ত্রী জানান, এ বছরের বাজেটের মোট পরিমাণ ৫৩ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকা, যা গত বছরের তুলনায় ৩ লক্ষ ৯০ হাজার কোটি টাকা বেশি।

তিনি বলেন, এই বাজেটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো 'বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর পথে প্রথম সুসংহত পদক্ষেপ। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, জিডিপি প্রবৃদ্ধি, রপ্তানি বৃদ্ধি, দ্রুত উৎপাদন, বেকারত্ব হ্রাস ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, মহিলা অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, সড়ক ও রেল পরিকাঠামোর সম্প্রসারণ, ই-গভর্ন্যান্সের বাস্তবায়ন, নবীকরণযোগ্য শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থাএই সমস্ত বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। মন্ত্রী আরও জানান, এই লক্ষ্যগুলি বাস্তবায়নের জন্য সরকার, সমাজ এবং সাধারণ মানুষের সম্মিলিত অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। চলতি বছরের বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বরাদ্দ করা হয়েছে ৭ লক্ষ ৮৫

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বঙ্গে নির্বাচনী রণকৌশল নিয়ে বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠক বিপ্লবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি।। বিধানসভার বিরোধী দলনেতার কক্ষে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভবনে বুধবার বঙ্গ গেরুয়া ব্রিগেডের বিধায়কদের নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি বৈঠক করেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। বঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর আমন্ত্রণে এই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজিত এই বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত বিজেপি বিধায়করা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বিধানসভায় বিরোধী দলের ভূমিকা, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে সরকারের বিরুদ্ধে দলীয় অবস্থান এবং

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৃষক বিরোধী বাজেট ঃ প্রতিবাদে রাস্তায় বিক্ষোভ কৃষক সভার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি।। কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬—২৭-এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে মঙ্গলবার রাজধানী আগরতলা শহরে বিক্ষোভ প্রদর্শনে শামিল হল সারা ভারত কৃষক সভা ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি। সংগঠনের উদ্যোগে প্যারাডাইস চৌমুহনীতে প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিক্ষোভকারীরা প্রতীকীভাবে কেন্দ্রীয় বাজেটের কপি পুড়িয়ে প্রতিবাদ জানান। বিক্ষোভ চলাকালীন বক্তব্য রাখতে গিয়ে সারা ভারত কৃষক সভার রাজ্য নেতৃত্ব অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় সরকার যে বাজেট প্রস্তাব পেশ করেছে তা কৃষক ও শ্রমিক স্বার্থবিরোধী। তাঁদের দাবি, এই বাজেটে কৃষকদের ন্যায্য দাবি ও সমস্যার কোনও প্রতিফলন নেই, বরং তা গ্রামীণ অর্থনীতি ও কৃষিভিত্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য ক্ষতিকর। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, অবিলম্বে এই কৃষকবিরোধী

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গাঁজা সহ আটক এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি।। ফের গোপন অভিযানে গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। সঙ্গে আটক করা হয় এক ব্যক্তিকে। সিধাই থানায় গোপন সূত্রে খবর আসে যে রাঙামুড়া মুন্ডাপাড়া সংলগ্ন একটি রাবার বাগানে বিপুল পরিমাণ গাঁজা মজুদ রয়েছে। সেই খবরের ভিত্তিতে তড়িঘড়ি অভিযানে নামে সিধাই থানার পুলিশ এবং ১০৪ ব্যাটেলিয়ন বিএসএফ-এর জওয়ানরা। যৌথ অভিযানে বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে তল্লাশি চালিয়ে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ডিএ ব্যবধান কমাতে অর্থ কমিশনের কাছে দাবি জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের স্বার্থ রক্ষায় বর্তমান রাজ্য সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করে চলেছে বলে দাবি করলেন অর্থমন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়। মঙ্গলবার প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, রাজ্যের সরকারি কর্মচারী ও কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে ডি.এ (মহঘার ভাতা)-র যে ফারাক রয়েছে, তা কমানোর বিষয়টি রাজ্য সরকার বারবার ষোড়শ অর্থ কমিশনের সামনে তুলে ধরেছে।

অর্থমন্ত্রী বলেন, একবার নয়, একাধিকবার এই বিষয়ে অর্থ কমিশনের সামনে রাজ্যের অবস্থান স্পষ্ট করা হয়েছে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে কেন্দ্রীয় সরকার যদি অষ্টম বেতন কমিশন (৮ম পে কমিশন) কার্যকর করে, সেক্ষেত্রে অন্যান্য রাজ্য কীভাবে তা বাস্তবায়ন করছে, সেই বিষয়টিও রাজ্য সরকার খতিয়ে দেখবে। প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানানো হবে বলেও তিনি জানান।

ফিক্সড পে প্রথা প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী স্পষ্ট করে বলেন, এই ব্যবস্থা বিজেপি সরকারের চালু করা নয়। ২০০১ সালে বামফ্রন্ট সরকারের আমলেই ফিক্সড পে প্রথার সূচনা হয়েছিল। বর্তমানে এই প্রথায় নিযুক্ত কর্মচারীদের পাঁচ বছর পূর্ণ হলে নিয়মিতকরণের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফাইল অর্থ দপ্তরে পাঠানো হয়। আগের মতো আদালতের নির্দেশের অপেক্ষা করতে হয় না বলেও তিনি জানান।

রাজ্যের আর্থিক অবস্থার প্রসঙ্গ টেনে অর্থমন্ত্রী বলেন, ২০১৮ সালে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

Page 1.pmd 1

04-02-2026, 00:42

CMYK

জাগরণ আগরতলা,৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ইং
২১ মাঘ, বুধবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

বাংলাদেশকে নাচাইবে পাকিস্তান !

বাংলাদেশে স্রেফ লোক দেখানো সাধারণ নির্বাচন হইবে। বাস্তবে নতুন যে সরকার আসিবে, সেটির ক্ষমতা বকলমে থাকিবে পাকিস্তানপন্থী জামায়াতে ইসলামির হাতেই। আর তাহার ফলে বাংলাদেশে পুরোপুরি 'ফ্রি হ্যান্ড' পাইয়া যাইবে পাকিস্তান। অর্থাৎ ইসলামাবাদের যেটা ইচ্ছা হইবে, সেটাই করিবে বাংলাদেশ। যাহা ভারতের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করিবে। সুরক্ষা সংক্রান্ত ঝুঁকি বৃদ্ধি পাইবে। এমনই আশঙ্কা প্রকাশ করিলেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়। সেইসঙ্গে আমেরিকার বিরুদ্ধেও উষ্মাপ্রকাশ করিয়াছেন।

কলকাতায় বিজেপি নেতা স্বপন দাশগুপ্তের ''খোলা হাওয়া''-র অনুষ্ঠানে হাসিনার ছেলে দাবি করিয়াছেন, চলতি মাসে বাংলাদেশে যে নির্বাচন হইবে, তাহাতে আন্তর্জাতিক মহলের স্বীকৃতি দেওয়া উচিত নয়। কারণ আওয়ামি লিগের পাশাপাশি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে পারছে না বাংলাদেশের কোনও প্রগতিশীল দল। সেইসব দলকে নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বাংলাদেশে আসলে কোনও নির্বাচন হইতেছে না। বরং একটা যাত্রাপালা চলিতেছে বলিয়াও অভিযোগ করেন জয়।

সেই রেশ ধরিয়া আমেরিকার বিরুদ্ধেও বড় অভিযোগ করেন হাসিনার পুত্র। তিনি দাবি করিয়াছেন, আমেরিকার এফবিআইয়ের দেওয়া তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতেই বিএনপির চেয়ারপার্সন তারেক রহমানকে দণ্ডিত করা হইয়াছিল। তাঁহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাংলাদেশেও আসিয়াছিলেন মার্কিন আধিকারিকরা। দুর্নীতির দায়ে তারেককে দণ্ডিত করিবার জন্য আমেরিকার হাতে পর্যাপ্ত তথ্যপ্রমাণ ছিল। কিন্তু সেই পথে হাঁটেনি আমেরিকা।

তিনি আরও দাবি করেন, গণভোটের পক্ষে আছে আমেরিকা। আর তাহার ফলে বাংলাদেশে কোনও একটি দলের পক্ষে সরকার গঠন করা প্রায় অসম্ভব। তাই সবসময় ক্ষমতায় থাকিবে জোট সরকার। আর দুর্বল সরকার থাকিলে সেটিকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ বলিয়া দাবি করেন হাসিনা-পুত্র। তাঁহার কথায়, ''বাংলাদেশের দুর্বল এবং ইসলামিদের মদতপুষ্ট সরকার শুধুমাত্র বাংলাদেশের সমস্যা নয়, সেটা সরাসরি পূর্ব ভারতের সুরক্ষা এবং স্থিতিস্থাপকতার উপরে প্রভাব ফেলিবে।''

বাংলাদেশের ২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি নির্ধারিত সাধারণ নির্বাচন এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার সম্পর্কে ভারতে নির্বাসিত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্প্রতি বেশ কিছু কড়া মন্তব্য করিয়াছেন। শেখ হাসিনা দাবি করিয়াছেন যে, আওয়ামী লীগকে নির্বাচন থেকে দূরে রাখিয়া আয়োজিত এই ভোট কোনোভাবেই সুষ্ঠু বা অংশগ্রহণমূলক হইতে পারে না। তাঁহার মতে, আওয়ামী লীগকে ছাড়া নির্বাচন মানে হইলো স্রেফ একটি 'অভিষেক অনুষ্ঠান'।তিনি তাঁহার সমর্থকদের এই নির্বাচন বর্জনের আহ্বান জানাইয়াছেন। তিনি দাবি করিয়াছেন, দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ আওয়ামী লীগকে সমর্থন করেন এবং তাঁহাদের প্রিয় দলহীন এই নির্বাচনে তাঁহারা অংশ নিবেন না।হাসিনা হুঁশিয়ারি দিয়াছেন যে, সব দলের অংশগ্রহণ ছাড়া নির্বাচন হইলে বাংলাদেশে দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হইতে পারে। তাঁহার ভাষায়, 'বর্জন ও নিষেধাজ্ঞার এই চক্র থেকে বেরিয়ে না আসিলে দেশের মুক্তি নাই।ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারকে তিনি 'অগণতান্ত্রিক' এবং 'জনবিচ্ছিন্ন' হিসাবে আখ্যা দিয়াছেন। তিনি অভিযোগ করিয়াছেন যে, এই সরকার জনগণের একটি বড় অংশকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করিতেছে।তিনি অভিযোগ করিয়াছেন যে, বর্তমান সরকার চরমপন্থী উপাদানগুলোকে প্রশ্রয় দিতেছে এবং ভারতের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছে। তিনি বর্তমান শাসনকে একটি 'পুতুল সরকার' বা 'ফ্যাসিস্ট' সরকার হিসাবেও বিভিন্ন বক্তব্যে উল্লেখ করিয়াছেন। মজার ব্যাপার হইলো, তিনি পরোক্ষভাবে স্বীকার করিয়াছেন যে তাঁহার নিজের শাসনকালেও কিছু নির্বাচন পুরোপুরি অংশগ্রহণমূলক ছিল না, কারণ বিরোধী দলগুলো তখন ভোট বয়কট করিয়াছিল। তবে তিনি মনে করেন, এখনকার পরিস্থিতি তাঁহার সময়ের চেয়েও ভয়াবহ।বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার শেখ হাসিনার এই ধরনের বক্তব্য বা ''হাতে লেখা চিঠি'' বা অডিও বার্তাকে উস্কানিমূলক হিসাবে দেখিতেছে। তাহারা একে দেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণ এবং শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য হুমকি বলিয়া মনে করিতেছে এবং এ বিষয়ে ভারতের কাছে আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদও জানাইয়াছে।

গণিত কেন কাজ করে

উচ্ছ্বাস তৌসিফ

গণিত বিজ্ঞানের ভাষা, মহাবিশ্বের ভাষা। গণিতবিদেরা এমন কিছু নিয়মকানুন আবিষ্কার করেছেন, যা দিয়ে আপেক্ষিকতা তত্ত্ব থেকে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা পর্যন্ত সবকিছু ব্যাখ্যা করা যায়। মহাবিশ্বের শুরুটা কেমন হয়েছিল, তা বলে দেওয়া যায় প্রায় নিখুঁতভাবে। আন্দাজ করা যায় মহাবিশ্বের শেষটা কেমন হবে। এই গণিত ব্যবহার করেই মানুষ বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও সূত্র আবিষ্কার করেছেন। এর হাত ধরেই পৃথিবীতে বসে হিসাব কষে আমরা বলে দিতে পারি, সৌরজগতের গ্রহগুলো কীভাবে ঘুরছে বা ঘুরবে, এর হাত ধরেই মানুষের বানানো মহাকাশযান ভয়েজার—২ পেরিয়ে গেছে সৌরজগতের সীমানা। সুদূর কৃষ্ণগহ্বরের ছবি ধরা দিয়েছে আমাদের হাতে। এককথায়, আমাদের জ্ঞান—বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ভিত্তি হচ্ছে গণিত।

কখনো ভেবে দেখেছেন, গণিত এত অবিশ্বাস্য নিখুঁতভাবে কেমন করে মহাবিশ্বের গোপন রহস্য ব্যাখ্যা করছে সফলভাবে? কেন এর হাত ধরে, এর নিয়ম মেনে করা পরীক্ষা থেকে জানা যায় প্রকৃতির অদ্ভুত সব কাজের ব্যাখ্যা? আন্দাজ করা যায় ভবিষ্যতে ঠিক কী হবে? ব্যাপারটা একটু ভালোভাবে অনুভব করার জন্য উদাহরণ দিই। ১৮৬০ সাল। স্কটিশ পদার্থবিজ্ঞানী জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল চারটি সমীকরণ লেখেন। ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ। এই চার সমীকরণ তখন পর্যন্ত তড়িৎ—চৌম্বক নিয়ে জানা সবকিছুর সারকথা ধারণ করেছিল, সেই সঙ্গে হেনরিখ হার্জ বেতার তরঙ্গ শনাক্ত করার দুই যুগ আগেই আন্দাজ করেছিল এর অস্তিত্বের কথা।

গণিতের এ ধরনের অবিশ্বাস্য সাফল্য অবাক করেছিল সর্বকালের সেরা বিজ্ঞানী আইনস্টাইনকেও। তিনি বলেছিলেন, 'মানুষের চিন্তার ফল, মস্তিষ্কজাতগণিত, বাস্তব কোনো অভিজ্ঞতার সঙ্গে যার কোনো যোগসূত্র নেই, তা কীভাবে বাস্তব সব বস্তুর আচরণ এত সফলভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে? এটা কীভাবে সম্ভব?' নোবেলজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী ইউজিন উইগনার তো একে ১৯৬০ সালে 'গণিতের অযৌক্তিক ধরনের কার্যদক্ষতা' বলে আখ্যায়িত করে একটি গবেষণাপত্র পর্যন্ত লিখেছিলেন। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ বা মহাজাগতিক বিভিন্ন ঘটনা ব্যাখ্যার জন্য সিমুলেশন ব্যবহার করেন। যেমন 'সূর্য লোহিত দানব নক্ষত্রে পরিণত হলে পৃথিবীর কী পরিণতি হবে?' এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর জানতে ব্যবহৃত হয় সিমুলেশন। বলা বাহুল্য, এসব সিমুলেশনের মূল ভিত্তিও সেই গণিত। ঘুরেফিরে সেই একই প্রশ্ন, কেন? গণিত এত অবিশ্বাস্য সফলভাবে কাজ করে কেন? এই প্রশ্নের আরেকটু গভীরে উঁকি দিলে পাওয়া যাবে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সন্ধান। আইনস্টাইন যেমন বলেছেন, 'গণিত কি আসলেই সে রকম শুধু মানুষের মস্তিষ্কজাত, উদ্ভাবিত কিছু নিয়মকানুন? নাকি বিমূর্ত কোনো রূপে এটি আগে থেকেই ছিল, মানুষ শুধু এর সত্যিটা আবিষ্কার করেছে নিজেদের বোঝার মতো করে?' এই প্রশ্ন নিয়ে অনেক বিখ্যাত গণিতবিদ, পদার্থবিজ্ঞানী ও দার্শনিকেরা যুগে যুগে নিজেদের মতামত দিয়েছেন, বিতর্ক করেছেন। আইনস্টাইনের মতো বিজ্ঞানী যে একে মানুষের মস্তিষ্কজাত ভাবতেন, তা তো আগেই বলেছি। এদিকে রজার পেনরোজের (২০২০ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেলজয়ী) মতো পদার্থবিজ্ঞানী এবং কার্ট গোডেলের মতো প্রভাবশালী ও গুরুত্বপূর্ণ যুক্তিবাদী, গণিতবিদ ও বিশ্লেষণী দার্শনিক মনে করেন দ্বিতীয়টি সত্যিগণিত আগে থেকেই ছিল, মানুষ শুধু একে নিজের বোঝার মতো করে আবিষ্কার করেছে। কোনটা ঠিক? নাকি দুটোই সত্যি? আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের মধ্যকার বিভাজনরেখা পেরিয়ে গেলে কি জানা যাবে এ প্রশ্নের উত্তর? হয়তো, হয়তো নয়। কিন্তু এই প্রশ্ন এত গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ, সমাধানের পথে এক পা এগোনোর অর্থও এ ক্ষেত্রে তাই অনেক কিছু।

২

গণিতের এই অস্বাভাবিক কার্যক্ষমতাকে চাইলে ব্যবহারের দিক থেকে দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। উদাহরণ দিই। স্যার আইজ্যাক নিউটন ক্যালকুলাস আবিষ্কার করেছিলেন কোনো কিছুর পরিবর্তনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশকে সঠিকভাবে হিসাবে নেওয়ার জন্য। যদিও তাঁর এ কাজের একটি মূল উদ্দেশ্য ছিল গতির হিসাব-নিকাশ। ক্যালকুলাস যে বিজ্ঞানে, বিশেষ করে পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বেশ কাজের একটি জিনিস, তা বলা বাহুল্য। তারপরও কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডায়নামিকসে এর ব্যবহারের কথা ভাবলে চমকে যেতে হয়। মূলত আলো ও পদার্থের মিথস্ক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করার জন্য গড়ে ওঠে পদার্থবিজ্ঞানের এই শাখা। ইলেকট্রনের চৌম্বক ভ্রামক হিসাব করলে দেখা যায়, তাত্ত্বিক মান ও পরীক্ষণ থেকে পাওয়া মানের পার্থক্য প্রতি ট্রিলিয়নে মাত্র কয়েক ভাগ।

আইনস্টাইন অঙ্ক কষে দেখিয়েছিলেন, স্থান- কালের বক্রতার কারণেই মহাকর্ষ বলের জন্ম হয় একজন গণিতবিদ কোনো কাজে লাগানোর জন্য নয়, এমনিতেই গণিতের একটি অবকাঠামো বা কিছু নিয়মকানুন গড়ে তুলেছেন। কয়েক যুগ থেকে কয়েক শতক পরে দেখা যায়, সেটাই সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে! গাণিতিক তত্ত্ব ব্যবহার করে এত অস্বাভাবিক রকম প্রায় নিখুঁত হিসাব করার নজির কিন্তু আরও আছে। যেমন কসমিক ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন বা মহাজাগতিক পটভূমি বিকিরণের মান। ১৯৪৮ সালে রালফ আলফার ও রবার্ট হারমেন নানা তথ্য-উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে হিসাব কষে এই বিকিরণের মান কত হতে পারে, তার একটা আনুমানিক হিসাব প্রস্তাব করেন। তাঁদের অনুমান ছিল, এর মান হবে ৫ ডিগ্রি কেলভিন। মনে রাখা দরকার, তখনো মহাজাগতিক পটভূমি বিকিরণ শনাক্ত হয়নি। কসমোলজি বা সৃষ্টিতত্ত্ব দাঁড়াতে পারেনি বিজ্ঞানের শাখা হিসেবে। তখনো এটি অস্পষ্ট ধারণা, একটা গঠন পাচ্ছে। কিন্তু মুখে মুখে সে ধারণা যা---ই হোক, কাগজে-কলমে একে কিংবদন্তির বেশি কিছু বলার উপায় নেই। স্বাভাবিক তো। মহাবিশ্বটা সৃষ্টি হয়েছে একটা অসীম ঘনত্বের বিন্দুর বিস্ফোরণের মাধ্যমে, প্রমাণ ছাড়া এ কথা বললে একে কিংবদন্তির বেশি কিছু বলার উপায় আছে? আর্নো পেনজিয়াস ও রবার্ট উইলসন ১৯৬৪ সালে এই তাপমাত্রা যখন শনাক্ত করেন, তখনো জানতেন না, তাঁদের কাজের মাধ্যমে কসমোলজি পরিণত হচ্ছে বিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখায়। শনাক্তকৃত তাপমাত্রার মান ২ দশমিক ৭২৫ কেলভিন। কত কাছাকাছি অনুমান, ভাবা যায়? এগুলো হচ্ছে গণিতের প্রত্যক্ষ কার্যদক্ষতা। কারণ, এ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত গাণিতিক কাঠামো ও নিয়মকানুন এই উদ্দেশ্যেই গড়ে তোলা হয়েছে।

গণিতের পরোক্ষ কার্যক্ষমতা কিন্তু আরও অদ্ভুত। হয়তো একজন গণিতবিদ কোনো কাজে লাগানোর জন্য নয়, এমনিতেই গণিতের একটি অবকাঠামো বা কিছু নিয়মকানুন গড়ে তুলেছেন। কয়েক যুগ থেকে কয়েক শতক পরে দেখা যায়, সেটাই সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে! পদার্থবিজ্ঞানীরা গবেষণার ফলাফল ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দেখেন, বিনা উদ্দেশ্যে গড়ে ওঠা সেই গাণিতিক কাঠামো কারিকুরি দেখাচ্ছে দারুণভাবে।

ফ্রেঞ্চ গণিতবিদ এভারিস্তে গ্যালোয়ি ঠিক এ রকম একটি গাণিতিক তত্ত্ব গড়ে তুলেছিলেনগ্রুপ থিওরি। বহুপদী সমীকরণ সমাধান করা যায় কি না, সেটা বোঝার জন্য এটি গড়ে তোলেন তিনি। অতি সরলীকরণ করে বললে, গ্রুপ বলতে বোঝায় একাধিক বস্তুর সেট দিয়ে তৈরি কিছু বীজগাণিতিক কাঠামো। কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে এগুলো, সে হিসাবে এগুলোর ওপর কিছু গাণিতিক অপারেশন করা যায়। যেমন ধরুন, কিছু ইন্টিজার বা পূর্ণসংখ্যার সেট একটি গ্রুপ তৈরি করেছে, যেগুলোর ওপর চাইলে 'যোগ' অপারেশন প্রয়োগ করা যায় (মানে এগুলো যোগ করা যায়)। আবার এমন একটা আইডেন্টিটি বা অদ্বিতীয় জিনিস থাকে, যেটা এগুলোর সঙ্গে যোগ করলে ফলাফল আগেরটাই থাকে। যেমন পূর্ণসংখ্যার সঙ্গে শূন্য যোগ করলেও ফলাফল একই থাকে। সহজ করে গ্রুপ তত্ত্বের উদাহরণ হিসেবে আপাতত এটুকু বুঝলেই হবে। বিশ শতকে এসে পদার্থবিজ্ঞানীরা দেখলেন, মৌলিক কণাগুলো ব্যাখ্যা করার জন্য বিমূর্ত ক্ষেত্র বেশ ভালো কাজ করে। ষাটের দশকে বিজ্ঞানী মারে গেল-মান ও ইউভাল নিইম্যান আলাদাভাবে গবেষণা করে দেখান, নামের একটি নির্দিষ্ট গ্রুপ হ্যাড্রন নামের অতিপারমাণবিক কণাগুলোর আচরণের প্রতিবিম্ব দেখায়। এর ওপর ভিত্তি করেই পরমাণুর নিউক্লিয়াসে কীভাবে একই চার্জের কণাগুলো একসঙ্গে থাকে, সে তত্ত্ব গড়ে ওঠে। ১৮৫৪ সালে বার্নাড রিম্যান আবিষ্কার করেন রিম্যানীয় জ্যামিতি। এটি নন-ইউক্লিডিয়ান জ্যামিতির একটি শাখা। ইউক্লিডিয়ান জ্যামিতি বলে, সমান্তরাল সরলরেখা মানে সমতলের ওপরের এমন দুটি রেখা, যেগুলো আজীবন সমান দূরত্ব রেখে সমান্তরালভাবে চলতে থাকবে। নন-ইউক্লিডিয়ান জ্যামিতিতে সমান্তরাল সরলরেখা মানে সমতল নয়, বরং বক্রতলের ওপরের দুটি সমান্তরাল রেখা। তার মানে, এগুলো আজীবন মাঝে সমান দূরত্ব রেখে চলবে না। কোনো বিন্দুতে এগুলো মিলেও যেতে পারে বা বেড়ে যেতে পারে এগুলোর মাঝের দূরত্ব। প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে আলবার্ট আইনস্টাইন সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের ভিত্তি হিসেবে রিম্যানের কাজকে ব্যবহার করেন। এটাই গণিতের পরোক্ষ কার্যক্ষমতা।

এখান থেকে একটা সাধারণ চিত্র পাওয়া যায়। গাণিতিক তত্ত্ব কোনো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে যেমন গড়ে উঠতে পারে, তেমনি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছাড়াও গড়ে উঠতে পারে। পরবর্তী সময়ে বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগুলোর ব্যবহার আবিষ্কৃত হয়। এ জন্য অনেকে মনে করেন, যেহেতু এসব আবিষ্কার এবং উদ্ভাবনদুটোই মানুষের মস্তিষ্কজাত, কাজেই আমাদের তৈরি গণিত আমাদের বোঝার মতো ও ব্যবহারযোগ্য হিসেবেই গড়ে উঠেছে।

৩

বিশ শতকের সবচেয়ে মেধাবী গণিতবিদদের একজন মাইকেল আতিয়াহ। তিনি গাণিতিক অবকাঠামো আবিষ্কারের পেছনে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির ভূমিকা নিয়ে একটি চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে জার্মান গণিতবিদ লিওপোল্ড ক্রোনেকারের একটি কথা আছে। 'স্রষ্টা মূলত স্বাভাবিক সংখ্যা সৃষ্টি করেছেন, আর সবকিছুর জন্য দায়ী মূলত মানুষ।' বলে রাখা ভালো, স্বাভাবিক সংখ্যা মানে ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা (১, ২, ৩)। মতান্তরে শূন্যও এর অন্তর্ভুক্ত। এবার ধরা যাক, পৃথিবীতে কোনো মানুষ নেই। প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে বসবাসকারী তারা মাছগুলোই এই পৃথিবীর সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী। এগুলোর কাছে সবকিছুকে মনে হবে চলমান সরলরেখার মতো। হোক সেটা তার চারপাশের পানি বা তাপমাত্রা কিংবা চাপের পরিবর্তন। এ রকম একটি তারা মাছ কি স্বাভাবিক সংখ্যার কথা ভাবতে পারবে? কীভাবে পারবে? সে তো বিচ্ছিন্ন কিছুর কথা ভাবতেই পারে না। এদিকে স্বাভাবিক সংখ্যা, এক, দুই ইত্যাদি বিভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন বা বিচ্ছিন্ন জিনিসকে বোঝায়। এই তারা মাছ তো গুনতেই পারে না। সে ক্ষেত্রে সংখ্যার ধারণার কি আদৌ জন্ম হবে? এই তারা মাছের জায়গায় নিজেদের বসিয়ে ভাবলেই বোঝা যাবে, আমরা যেসব ধারণার সঙ্গে পরিচিত বা যেসব জিনিস আমরা ভাবতে পারি, আমাদের গণিতও সে রকম। যেমন একটা ঝুড়িতে কয়টা আপেল আছে, সেটা গোনার জন্য আমরা স্বাভাবিক সংখ্যা ব্যবহার করি। আবার পানির কিছু নিয়ে হিসাব করতে গেলে মাপি ভর বা ঘনত্ব। একইভাবে কণাত্বরক যন্ত্রে অতিপারমাণবিক কণাগুলো নিয়ে কাজ করার সময় মাপা হয় এগুলোর শক্তি বা ভ্রামক। কয়টা কণা ছুড়ে দেওয়া হচ্ছে, সেটা কিন্তু গণনা করা হয় না। কারণ, এই গণনার কোনো অর্থ সেখানে নেই। এভাবেই তৈরি হয় গাণিতিক অবকাঠামো। তারপর সেগুলো নানা ধরনের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যায়। যেগুলো টিকে যায়, সেগুলোই গৃহীত হয় গাণিতিক তত্ত্ব হিসেবে। যেমন একটি গোলকের পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল পরিমাপের সূত্র ২৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে আর্কিমিডিসের সময় থেকে আজ পর্যন্ত সঠিক ফল দিয়েছে দেখেই এটি টিকে আছে। এখান থেকে বোঝা যায়, মানুষ বিভিন্ন তত্ত্ব যেমন প্রয়োজন অনুযায়ী বেছে নিচ্ছে, তেমনি কোন তত্ত্বের জন্য কী ধরনের গাণিতিক অবকাঠামো ব্যবহার করা হবে, সেটাও ঠিক করে নিচ্ছে প্রয়োজনমতো। তারপরও মহাবিশ্বের এমন অনেক ঘটনা আছে, যেগুলো ব্যাখ্যা করার মতো তত্ত্ব বা মডেল আমাদের কাছে নেই।

৪

কথা হচ্ছে, মানুষ যতই সুবিধামতো বেছে নিক, মহাবিশ্বে আগে সেই নিয়ম তো থাকতে হবে, কাজ করতে হবে। নয়তো সে বেছে নিতে পারবে না। যেমন ধরুন, আলোর গতি। পৃথিবীতে আলোর যে গতি, মহাবিশ্বের দূর, বহুদূর প্রান্তেও আলোর গতি একই। কোনো সাধারণ পরমাণু পৃথিবীতে যে রকম আচরণ করে, মহাবিশ্বের অন্য যেকোনো জায়গায়, ১৫ বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরের একটি গ্রহেও সেটি একই আচরণ করবে। যে মহাকর্ষ বল পৃথিবীকে সূর্যের চারপাশে ঘোরায়, সেটিই বিভিন্ন গ্যালাক্সিপুঞ্জকে একসঙ্গে ধরে রেখেছে। এ ধরনের ব্যাপারগুলোকে ব্যাখ্যা করার জন্য গড়ে উঠেছে প্রতিসমতার ধারণা। পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলো স্থান-কালের সাপেক্ষে প্রতিসমতা দেখায়। অর্থাৎ যেকোনো জায়গায় বা যেকোনো সময়ে ঘটা একটি ঘটনা একইভাবে অন্য যেকোনো জায়গায় বা সময়ে ঘটলে এর সব এলিমেন্ট বা ফ্যাক্টর অপরিবর্তিত থাকলে ঘটনাটি একইভাবে ঘটবে। এ জন্যই একটা এক্সপেরিমেন্ট যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণাগারে করলে যে ফল পাওয়া যাবে, একই রকম যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ব্যবহার করে বাংলাদেশের একটি গবেষণাগারে করলেও একই ফল পাওয়া যাবে। এই প্রতিসমতা যদি প্রকৃতিতে না থাকত, বিলিয়ন বিলিয়ন বছর আগে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনার ব্যাপারে গাণিতিক অবকাঠামো, পদার্থবিজ্ঞানের তত্ত্ব-সূত্র বা সিমুলেশন ব্যবহার করে আমরা কিছুই জানতে পারতাম না। বর্তমানে বিজ্ঞানীদের আশা এ রকমই একটি সর্বজনীন প্রতিসমতার গাণিতিক অবকাঠামো খুঁজে বের করা। সুপারসিমেট্রি। সবকিছুর তত্ত্ব। দুটো প্রশ্ন দিয়ে শুরু করেছিলাম আমরা। এক, গণিত কি আসলেই শুধু মানুষের মস্তিষ্কজাত, উদ্ভাবিত কিছু নিয়মকানুন? নাকি বিমূর্ত কোনো রূপে এটি আগে থেকেই ছিল, মানুষ শুধু এর সত্যিটা আবিষ্কার করেছে নিজেদের বোঝার মতো করে? দুই, তাহলে ভবিষ্যৎ অনুমানের ক্ষেত্রে গণিতের ব্যবহার যে অবিশ্বাস্য সফলতা দেখায়, কাজ করে, তা কেন ও কীভাবে করে? এখন আমরা এর প্রথমটির উত্তর জানি। গণিত আসলে আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের এক চমৎকার যুগলবন্দী। এই ধারণাগুলো উদ্ভাবন করেছে মানুষ। কিন্তু সেটা তারা উদ্ভাবন করতে পেরেছে; কারণ, এসব ধারণা সত্যি হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সব সম্পর্ক, সবকিছু আগে থেকেই প্রকৃতিতে ছিল আবিষ্কৃত হওয়ার অপেক্ষায়। দ্বিতীয়টির উত্তর অনেক জটিল। কারণ, মানুষ নিজের মতো যতই যাচাই-বাছাই করে কিছু গ্রহণ বা বর্জন করুক, একটা জিনিসের অস্তিত্ব মহাবিশ্বে না থাকলে, প্রাকৃতিক মৌলিক নিয়মগুলো আগে থেকেই মহাবিশ্বে কাজ না করলে ইচ্ছেমতো গণিত ব্যবহার করে আমরা কোনো কিছুর ব্যাখ্যা করতে পারতাম না। তাহলে প্রশ্ন আসে, এসব মৌলিক নীতির অস্তিত্ব আছে কেন? কিংবা প্রশ্নটা এভাবেও করা যায়, 'মহাবিশ্ব কেন কিছু মৌলিক নীতি ও প্রতিসমতা মেনে চলে?' এর উত্তর আমরা জানি না। কখনো হয়তো জানতে পারব।

শ্রীলঙ্কার অর্থনীতির হাল কোন দিকে

বিশেষ প্রতিবেদন।। গেল বছরের মে মাসে ভারত মহাসাগরের এই দ্বীপদেশটি সার্বভৌম ঋণ পরিশোধে খেলাপি হয়ে পড়ে। এক গভীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্দশার মধ্যে পড়ে যায়। পরে দেশটি অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের জন্য আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) কাছে থেকে ২৯৯ কোটি ডলারের ঋণ পায়। কিন্তু এ অর্থ এখনো ছাড় হয়নি। কারণ, দেশটির অন্যতম দুই ঋণদাতা চীন ও ভারতের কাছ থেকে দ্বিপক্ষীয় ঋণ পুনর্গঠন না হওয়া পর্যন্ত আইএমএফ ঋণ ছাড় করবে না। তবে এতে কোনো অগ্রগতি নেই। তাই দেশটির মানুষের কষ্টও লাঘব হচ্ছে না।

আগামী কিছুদিনের মধ্যে শ্রীলঙ্কা আর্থিক সহায়তার অর্থ পেলেও দেশটির অর্থনীতির পুনর্গঠনের কাজ যে দ্রুত সম্ভব হবে, তা—ও বলা যাচ্ছে না। বরং এটা একটা শুরুমাত্র। শ্রীলঙ্কার অর্থনীতির মডেলের একটা মৌলিক পরিবর্তন দরকার বলে মনে করা হয়।

অথচ শ্রীলঙ্কার বড় সম্ভাবনা ছিল বিচ্ছিন্নতাবাদী তামিল টাইগারদের সঙ্গে ২৫ বছরের গৃহযুদ্ধের পর ২০০৯ সালে শ্রীলঙ্কা অর্থনৈতিক দিক থেকে একধরনের 'শান্তির লভ্যাংশ' পায়। সেই সময় দেশটি বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। শুধু চীন নয়, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানও ঋণ দিতে আগ্রহী হয়। অর্থনীতির এই প্রবাহ দেশীয় অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিকে বাড়িয়ে তোলে। তবে এর ফলে নানা ধরনের ভারসাম্যহীনতাও সৃষ্টি হয়। দেশটির রপ্তানি ২০০০ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত সাড়ে ছয় শ ডলার কোটি থেকে বেড়ে প্রায় দুই হাজার কোটি ডলারে গিয়ে পৌঁছায়। ওই সময় দেশটির অর্থনীতিতে রপ্তানির অবদান ২৩ শতাংশ থেকে লাফিয়ে ৩৯ শতাংশে গিয়ে ঠেকে।

২০২০ সালে করোনা অতিমারি আঘাত হানার আগপর্যন্ত শ্রীলঙ্কার বাণিজ্যঘাটতি জিডিপির ৬ শতাংশের বেশি ছিল। শ্রীলঙ্কার অর্থনীতি এতটা জোরে ধাক্কা খাওয়ার একটি বড় কারণ এই ভারসাম্যহীনতা। এ সময় খাদ্য ও জ্বালানি আমদানির জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার সংকট দেখা দেয়।

অর্থনীতির এই নাজুক অবস্থায় দেশটির রাজনীতি চরম সংকটে পড়ে। ব্যাপক জনবিক্ষোভ সামাল দিতে না পেরে গত বছরের জুলাই মাসে প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষে দেশ ছেড়ে পালান। ক্ষমতায় আসেন রনিল বিক্রমাসিংহে। তাঁর কাছে এটি পরিষ্কার ছিল, শ্রীলঙ্কার অর্থনীতির উত্তরণ ঘটাতে হলে সংকটের উৎসে যে ভারসাম্যহীনতা, তা কমাতে হবে। মূল কথা, রপ্তানি বাড়াতে হবে। গত বছর শ্রীলঙ্কার স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এক সভায় রনিল বিক্রমাসিংহে বলেন, 'আমাদের বড় ধরনের প্রতিযোগিতামূলক রপ্তানিমুখী অর্থনীতির দিকে যেতে হবে। এ ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই। ২ কোটি ২০ লাখ মানুষের দেশ এটি। আমাদের দেশের বাইরের বাজার দেখতে হবে।'

এখন শ্রীলঙ্কার অর্থনীতির বড় প্রশ্ন হলো, আদৌ কি শ্রীলঙ্কায় প্রয়োজনীয় সংস্কার হয়েছে? দেশটি কি উন্নতির দিকে সত্যিই যাচ্ছে?

শ্রীলঙ্কার রপ্তানির প্রথাগতভাবে কৃষিপণ্যকেন্দ্রিক। ষোড়শ শতকে শ্রীলঙ্কার দারুচিনি ইউরোপীয় অনেক ঔপনিবেশিক শক্তিকে আকর্ষণ করেছিল। এখন দেশটির সবচেয়ে বড় রপ্তানি পণ্য হলো চা। তবে বাইরের দেশ থেকে রাসায়নিক সার আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞার কারণে এ খাতে ২০২১ সালে ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসে। উৎপাদন কমে যায় এক-পঞ্চমাংশ। ভবিষ্যতে রপ্তানি বাড়ানোর জন্য কৃষিপণ্য উৎপাদন বৃদ্ধিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে নীতিনির্ধারকদের। দুই শতাব্দী পুরোনো চা---শিল্পে এখনো পুরোনো যন্ত্রপাতি দিয়ে কাজ চলে। হাত দিয়েই চা—পাতা তোলার রীতি চালু আছে।

চা—শিল্প

শ্রীলঙ্কার চা—শিল্পের শীর্ষে থাকা নুয়ারু এলিয়া এলাকার পেড্রো চা---বাগানের প্রধান রোশন রাজাদুরাই বলেন, প্রথাগত রীতির বাইরে তিনি নতুন ধারা আনতে চান চা—শিল্পে। কিন্তু শ্রমিকেরা এ ধারায় বাধার সৃষ্টি করছে।

চায়ের বাইরে শ্রীলঙ্কার রপ্তানি পণ্যের মধ্যে আছে পোশাকশিল্প। কিন্তু এ শিল্পের কাঁচামাল ও জ্বালানির জন্য দেশটিকে পুরোপুরি বাইরের মুখাপেক্ষী থাকতে হয়। রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধের কারণে কাঁচামালের দাম বেড়েছে ব্যাপকভাবে। এসব সামগ্রীর দাম কমলেও শ্রীলঙ্কার অর্থনীতির গতি আসবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ আছে।

তাহলে শ্রীলঙ্কা এখন কি রপ্তানি করতে পারে? মালয়েশিয়া বা ভিয়েতনামের মতো ইলেকট্রনিক সামগ্রীর উৎপাদন শ্রীলঙ্কায় হয় না। তাই এ ক্ষেত্রে শ্রীলঙ্কার অর্থনীতিতে প্রাণের সঞ্চার করতে পারে বন্দরগুলো। দেশটির ভৌগোলিক অবস্থান এসব বন্দরের ব্যবহার আরও বাড়ানোর উপযোগী।

বন্দর

শ্রীলঙ্কার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর নন্দলাল বীরাসিংহে বলেন, ভারত মহাসাগরে যেখানে শ্রীলঙ্কার অবস্থান, সেখানে অন্য দেশের পণ্য পরিবহনের একটি কেন্দ্র হতে পারে দেশটি। এখানে বন্দর ও আনুষঙ্গিক সুবিধা আছে। এভাবে রপ্তানির গতিও বাড়তে পারে।

ধারণা করা হয়, ভারত মহাসাগর দিয়ে বিশ্বের খোলা পণ্যের এক-তৃতীয়াংশ পরিবহন হয়। কিন্তু জাতীয় পরিকল্পনার অভাবে এর সুযোগ নিতে পারছে না দেশটি। গত বছর অর্থনৈতিক সংকটের সময় মার্কিন ডলারের সঙ্গে শ্রীলঙ্কার মুদ্রার মূল্যমান অর্ধেকে নেমে যায়। এতে রপ্তানি বাড়বে বলে আশা করা হয়েছিল।

দেশটির আরেকটি সংস্কারের দিক তুলে ধরেছে বিশ্বব্যাংক। সেটা হলো আমদানি শুল্ক কমানো। বেশি শুল্কের কারণে আমদানি পণ্যের দাম অনেক বেশি হয়ে যায়। ভোক্তা পণ্যে আমদানি শুল্ক আরোপের দিক থেকে শ্রীলঙ্কা বিশ্বের সবচেয়ে রক্ষণশীল অর্থনীতির দেশ হিসেবে চিহ্নিত। রপ্তানির ক্ষেত্রে এসব বাধা দূর করার উদ্যোগ বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে পারে। দেশের শিল্পকে আরও দক্ষ করতে পারে, সেই সঙ্গে বাড়তে পারে রপ্তানিও। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সরকার বদলের পরও রনিল বিক্রমাসিংহে বাণিজ্যের বাধাগুলো দূর করার মতো রাজনৈতিক সমর্থন পাবেন কি না।

তবে আশার দিক হলো, গত বছরের ভয়াবহ পরিস্থিতির পর সংস্কারের ভাবনা এখন জোরোশোরেই ভাবা হচ্ছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

2nd &4th page Jagaran (3).pmd 1 03-02-2026, 23:06

মঙ্গলবার আগরতলা পুর নিগমের ৪৯ নং ওয়ার্ডের তরফে বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেয়র দীপক মজুমদার। ছবি নিজস্ব।

রাজ্য সহায়তা মিশন বিষয়ক তৃতীয় আঞ্চলিক বৈঠক সফলভাবে সম্পন্ন

নয়াদিল্লি, ০৩ ফেব্রুয়ারি ।। ত্রিপুরা সরকারের ত্রিপুরা ইনস্টিটিউশন ফর ট্রান্সফরমেশন (টিআইএফটি)-এর সহযোগিতায়, ৩রা ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে ১৪টি পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য স্টেট সাপোর্ট মিশন (এসএসএম)-এর অধীনে তৃতীয় আঞ্চলিক বৈঠকটি আগরতলায় সফলভাবে আয়োজন করেছে নীতি আয়োগ। এই আঞ্চলিক বৈঠকটি ছিল কেন্দ্রীয় খাতের প্রকল্পের অধীনে ধারাবাহিক আলোচনার তৃতীয় পর্ব, যার উদ্দেশ্য হলো স্টেট ইনস্টিটিউশনস ফর ট্রান্সফরমেশন (এসআইটি)-এর মাধ্যমে নীতি আয়োগ এবং রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে একটি কাঠামোগত সম্পর্ক গড়ে তোলা। এই আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে একত্রিত করে এসএসএম উদ্যোগগুলির বিষয়ে নিজেদের মধ্যে তাদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়া এবং একে অপরের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। এতে রাজ্যের রূপকল্পকে পথ দেখানো, সংস্কারকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং বিকশিত ভারত ৭২০৪৭-এর জাতীয় আকাঙ্ক্ষার সাথে সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষেত্রে স্টেট ইনস্টিটিউশনস ফর ট্রান্সফরমেশন (এসআইটি)-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

১০টি উত্তর পূর্বের রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য এসএসএম-এর উপর প্রথম আঞ্চলিক বৈঠকটি গত ২রা জুন ২০২৫ তারিখে উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এর পরে দ্বিতীয় আঞ্চলিক বৈঠকটি ২৫শে সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে মহারাষ্ট্রের পুনেতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে ১১টি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেছিলেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডঃ) মানিক সাহা, ত্রিপুরা সরকারের মুখ্য সচিব শ্রী জিতেন্দ্র কুমার সিনহা, উত্তরাখণ্ড সরকারের সেতু আয়োগের সহ-সভাপতি শ্রী রাজ শেখর জোশী, নীতি আয়োগের অতিরিক্ত সচিব (ভার্চুয়াল) ও প্রোগ্রাম ডিরেক্টর (রাজ্যসমূহ) শ্রী রোহিত কুমার, টিআইএফটি-র সিইও শ্রী কিরণ গিত্তে এবং নীতি আয়োগের যুগ্ম সচিব ও মিশন ডিরেক্টর (এসএসএম) শ্রী কে.এস. রেজিমোন।

এদিন বিভিন্ন অধিবেশনের আলোচনা থেকে রাজ্যগুলোর মধ্যে এই বিষয়ে একটি অভিন্ন অভিমত উঠে এসেছে যে, রাজ্যের রূপান্তরের জন্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো (এসআইটিসমূহ) হলো রাজ্য সহায়তা মিশনের অধীনে সংস্কার বাস্তবায়ন এবং আন্তঃরাজ্য শিক্ষাকে সমর্থন করার জন্য কেন্দ্রীয় প্ল্যাটফর্ম। একই সাথে প্রাথমিক প্রাতিষ্ঠানিক অর্জনগুলোকে সুসংহত করা এবং ভবিষ্যতে তাদের কার্যকারিতা জোরদার করার প্রয়োজনীয়তার ওপরও জোর দেওয়া হয়েছে।

অধিবেশনগুলো শুরু হয়েছিল নীতি আয়োগের এসএসএম-এর পক্ষ থেকে ''রাজ্যগুলোর জন্য নীতি: সমবায় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অভিমুখে'' শীর্ষক একটি উপস্থাপনার মাধ্যমে, যেখানে এই প্রকল্পের মূল উপাদানগুলো, রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক শিক্ষা প্রচারের জন্য ''রাজ্যগুলোর জন্য নীতি'' প্ল্যাটফর্মের মতো বিভিন্ন চলমান উদ্যোগ, ডেটা-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকে উৎসাহিত করার জন্য ''বিকশিত ভারত স্ট্র্যাটেজি রুম'' এবং কীভাবে রাজ্যগুলো এই সরঞ্জামগুলোকে কাজে লাগাতে পারে, তা তুলে ধরা হয়েছিল।

রাজ্য ও জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে রাজ্য প্রাতিষ্ঠানিক থিঙ্ক ট্যাঙ্কগুলোর ভূমিকা শীর্ষক অধিবেশনে আলোচনা করা হয় কীভাবে এই থিঙ্ক ট্যাঙ্কগুলো ঐতিহ্যবাহী পরিকল্পনা কার্যক্রমের বাইরে গিয়ে দীর্ঘমেয়াদী রূপকল্প প্রণয়ন, প্রমাণ-ভিত্তিক নীতি নির্ধারণ এবং ফলাফল-কেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করে বহু-বিষয়ক কেন্দ্রে পরিণত হচ্ছে। আলোচনায় শক্তিশালী পর্যবেক্ষণ কাঠামোর মাধ্যমে রূপকল্প-নির্ভর ও তথ্য-ভিত্তিক শাসনব্যবস্থার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়াগুলোকে শক্তিশালী করা, কৌশলগত অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা, বিভাগীয় সমন্বয় বৃদ্ধি এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। উন্নত উন্নয়ন ফলাফলের জন্য সহযোগিতামূলক, তৃণমূল-ভিত্তিক এবং প্রেক্ষাপট-নির্দিষ্ট নীতি নির্ধারণে বহু-স্তরীয় পরিকল্পনা, কেপিআই-ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ, বাস্তবায়নে জবাবদিহিতা এবং রাজ্য প্রাতিষ্ঠানিক থিঙ্ক ট্যাঙ্কগুলোর ভূমিকার ওপরও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

আঞ্চলিক রূপান্তরের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব শীর্ষক অধিবেশনে কৌশলগত প্রাতিষ্ঠানিক অংশীদারিত্ব, সরবরাহ মূল্যায়ন ও উন্নয়ন কর্মসূচির মতো লক্ষ্যভিত্তিক প্রযুক্তিগত সহায়তা, উদ্ভাবনী অর্থায়ন এবং বৈশ্বিক জ্ঞান বিনিময়ের মাধ্যমে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ও পূর্বাঞ্চলীয় অঞ্চলে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সরকারি প্রচেষ্টাকে পরিপূরক করার ক্ষেত্রে উন্নয়ন অংশীদারদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

'রাজ্য ভিশন ৭২০৪৭: উন্নত রাজ্যের জন্য নীলনকশা প্রণয়ন' শীর্ষক অধিবেশনে সুস্পষ্ট লক্ষ্য, খাতভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা এবং বহু-স্তরীয় পরামর্শের মাধ্যমে গতিশীল, ডেটা-ভিত্তিক রূপকল্প তৈরির গুরুত্বের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। রাজ্যগুলো শীর্ষস্থানীয় উদাহরণ থেকে শিখেছে যে কীভাবে পরিমাপযোগ্য উদ্দেশ্য এবং শক্তিশালী ফিডব্যাক ব্যবস্থা দীর্ঘমেয়াদী জাতীয় আকাঙ্ক্ষার দিকে অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে পারে।এদিনের অধিবেশনটি রাজ্য সহায়তা মিশনের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে একটি খোলামেলা আলোচনার মাধ্যমে শেষ হয়েছে, যার উদ্দেশ্য ছিল এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করে তাদের নিজ নিজ রাজ্যের উন্নয়নের যাত্রায় সহায়তা করা।

বৈষ্ণ দেবী কাত্রা ও শ্রীনগরের মধ্যে আটকে পড়া যাত্রীদের জন্য বিশেষ ট্রেন চলাচলের অনুমতি রেল কর্তৃপক্ষের

শ্রীনগর/কাত্রা, ৩ ফেব্রুয়ারী : খারাপ আবহাওয়া ও সড়ক ও বিমান যোগাযোগের বাধার কারণে বৈষ্ণ দেবী কাত্রা ও শ্রীনগরের মধ্যে যাত্রীদের ভিড় বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে আটকে পড়া যাত্রীদের সহজে যাত্রা করার সুবিধার্থে রেল কর্তৃপক্ষ বিশেষ ট্রেন পরিচালনার অনুমতি দিয়েছে। আজ ও আগামীকাল এই রুটে মোট চারটি রিজার্ভড বিশেষ ট্রেন চলাচল করবে, যেখানে পথে বানিহাল স্টেশনে থামবে।

রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সাধারণ পরিবহণ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হওয়ার কারণে যাত্রীদের নিরাপদ, সুবিধাজনক ও সুষ্ঠু ভ্রমণ নিশ্চিত করতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তারা যাত্রীদের অনুরোধ করেছেন ট্রেনের রিজার্ভেশন স্ট্যাটাস ও সময়সূচী আগে থেকে যাচাই করে নেয়ার জন্য, কারণ এই সময়কালে চাহিদা অত্যন্ত বেশি হওয়ার অপেক্ষা করা হচ্ছে।

আরোহীরা আরও তথ্যের জন্য রেলওয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট, হেল্পলাইন নম্বর ১৩৯ অথবা ন্যাশনাল ট্রেন ইনকোয়ারি সিস্টেমের মাধ্যমে তথ্য নিতে পারবেন।

এপস্টেইন বিতর্ক ও আদানি মামলার 'চাপে' মোদি, তাই তড়িঘড়ি বাণিজ্যচুক্তি! দাবি রাহুল গান্ধীর

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারী : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বহুদিন ধরে ঝুলে থাকা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যচুক্তি হঠাৎ চূড়ান্ত হওয়ার পেছনে রাজনৈতিক চাপ কাজ করেছে বলে দাবি করলেন কংগ্রেস নেতা তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। তাঁর অভিযোগ, জেফ্রি এপস্টেইন সংক্রান্ত বিতর্ক এবং শিল্পপতি গৌতম আদানির বিরুদ্ধে মার্কিন আদালতে চলা মামলার জেরেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আপস করতে হয়েছে।

মঙ্গলবার সংসদ ভবনের বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাহুল গান্ধী বলেন, ''আমেরিকায় আদানিজির বিরুদ্ধে মামলা চলছে। এই মামলা আসলে মোদিজির বিরুদ্ধেও। এপস্টেইন ফাইলসেও আরও অনেক তথ্য রয়েছে, যা এখনও প্রকাশ করা হয়নি। এই দু'টি বিষয়েই প্রবল চাপ রয়েছে। সেই কারণেই হঠাৎ করে বাণিজ্যচুক্তিতে সই করা হয়েছে।'' তাঁর সংযোজন, ''মোদিজি ফ্যাসাদে পড়েছেন। গত কয়েক মাস ধরে চুক্তি আটকে ছিল। হঠাৎ রাতারাতি সইএটা স্পষ্ট যে ভীষণ চাপ ছিল।''এপস্টেইন ইস্যুতে কংগ্রেসের অভিযোগের জবাবে আগেই বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, এ ধরনের সব দাবি ''ভিত্তিহীন ও অবমাননাকর''। সরকারিভাবে এই অভিযোগের কোনও সত্যতা নেই বলেই দাবি করা হয়েছে। তবে কংগ্রেস এ নিয়ে তাদের আক্রমণ শানানো থামায়নি।

সোমবার গভীর রাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সমাজমাধ্যমে দাবি করেন, ভারত ও আমেরিকার মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে আলোচনাধীন দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যচুক্তিতে দুই দেশ সম্মত হয়েছে। তিনি আরও জানান, ভারতের উচ্চ শুল্কের জবাবে আমেরিকা যে ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছিল, তা কমিয়ে ১৮ শতাংশ করা হয়েছে।

এর আগে ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিয়ো গোর জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মধ্যে টেলিফোনে কথা হয়েছে। পরে প্রধানমন্ত্রী মোদিও 'এক্স' (প্রাক্তন টুইটার)-এ পোস্ট করে ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানান শুল্ক কমানোর সিদ্ধান্তের জন্য।

তবে চুক্তির শর্তাবলি, কোন স্তরে বা কারা স্বাক্ষর করেছেন, এবং বাণিজ্য সংক্রান্ত পূর্ববর্তী মতভেদ কীভাবে মেটানো হয়েছেএই প্রশ্নগুলির স্পষ্ট ব্যাখ্যা এখনও সামনে আসেনি। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, এত গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি ঘিরে স্বচ্ছতার অভাব থেকেই জল্পনা বাড়ছে।

এই প্রেক্ষিতেই রাহুল গান্ধীর দাবি, আন্তর্জাতিক আইনি ও রাজনৈতিক চাপের মুখে পড়েই এই তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত। যদিও কেন্দ্র বা বিজেপির তরফে এ বিষয়ে এখনও সরাসরি প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

ডেটা শেয়ারিংয়ে গোপনীয়তা নিয়ে তীব্র প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টের, হোয়াটসঅ্যাপ—মেটাকে কড়া বার্তা

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারী : নাগরিকদের ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা নিয়ে বড় প্রযুক্তি সংস্থাগুলির ভূমিকা নিয়ে কড়া অবস্থান নিল সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার হোয়াটসঅ্যাপ ও তাদের মূল সংস্থা মেটাকে তলব করে শীর্ষ আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিল, প্রযুক্তি বা ব্যবসার অজুহাতে দেশের নাগরিকদের গোপনীয়তার অধিকারের সঙ্গে ছেলেখেলা চলতে পারে না।

শুনানির সময় বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, ''ডেটা শেয়ারিংয়ের নামে নাগরিকদের গোপনীয়তার অধিকারের সঙ্গে খেলতে পারেন না।'' ব্যবহারকারীর সম্মতি ও 'অপ্ট-আউট' ব্যবস্থা নিয়ে মেটার যুক্তিকেও প্রশ্নের মুখে ফেলে আদালত। বিচারপতিরা মন্তব্য করেন, ''অপ্ট-আউটের প্রশ্নই বা কোথায়? এটা ব্যক্তিগত তথ্য চুরির এক ভদ্র উপায়।''

মামলার পরিধি বাড়িয়ে আদালত ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক-কেও পক্ষভুক্ত করেছে। আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি এ বিষয়ে অন্তর্বর্তী নির্দেশ জারি করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

এই বিতর্কের সূত্র ২০২১ সালে হোয়াটসঅ্যাপের গোপনীয়তা নীতির আপডেট। অভিযোগ, সেই আপডেটের মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের কার্যত বাধ্য করা হয় মেটা গোষ্ঠীর অন্যান্য প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে ডেটা ভাগ করে নিতেনচেৎ হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করা যাবে না।প্রতিযোগিতা কমিশন অব ইন্ডিয়া এই নীতিকে ''বিস্তৃত ও অস্পষ্ট'' বলে চিহ্নিত করে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তদন্ত শুরু করেছিল। তাদের সিদ্ধান্ত ছিল, এই নীতির ফলে ব্যবহারকারীদের প্রকৃত পছন্দের অধিকার খর্ব হয়েছে এবং বাজারে প্রভাবশালী অবস্থান অপব্যবহার করেছে হোয়াটসঅ্যাপ।

এর জেরে সিসিআই হোয়াটসঅ্যাপ ও মেটার উপর ২১৩.১৪ কোটি জরিমানা ধার্য করে। সেই আদেশকে চ্যালেঞ্জ করেই সুপ্রিম কোর্টে আসে সংস্থাগুলি।গত বছরের নভেম্বরে ন্যাশনাল কোম্পানি ল' অ্যাপেলেট ট্রাইবুনাল সিসিআই-এর জরিমানার সিদ্ধান্ত বহাল রাখে। বিচারপতি অশোক ভূষণের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ জানায়, ২০২১ সালের নীতির ''টেক-ইট-অর-লিভ-ইট'' চরিত্র ব্যবহারকারীদের উপর অন্যায্য ও শোষণমূলক শর্ত চাপিয়েছে।

তবে পাঁচ বছরের জন্য বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে মেটা গোষ্ঠীর সঙ্গে ব্যবহারকারীর ডেটা শেয়ার করা নিষিদ্ধ করার যে নির্দেশ সিসিআই দিয়েছিল, তা খারিজ করে ট্রাইবুনাল।

শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট আরও বলে, বড় প্রযুক্তি সংস্থাগুলির গোপনীয়তার শর্তাবলি এমনভাবে তৈরি করা হয় যে সাধারণ নাগরিক তা সহজে বুঝতে পারেন না। ফলে ব্যবহারকারীর সম্মতির ভিত্তিই প্রশ্নের মুখে পড়ে।আদালতের সাফ বার্তাডেটা শেয়ারিং বা ব্যবহারকারীর তথাকথিত সম্মতির আড়ালে ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহের যে পদ্ধতি, তা সাংবিধানিক গোপনীয়তার অধিকারের পরিপন্থী হতে পারে। এখন নজর ৯ ফেব্রুয়ারির অন্তর্বর্তী নির্দেশের দিকে, যা এই মামলার ভবিষ্যৎ দিক নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

পিএম সূর্য ঘর: মুফতি বিজলি যোজনার আওতায় ২০২৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ২৬ লক্ষেরও বেশি পরিবার

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬: পিএম সূর্য ঘরঃ মুফতি বিজলি যোজনা (পি.এম.এস.জিঃ এম.বি.ওয়াই) একটি চাহিদা চালিত প্রকল্প যেখানে দেশের সমস্ত আবাসিক গ্রাহক যাদের স্থানীয় বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা (ডিসকম)-এর গ্রিড সংযুক্ত বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে তারা এই প্রকল্পের সুবিধা নিতে পারেন। রুফটপ সোলার (আরটিএস) সিস্টেম স্থাপনের জন্য এই প্রকল্পের জাতীয় পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন করতে হয়।

২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে এই প্রকল্পটি চালু হওয়ার পর থেকে সারা দেশে মোট ২০,৮৫,৫১৪ টি রুফটপ সোলার সিস্টেম (আরটিএস) ইনস্টল করা হয়েছে, এর ফলে ২৬,১৪,৪৪৬ টি পরিবারকে ১৪,৭৭১.৮২ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় আর্থিক সহায়তা (সিএফএ) হিসাবে প্রদান করা হয়েছে। এরমধ্যে ত্রিপুরায় রুফটপ সোলার সিস্টেম (আরটিএস) ইনস্টল করা হয়েছে ১৮৪৮টি। এর ফলে উপকৃত হয়েছে ১৮৫৯ টি পরিবার। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে ১২ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা। পিএমএসজিঃএমবিওয়াই ''এর অধীনে, এটি অনুমান করা হয়েছে যে, এক কোটি পরিবারে আরটিএস ইনস্টলেশন ১,০০০ বিলিয়ন ইউনিট পুনর্নবীকরণযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হবে। এর ফলে আরটিএস সিস্টেমের ২৫ বছরের মেয়াদকালে ৭২০ মিলিয়ন টন কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস নির্গমন হ্রাস পেতে পারে। রাজ্যসভায় এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে এই তথ্য জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় নতুন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি প্রতিমন্ত্রী শ্রী শ্রীপদ ইয়েসো নায়েক।

ভারত বাণিজ্য চুক্তি: পিয়ূষ গোয়াল বলেন "দুই গণতন্ত্রের ঐক্য শক্তিকে মুক্ত করবে, এটি আইতিহাসিক প্রকৃতির মোড়"

নয়া দিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী পিয়ূষ গোয়াল মঙ্গলবার ভারত-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, এই ঐতিহাসিক চুক্তি দুই বৃহৎ গণতন্ত্রের শক্তিকে একত্রে কাজে লাগাবে ও তাদের জনগণের "সাক্ষাৎ সমৃদ্ধি" নিশ্চিত করবে। তিনি বলেন, এটি দু'দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের জন্য এক "আইতিহাসিক মোড়"।

গোয়াল তাঁর এক্স-এ পোস্ট করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প-কে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, "এই র‍্যান্ডমার্ক চুক্তিটি দৃষ্টিভঙ্গি ও দৃঢ় নেতৃত্বের পরিচয় দেয়, এবং ভারত---আমেরিকা সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করবে।"

তিনি বলেন, "দুই সমমনা ও ন্যায্য বাণিজ্যচিন্তাবিদ গণতন্ত্র যখন একসাথে কাজ করবে, তখন তা দেশের মানুষের জন্য প্রকৃত ইতিবাচক সুযোগ তৈরি করবে। ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র স্বাভাবিক মিত্র এবং আমাদের অংশীদারিত্ব প্রযুক্তি সহায়তা, যৌথ সমাধান উন্নয়ন, শান্তি ও উন্নয়নের কর্মসূচিতে একসাথে কাজ করবে।"

গোয়াল আরও জানান, এই বাণিজ্য চুক্তি কৃষক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ, উদ্যোক্তা এবং দক্ষ কর্মীদের জন্য অভূতপূর্ব সুযোগ খুলে দেবে। তিনি বলেন, "এটি ভারতের বিশ্বজোড়া 'মেক ইন ইন্ডিয়া', 'ভারতে নকশা' ও 'ভারতে উদ্ভাবন' শক্তিকে নামে আনবে এবং আমেরিকা থেকে প্রযুক্তি আনার ক্ষেত্রেও সহায়তা করবে।" মন্ত্রী বলেন, ''এটি শুধুমাত্র একটি বাণিজ্য চুক্তি নয় এটা ভারত—যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ককে পুনরায় রূপ দেবে এবং আমাদের 'বিকশিত ভারত ২০৪৭' লক্ষ্যে যাত্রাকে ত্বরান্বিত করবে।"

এই মন্তব্যের আগে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এক ফোনালাপের মাধ্যমে ঘোষণা করেছিলেন যে যুক্তরাষ্ট্র ভারত থেকে আসা পণ্যের উপর শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে ১৮ শতাংশে কমিয়ে দেবে, এবং ভারতও আমেরিকান পণ্যের বিরুদ্ধে বাণিজ্য বাধা কমাবে। প্রধানমন্ত্রী মোদি টুইটারে এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, ''এটি আমাদের জনগণের জন্য পারস্পরিক সহযোগিতার সুযোগকে মুক্ত করবে।''

ভারত নিউইয়র্কের জাতিসংঘ সদর দপ্তরে সামাজিক উন্নয়ন কমিশনের ৬৪তম অধিবেশনে অংশগ্রহণ

নয়াদিল্লী, ৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬: মহিলা ও শিশু উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতি সাবিত্রী ঠাকুরের নেতৃত্বে ভারতীয় প্রতিনিধিদল সামাজিক উন্নয়নের জন্য গঠিত কমিশনের ৬৪তম অধিবেশনে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অধিকার-ভিত্তিক সামাজিক উন্নয়নের প্রতি তাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে। ভারতের জাতীয় বিবৃতি প্রদানের সময় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতি সাবিত্রী ঠাকুর জোর দিয়ে বলেন যে, ভারতে সামাজিক ন্যায়বিচার ও সামাজিক সুরক্ষা সাংবিধানিক নিশ্চয়তার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত এবং এটি 'বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

তিনি 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' নীতির ওপর জোর দেন, যা নিশ্চিত করে যে কেউ যেন পিছিয়ে না পড়ে, এবং এটি সরকার ও সমাজের সকলের সম্মিলিত দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিফলিত করে। শ্রীমতী ঠাকুর প্রধান জাতীয় উদ্যোগগুলোর রূপরেখা তুলে ধরেন, যা ব্যাপকতা, অন্তর্ভুক্তি এবং প্রান্তিক পর্যায়ে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টি প্রদর্শন করে:

* শিক্ষায় মেয়ে ও ছেলেদের অংশগ্রহণে সমতা নিশ্চিত করা, যা উন্নত স্কুল পরিকাঠামো এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে আবাসিক শিক্ষার মাধ্যমে সমর্থিত হবে।* পাইপলাইনের মাধ্যমে পানীয় জল, পরিচ্ছন্ন রান্নার উৎস এবং স্যানিটেশন সুবিধাসহ মৌলিক পরিষেবাগুলোর ব্যাপক সম্প্রসারণ, যা মহিলা ও ঝুঁকিপূর্ণ সম্প্রদায়গুলোর জন্য উল্লেখযোগ্য সুবিধা বয়ে আনবে।
* কোটি কোটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে রূপান্তরমূলক আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ঘটছে, যেখানে মহিলারা উদ্যোক্তা ও ঋণ প্রকল্পগুলোর প্রধান সুবিধাভোগী হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছেন।
* বিশেষ হেল্পলাইন এবং সমন্বিত পরিষেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে নারী ও শিশুদের জন্য দেশব্যাপী সুরক্ষা ও সহায়তা ব্যবস্থা।
* মা এবং শিশু স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কর্মসূচ ১০ কোটিরও বেশি সুবিধাভোগীর কাছে পৌঁছে যাচ্ছে।* বয়স্ক ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, অসংগঠিত শ্রমিক এবং ট্রান্সজেন্ডারদের জন্য সম্প্রসারিত সামাজিক নিরাপত্তা এবং লক্ষ্যভিত্তিক প্রকল্প।ভারত জনসেবা প্রদানে স্বচ্ছতা, দক্ষতা এবং জবাবদিহি বাড়ানোর ক্ষেত্রে ডিজিটাল পাবলিক পরিকাঠামো এবং প্রত্যক্ষ সুবিধা হস্তান্তরের (ডিবিটি) ভূমিকার ওপর জোর দিয়েছে।বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জগুলোর জন্য সম্মিলিত পদক্ষেপ প্রয়োজন উল্লেখ করে ভারত সামাজিক উন্নয়ন মডেলগুলোর অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য শক্তিশালী বহুপাক্ষিক সহযোগিতা, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সহযোগিতার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছে।৬৪তম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন কমিশনের অধ্যক্ষ এবং জাতিসংঘে ইউক্রেনের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত ক্রিস্টিনা হায়োভিশন; অধিবেশনে আরও বক্তব্য রাখেন জাতিসংঘের উপ-মহাসচিব মিসেস আমিনা জে মোহাম্মদ, সাধারণ পরিষদের সভাপতি মহামান্য অ্যানালেনা বেয়ারবক, ইকোসক-এর সভাপতি ও নেপালের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত লোকবাহাদুর থাপা, ডিইএসএ-এর এএসজি (পলিসি কো-অর্ডিনেশন) মিসেস বিয়র্গ স্যান্ডকায়ের এবং সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ক এনজিও কমিটির অধ্যক্ষ মিসেস জিলিয়ান ডি''সুজা-নাজারেথ। এই অধিবেশনে জাতিসংঘের ১০০টিরও বেশি সদস্য রাষ্ট্র অংশগ্রহণ করে।

মন রেগা বাঁচাও সংগ্রাম নিয়ে মহিলা কংগ্রেসের সাংবাদিক সম্মেলন। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

অল্পেই ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন রোজ সকালে এই ৫টি বাদাম

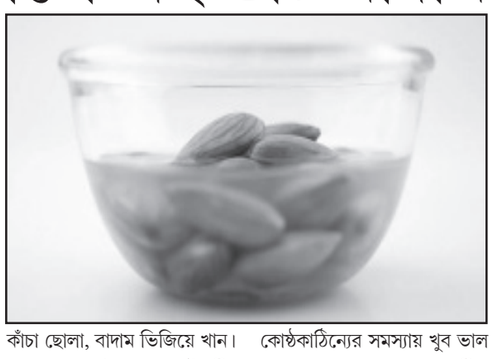

আজকাল সুপারফুডের খুব চল হয়েছে। এমন কিছু খাবার আছে যে গুলিকে পুষ্টিবিদরা সুফারফুডের আখ্যা দিয়েছেন। আর এই তালিকায় প্রথমেই রয়েছে নানা রকম বাদাম ও বীজ। নিয়মিত ভাবে এই সব সুপারফুড খেতে পারলে শরীরের একাধিক কাজে লাগে। শরীরে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়াতে এই সব বীজের জুড়ি মেলা ভার।

একই সঙ্গে শরীরে প্রয়োজনীয় পুষ্টির ভারসাম্য বজায় রাখতেও কার্যকরী হল শুকনো ফল। রোজ তাই এই ড্রাই ফ্রুটস খাওয়ার কথা বলেন বিশেষজ্ঞরা। তবে প্রচুর খেলে হবে না, মেপে খেতে হবে। সম্প্রতি পুষ্টিবিদ শিখা আগরওয়াল তাঁর সোশ্যাল মিডিয়ার একটি পোস্টে এই ড্রাই ফ্রুটসের উপকারিতার কথা বলেছেন। তবে বাদাম ভিজিয়ে খেলে কিন্তু তার উপকারিতা সবচাইতে বেশি। পুষ্টিবিদদের মতে ভেজানো বাদামের পুষ্টিগুণ অনেক বেশি। দেখে নিন কোন কোন ফল ভিজিয়ে খেলে উপকার সবচাইতে বেশি।

বাদাম— রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে একমুঠো ভেজানো বাদাম খাওয়া মানুষের অনেকদিনের অভ্যাস। এখনও অনেকে রোজ কাঁচা ছোলা, বাদাম ভিজিয়ে খান। সঙ্গে থাকে একটুকরো গুড়। ইদানিং আমন্ড খাওয়ার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। এই আমন্ড ভিজিয়ে খেতে পারলেই সবচাইতে ভাল। বাদাম ভিটামিন ই, ভিটামিন বি ৬ এর খুব ভাল উত। সেই সঙ্গে থাকে ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, যা মস্তিষ্কের গঠনে সাহায্য করে। ৫-৭ টি বাদাম রাতে ভিজিয়ে রেখে সকালে খোসা ছাড়িয়ে খান। কিশমিশ- কালো কিশমিশ আমাদের শরীরের জন্য খুবই ভাল। এর মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ ফাইবার। যা আমাদের পেট পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে। কিশমিশের মধ্যে থাকে পলিফেনল, ফাইটোনিউট্রিয়েন্টের মত অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। আর তাই পাইলসের সমস্যা এড়াতে রোজ খান এই কিশমিশ। ডুমুর- কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় খুব ভাল কাজ করে ডুমুর। আজকাল আঞ্জির নামেই তা বাজারে বিক্রি হয়। শুকনো এই ফল কিনে এনে আগের রাতে জলে ভিজিয়ে রাখুন। পরদিন সকালে তা ছেঁকে নিয়ে খান। এর মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ ফাইবার। যা আমাদের অন্ত্র ঠিক রাখতে সাহায্য করে। প্রাকতিক উপায়ে পেট পরিষ্কার করতে এই ডুমুরের কোনও জুড়ি নেই।

আখরোট- আমন্ডের মতই আখরোট শরীরের জন্য খুব ভাল। হাফ কাপ জলে আগের রাতে আখরোট ভিজিয়ে রাখুন। পরদিন সকালে তা খেলে মস্তিষ্কের শক্তি বাড়ে, স্মৃতিশক্তিও বাড়ে। একাগ্রতা বাড়াতেও কাজ করে আখরোট। শিশুদের মন ভাল রাখতে এবং বুদ্ধির বিকাশে রোজ খেতে দিন আখরোট।

ব্রেকফাস্টে এই পাঁচ জুস খেলে ওজন যেমন কমবে

বর্তমানে ওবেসিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি সমস্যা। ওজন বাড়লে সেখান থেকে একাধিক সমস্যা আসে। ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপ, হৃদরোগ, কোলেস্টেরলের মত সমস্যা বাড়ে। ডায়াবেটিস হোক বা উচ্চরক্তচাপ কোনওটিই সম্পূর্ণ সেরে যেতে পারে না। ডায়েট, ওষুধ এসবের মাধ্যমে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় মাত্র।

এছাড়াও জীবনযাত্রাও নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। আজকাল সব বয়সের সব মানুষের মধ্যেই দেখা দিচ্ছে এই সমস্যা। এর জন্য মূল কারণ হল পুষ্টির অভাব। আর তাই প্রথমেই নজর দিতে হবে রোজকার খাবারের দিকে। সেই খাবারের মধ্যে যাতে যথেষ্ট পরিমাণ পুষ্টি থাকে সেইদিকেও খেয়াল রাখুন। এছাড়াও যে ক্যালোরির খাবার খাচ্ছেন তার সমপরিমাণ ঝরিয়েও ফেলতে হবে। অতিরিক্ত ক্যালোরিই এই স্থূলতার অন্যতম প্রধান কারণ।

ওজন বাড়ে অতিরিক্ত খাওয়া দাওয়া করার ফলেই। আর তাই রাতারাতি এই ওজন একেবারেই ঝরিয়ে ফেলা যায় না। কিংবা এর কোনও শর্টকার্টও নেই। নিয়মিত ভাবে ডায়েট, শরীরচর্চা এসব করতেই হবে। চর্বি কমাতে বেশ কিছু সবজির জুস খুবই কার্যকরী। ব্রেকফাস্টে রোজ খেলে ওজন তো কমবেই সেই সঙ্গে ঝরবে পেটের নাছোড়বান্দা চর্বিও।

গাজরের জুস- গাজরের মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। যা রোজকার পুষ্টির চাহিদা মেটায়। গাজরের মধ্যে ক্যালোরি খুব কম, রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ফাইবার। যার ফলে গাজর হজম হয় তাড়াতাড়ি সেই সঙ্গে ওজন কমাতেও সাহায্য করে। টানা ৬ সপ্তাহ যদি ৫০ এমএল গাজরের জুস খাওয়া যায় তাহলে কিন্তু ওজন কমবেই।

বাঁধাকপির রস- বাঁধাকপির রস পেট ফোলা, বদহজম সহ অনেক সমস্যার সমাধান করে। তাই পাচনতন্ত্র পরিষ্কার রাখা খুবই জরুরি। বাঁধাকপির মধ্যে যে প্রচুর পরিমাণ ফাইবার থাকে তা অনেকক্ষণ পর্যন্ত পেট ভরিয়ে রাখে। তবে চিকিতকের পরামর্শ ছাড়া কোনও ভাবেই বাঁধাকপির রস খাওয়া যাবে না।

বিট রস- বিটের জুস স্বাস্থ্যরক্ষায় খুব ভাল সাহায্য করে। বিটের মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ পুষ্টি। সেই সঙ্গে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, খনিজ, ফাইবার থাকে। ক্যালোরি থাকে একেবারেই কম। আর তাই বিটের জুস বানিয়ে নিতে পারেন। তার আগে সঠিক রেসিপি দেখে নিতে কিন্তু ভুলবেন না। লাউ- লাউয়ের মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ পুষ্টি সেই সঙ্গে ক্যালোরি একেবারেই থাকে না। লাউ যেম অনেকক্ষণ পর্যন্ত পেট ভরিয়ে রাখে তেমনই ওজন কমাতেও ভীষণ ভাবে সাহায্য করে। আর তাই লাউয়ের জুস বানিয়ে খেতেও পারেন।

উপকারী হলেও শীতে রোজ খাবেন না এই সবজির জুস

ডায়াবেটিসের সমস্যা এখন ঘরে ঘরে। ছোট থেকে বড় সকলেই আজকাল আক্রান্ত হচ্ছে এই সমস্যায়। ডায়াবেটিস হলে মেপে খাওয়া দাওয়ার কথা বলা হয়। শর্করা, ক্যালোরি এসব একেবারেই মেপে খেতে হয়। আর তাই শাক সবজি যত বেশি পরিমাণে খাওয়া যাবে ততই ভাল। অনেকেই শীতে বিভিন্ন সবজির জুস বানিয়ে খান। বিশেষত পালং, গাজর, বিটের জুস। পালং শাক শরীরের জন্য খুব ভাল। এর মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন সি। তবে ডাক্তার থেকে পুষ্টিবিদ সকলেই বলছেন এই পালং শাক একেবারেই কাঁচা খাওয়া ঠিক নয়। স্মুদি আকারে তো একেবারেই না। কারণ পালং শাক কাঁচা খেলে আইবিএসের সমস্যা যেমন হতে পারে তেমনই কিডনিতে পাথরের সম্ভাবনাও বেড়ে যায় অনেকখানি। রোজ যদি কাঁচা পালং খাওয়া হয় তাহলে স্টোন হবেই। তখন আর ওষুধে কাজ হবে না অপারেশন ছাড়া গতি নেই। পালং শাকের মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ ফাইবার। এছাড়াও এর মধ্যে গ্লাইসেমিক ইনডেক্স খুবই কম। ফলে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে খুবই কার্যকরী হল এই পালং শাক। জুস বা স্মুদি বানিয়েও অনেকে পালং শাক খান। এই শাকের মধ্যে অক্সালিক অ্যাসিড বেশি পরিমাণে থাকে। যা ক্যালশিয়াম আর আয়রন শোষণে বাধা দেয়। যে কারণে কিডনিতে পাথরের সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

আর তাই কিডনি স্টোনের ঝুঁকি কমাতে পালং শাক একেবারে কম পরিমাণে খেতে হবে। সেই সঙ্গে পালং শাক আগে গরম জলে ফুটিয়ে নিয়ে তবেই খান। যদি নিতান্তই স্মুদি খেতে হয় তাহলে গরম জলে আগে ভাল করে এই শাক ফুটিয়ে নিন। এবার এর জুস বার করে নিয়ে এর মধ্যে রোস্টেড ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, মৌরি গুঁড়ো মিশিয়ে নিয়ে খেতে পারেন। প্রয়োজনে সামান্যয় গোলমরিচের গুঁড়োও মেশাতে পারেন। এছাড়াও পালং শাকের স্যুপ বানিয়ে খেতে পারেন। শীতের দিনে এই স্যুপ খেতেও বেশ ভাল লাগে। পালং শাক দিয়ে পনির, চিকেন বানিয়ে নিতে পারেন। এতে খেতেও ভাল লাগবে আর সেই সঙ্গে পুষ্টিগুণও থাকবে ভরপুর। তবে কাঁচা কোনও ভাবেই খাওয়া চলবে না।

স্বাদে সেরা এই ফুলের বড়া বাঙালির খুব প্রিয়

শীতকাল মানেই বাজারে হরেক ফুল আর সবজির মেলা। ফুলে, ফলে চারিদিক যেন রঙিন হয়ে থাকে। ঝুড়ি ঝুড়ি টাটকা আপেল, কমলালেবু, শাঁখালু, সবেদা, আঙুর, জামরুলে ভরেছে বাজার। অন্যদিকে টাটকা পালং, মূলো, ধনেপাতা, গাজর, শিম, বিট, ক্যাপসিকামের মত সবজি। শীতের বাজার তাই দেখলেই মন ভরে যায়। এছাড়াও শীতের বাজারের আরও একটি জিনিস খুবই আকর্ষণীয়।

তা হল সজনে ফুল আর বক ফুল। রাস্তার ধারে যত সজনে গাছ আছে সেই সব গাছ ভরে সাদা ফুলে। কোথাও আবার সদ্য ডাঁটাও ধরেছে। সজনে ফুলের বড়া বা তরকারি খেতে তো বেশ লাগে। সেই সঙ্গে আরও একটি ফুল এখন বাজার কাঁপাচ্ছে। তা হল বক ফুল। এপার বাংলা, এপার বাংলা এই দুই বঙ্গেই খুব জনপ্রিয় বক ফুল। দেখতে সাদা এই ফুলের বড়া বানিয়ে খেতে বেশ লাগে।

বড়া খাওয়ার চল বাঙালি বাড়িতে সেই আদ্যিকাল ধরে চলছে। কুমড়ো ফুলের যেমন বড়া আর তরকারি খাওয়া হয় তেমনই সজনে ফুল, বক ফুল দিয়েও বানানো হয় বড়া। এছাড়াও অনেকে নিম ফুলের তৈরি তরকারিও খান। তবে বক ফুলের অনেক উপকারিতাও রয়েছে। এর মধ্যে ফাইবার, ক্যালোরি, প্রোটিন, ফসফরাস, আয়রন, ভিটামিন সি, খনিজ এসব রয়েছে। এছাড়াও বকফুলের মধ্যে থাকে স্যাপোনিন ও সেসবানিমাইড। সেসবানিমাইড ক্যানসার প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। এই ফুলের মধ্যে থাকে প্রোটিন, ট্যানিন, ওলিওনোলিক অ্যাসিড, কেমফেরল, সিস্টিন, আইনোলিউসিন, অ্যাসপ্যারাজিন, ফিনাইল এলানিন, ভ্যালিন, নিকোটিনিক অ্যাসিড ও ভিটামিন সি। এছাড়াও বক ফুলের মধ্যে আছে আয়রন, ভিটামিন বি। যে কারণে এই ঋতু পরিবর্তনের সময় এই ফুল খেতে পারলে খুবই ভাল। এতে শরীরে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতাও বাড়ে। এছাড়াও এই ফুলের এবং গাছের অনেক ওষধি গুণও রয়েছে। শরীরে জ্বালা পোড়া, ব্যথা কমাতে, চুলকানি, দাদের নিরাময়ে বক ফুল ব্যবহার করা হয়। গ্যাসট্রিক আলসার প্রতিরোধ করতেও ভূমিকা রয়েছে এই ফুলের। কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে, কৃমির সমস্যায়, পাইলস রুখতেও কাজে লাগানো হয় বকফুল। খাবেন কী ভাবে? সাধারণত বেসন আর চালগুঁড়ি একসঙ্গে মিশিয়ে বকফুলের বড়া বানিয়ে খাওয়া হয়। এছাড়াও বকফুল দিয়ে বানিয়ে নেওয়া যায় নিরামিষ পোস্ত। এই তরকারি দিয়ে গরম ভাত খেতে খুব ভাল লাগে।

স্তন কিংবা কোলন ক্যান্সারের সঙ্গে লড়ছেন? রোজ খান ফুলকপি

শীতকাল মানেই ফুলকপি। ঝালে-ঝালে সবেতেই ফুলকপির জুড়ি মেলা ভার। শীতকালে আপনি এমন একটি বাঙালী বাড়ি খুঁজে পাবেন না যেখানে ফুলকপি রান্না হয় না। আর এই শীতকালীন সবজির মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে হাজার গুন। ফুলকপিতে ভিটামিন এ রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ক্যালশিয়াম যা শরীরের জন্য ভীষণ ভাবে প্রয়োজনীয় সব মিনারেল। অল্প পরিমাণে ফ্যাট ও কার্বোহাইড্রেট সমৃদ্ধ এই সবজি রোগ প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে। কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ থেকে, হাড়ের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি সবেতেই সাহায্য করে এই সবজি। শুধু তাই নয়, ক্যান্সার প্রতিরোধক হিসেবেও সুনাম রয়েছে ফুলকপির। আসুন হাজার গুনে সমৃদ্ধ ফুলকপির উপকারীতা সম্মন্ধে সবিস্তারে জেনে নেওয়া যাক

কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ করে: ইদানিং কোলেস্টেরলের সমস্যা ঘরে ঘরে। ফুলকপিতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার রয়েছে যা এই কোলেস্টেরলকে কমাতে সাহায্য করে। দাঁত ও হাড় শক্ত করে: ফুলকপিতে ফ্লোরাইড ও ক্যালশিয়ামের মতো মিনারেল রয়েছে যা দাঁতের মাড়ি ও হাড় শক্ত করতে সহায়তা করে।

হৃদযন্ত্রের খেয়াল রাখে: ফুলকপি হৃদযন্ত্রের জন্য ভীষণ উপযোগী। এতে সালফোরাপেন রয়েছে যা হৃদরোগের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। ক্যান্সার প্রতিরোধ করে: ফুলকপিতে উপস্থিত সালফোরাপেন ক্যান্সার কোষকে মারতে সাহায্য করে। কোলন ক্যান্সার, স্তন ক্যান্সারের জীবানুর সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা রয়েছে ফুলকপির মধ্যে।

শক্তি জোগায়: এই সবজিতে প্রচুর পরিমাণে আয়রন রয়েছে। যা শক্তি বাড়ায় ও রক্ত তৈরিতে সাহায্য করে।

দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়: ফুলকপিতে উপস্থিত ভিটামিন এ দৃষ্টিশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে।

চুল ও ত্বকের খেয়াল রাখে: ফাইবারযুক্ত ফুলকপি চুল ও ত্বকের জন্য বেশ উপকারী। এটি ত্বকের সংক্রমণ কমায় ও চুল ভাল রাখে। ওজন কমায়: গবেষণায় দেখা গিয়েছে ফুলকপি ওজন কমাতেও সাহায্য করে। অনেকেই তাই ওজন নিয়ন্ত্রণের জন্য ভরসা রাখেন ফুলকপিতে। মস্তিস্কের খেয়াল রাখে: মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যের জন্য ফুলকপি বেশ উপযোগী। মস্তিকের যত্ন নিতে বেশী করে ফুলবকপি খান। পরিপাকতন্ত্র ভাল রাখে: একাধিক মিনারেলযুক্ত এই সবজি পরিপাকতন্ত্রের খেয়াল রাখে। স্নায়ুর সমস্যা প্রতিরোধ করে: বিশেষজ্ঞদের মতে, নিয়মিত ফুলকপি খেলে অ্যালজাইমার্স বা স্মৃতিভ্রংশের ঝুঁকি কমায়। এছাড়াও স্নায়ুর অন্যান্য সমস্যা প্রতিরোধ করতেও সাহায্য করে এই সবজি। রোগ প্রতিরোধ করে: অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিসমৃদ্ধ ফুলকপিতে থাকা ভিটামিন ও মিনারেল কাশি,জ্বর,গা-ব্যথার মতো সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে। এই প্রতিবেদনটি শুধুমাত্র তথ্যের জন্য, কোনও ওষুধ বা চিকিতা সংক্রান্ত নয়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য আপনার চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

মাছ-মাংস-ডিম জ্বর হলে খাওয়া ঠিক কিনা

তার সঙ্গে শীতকালের আবহাওয়ার স্বাভাবিক জ্বরের প্রকোপও রয়েছে। সব মিলিয়ে বহু মানুষ এই মুহূর্তে জ্বরে আক্রান্ত। কেউ করোনা আক্রান্ত কেউ আবার শীতকালের সাধারণ জ্বরে। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, যেকোনও প্রকার জ্বরই হোকনা কেন, স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয় উপাদান এই সময়ে খাদ্য তালিকায় অবশ্যই রাখা প্রয়োজন।

চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সঠিক খাবার রাখতে হবে প্রতিদিনের তালিকায়। বহু মানুষ জ্বরের সমস্যা ডিম, মাছ কিংবা মাংস খাওয়ার পরামর্শ দেন। এটা কি স্বাস্থ্যকর? নাকি ক্ষতিকর? করোনা

পরিস্থিতিতে যেকোনও খাবার খাওয়ার আগে স্বাস্থ্যকর দিক এবং ক্ষতিকর দিন দুটোই জেনে রাখা জরুরি। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, জ্বর হলে শরীর দুর্বল হয়ে যায়। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ফের বাড়ানোর জন্য এবং শরীরের দুর্বলতা দূর করার জন্য এই সময়ে রোগীর পাতে পুষ্টিকর খাবার রাখা খুবই জরুরি। সঠিক পুষ্টিকর খাবার রোগীকে দ্রুত সেরে উঠতে সাহায্য করে। তাই জ্বর হলে কী খাওয়াবে আর কী খাওয়াবেন না, সে সম্পর্কে একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। পুষ্টিবিদদের মতে, এই সময়ে জ্বরে আক্রান্ত রোগী ইনফেকশনের সঙ্গে লড়াই করে। তার সঙ্গে থাকে ওষুধ। অনেক সময়ই রোগী এই সময়ে ডিহাইড্রেশনে ভোগে। এছাড়াও আরও নানা সমস্যা দেখা দেয়। তাই সঠিক পুষ্টিকর খাবারের প্রয়োজন থাকে। বিভিন্ন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, যেকোনও রকমের পুষ্টিকর খাবার জ্বরে আক্রান্ত রোগীর শরীরে প্রোটিনের মাত্রা বৃদ্ধি করে।

সঙ্গে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। ডিম, মাছ, মুরগির মাংস, এই সমস্ত কিছুতেই প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন রয়েছে। সঙ্গে রয়েছে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড় ভিটামিন বি-সিক্স, বি১২, জিঙ্ক এবং সেলেনিয়াম। এই সমস্ত কিছুই হাড় মজবুত করার সঙ্গে মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য উন্নত করতে সাহায্য করে। সঙ্গে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। তার সঙ্গে শরীরের দুর্বলতা দূর করে। প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় তাই এই সমস্ত পুষ্টিকর খাবার রাখা খুবই জরুরি।

আপনার বধিরতা ভুল খাবার ডেকে আনছে কিনা

শ্রবণশক্তি হ্রাস বয়স বাড়ার একটি অনিবার্য অংশ। তবে এর তীব্রতা সবার জন্য সমান নয়। শ্রবণশক্তি কখনও ধীরে খারাপ হয়, কখনও আকস্মিক প্রভাবেও কেউ কেউ হারাতে পারেন শ্রবণশক্তি। কিন্তু শ্রবণশক্তি হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে পুষ্টি এবং খাদ্যাভ্যাসের কি কোনো যোগ রয়েছে?

বিশেষজ্ঞদের মতে, কোনো একটি নির্দিষ্ট খাবার খেলে বা না খেলে তার প্রভাব শ্রবণশক্তির ওপর পড়ে কিনা, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। কিন্তু সাধারণভাবে পটাশিয়াম, জিঙ্ক এবং ফলিক অ্যাসিড সমৃদ্ধ খাবার শ্রবণশক্তি ভালো রাখতে সহায়তা করে। তবে খাদ্যাভ্যাসে এই ধরনের উপাদানগুলি না থাকলে শ্রবণশক্তি হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা বেশি বলে মনে করেন কেউ কেউ।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব এপিডেমিওলজিতে প্রকাশিত একটি সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, পশ্চিমা বিশ্বের প্রচলিত বেশ কিছু খাবারের সঙ্গে ইডিওপ্যাথিক বা আকস্মিক বধিরতার যোগ রয়েছে। এই খাবারগুলির মধ্যে মূলত প্যাকেটজাত এবং প্রক্রিয়াজাত খাবার, চর্বিযুক্ত মাংস এবং অতিরিক্ত চিনিসমৃদ্ধ খাবারের কথা বলা হয়েছে।

১৬৪ জন মানুষের ওপর করা এই গবেষণায় বলা হয়েছে, এই ধরনের খাদ্যাভ্যাস হঠাতশ্রবণশক্তি হারানোর ঝুঁকি কিছুটা হলেও বাড়িয়ে দিতে পারে। অন্য দিকে, জাপানে প্রচলিত খাবারদাবার শ্রবণশক্তি ভালো রাখতে সবচেয়ে উপযোগী বলেও মত গবেষকদের। তবে এ বিষয়ে নিশ্চিত করে কোনো সিদ্ধান্তে আসতে আরও বিশদ গবেষণার প্রয়োজন বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা

পুরুষের গোপন সমস্যা দূর করতে কোন কোন ফল খাবেন

বেশির ভাগ মানুষ আছেন যারা যৌনতা বা গোপন সমস্যা নিয়ে খোলাখুলি আলোচানা করতে চান না। আর এমনকী, যৌন সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দিলে ডাক্তারের কাছে যেতেও অনেক সময় অনিহা দেখা দেয়। কিন্তু জানেন কী যৌন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আমাদের প্রকৃতিতেই এমন অনেক জিনিস আছে, যা কিনা দূর করতে পারে যৌন সমস্যা!

আমেরিকার এক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা অনুযায়ী, তরমুজ নাকি এ ব্যাপারে দারুণ কাজ করে, যৌণশক্তির দিক থেকে অক্ষম বা দুর্বল, তাদের সক্ষমতার জন্য তরমুজই প্রাকৃতিক প্রতিষেধক।

অর্থাততাদের এখন থেকে আর ভায়াগ্রার পেছনে অর্থ না ঢেলে তরমুজে আস্থা রাখলেই চলবে। তারা গবেষণার পর বিস্ময়কর ফল দেখতে পান, একটি তরমুজে সিট্রোলিন নামের অ্যামাইনো অ্যাসিডের পরিমাণ এত বেশি, যা আগে বিজ্ঞনীরা ধারণাও করতে পারেননি। তরমুজে আছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা শরীরের জন্য খুবই উপকারী। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ তরমুজ খেলে অক্সিডেটিভ স্ট্রেসজনিত অসুস্থতা কমে যায়। এ ছাড়াও নিয়মিত তরমুজ খেলে প্রোস্টেট ক্যান্সার, কোলন ক্যান্সার, ফুসফুসের ক্যান্সার ও স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি কমে যায়। তরমুজে আছে ক্যারোটিনয়েড। আর তাই নিয়মিত তরমুজ খেলে চোখ ভালো থাকে এবং চোখের নানা সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। ক্যারটিনয়েড রাতকানা প্রতিরোধেও ভূমিকা রাখে।

তরমুজে আছে প্রচুর পরিমাণে জল এবং খুব কম পরিমাণে ক্যালোরি। আর তাই তরমুজ খেলে পেট ভরে যায় কিন্তু সে অনুযায়ী তেমন কোনও ক্যালোরি শরীরে প্রবেশ করে না। ফলে তরমুজ খেয়ে পেট পুরে ফেললে ওজন বাড়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

টেক্সাস এ অ্যান্ড এম ইউনিভার্সিটির গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, যারা দুর্বল তাদের জন্য তরমুজ প্রাকৃতিক ওষুধ হিসেবে কাজ করে। একটি তরমুজে প্রচুর পরিমাণে সিট্রোলিন নামের অ্যামাইনো এসিড থাকে যা শরীরকে প্রতিমুহূর্তে সতেজ রাখতে সহায়তা করে। লিকোপেন সমৃদ্ধ খাবারের আরেকটি গুণ হল হাড়ের স্বাস্থ্য ভালো করে। এটি হাড়ের অক্সিডেটিভ উপাদান দূর করে, যা হাড়ের ব্যথার জন্য দায়ী। এছাড়াও শরীরের বিভিন্ন রোগের জন্য দায়ী। তাই, প্রাকৃতিকভাবেই আপনার হাড়ের সমস্যা দূর করবে তরমুজ। তরমুজে যে অ্যামাইনো এসিড রয়েছে তা ব্যায়াম করার সময় শরীরকে বলিষ্ঠ রাখে ও শরীরের রক্তের গতি ঠিক রাখতে সাহায্য করে। শরীরের হরমোনের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে কোন তরমুজের জুরি নেই।

মহারাষ্ট্রে এমএএইচএসআর বুলেট ট্রেন প্রকল্পে দ্বিতীয় পর্বত সুড়ঙ্গ ভেদ, বড় মাইলস্টোন ঘোষণা রেলমন্ত্রীর

মুম্বই/পালঘর, ৩ ফেব্রুয়ারী : মুম্বই—আহমেদাবাদ উচ্চগতির রেল প্রকল্পে আরও এক বড় সাফল্যের কথা ঘোষণা করলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। মঙ্গলবার তিনি জানান, মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলায় প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্বত সুড়ঙ্গ সফলভাবে ভেদ করা হয়েছে। দেশের প্রথম বুলেট ট্রেন করিডরের কাজে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলস্টোন বলে উল্লেখ করেন তিনি।

মন্ত্রী জানান, চলতি বছরের ২ জানুয়ারি প্রথম পর্বত সুড়ঙ্গ ভেদের পর মাত্র এক মাসের মধ্যেই দ্বিতীয় সুড়ঙ্গের ব্রেকথ্রু সম্পন্ন হয়েছে। তিনি বলেন, এই দ্রুত অগ্রগতি প্রকল্পে যুক্ত প্রকৌশলী ও শ্রমিকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল।

অশ্বিনী বৈষ্ণব আরও জানান, প্রকল্পে এখন পর্যন্ত ৩৩৪ কিলোমিটার ভায়াডাক্ট নির্মাণ এবং ৪১৭ কিলোমিটার পিয়ার (স্তম্ভ) নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তাঁর কথায়, "ভারতের প্রথম উচ্চগতির রেল প্রকল্পের অগ্রগতি গোটা বিশ্ব লক্ষ্য করছে।"

এছাড়াও, কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬---২৭-এ ঘোষিত সাতটি নতুন উচ্চগতির রেল করিডরের কথাও তুলে ধরেন রেলমন্ত্রী। তিনি বলেন

দিল্লি---বারাণসি উচ্চগতির রেল করিডর চালু হলে দুই শহরের মধ্যে যাত্রার সময় কমে প্রায় ৩ ঘণ্টা ৫০ মিনিটে নেমে আসবে। একইভাবে বারাণসি---শিলিগুড়ি করিডর উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যাত্রীদের জন্য বড় সুবিধা বয়ে আনবে, যেখানে ভ্রমণের সময় কমে হবে প্রায় ২ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট। পুনে---হায়দরাবাদ উচ্চগতির রেল করিডরে দুই শহরের দূরত্ব পেরোতে সময় লাগবে মাত্র ১ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট। চেন্নাই---বেঙ্গালুরু করিডরে যাত্রার সময় হবে প্রায় ১ ঘণ্টা ১৩ মিনিট, আর চেন্নাই---হায়দরাবাদ করিডরে ভ্রমণ সময় কমে দাঁড়াবে ২ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট।

বাজেটে প্রস্তাবিত নতুন ডেডিকেটেড ফ্রেইট করিডর সম্পর্কেও তিনি আলোকপাত করেন। পশ্চিমবঙ্গের ডানকুনি থেকে গুজরাটের সুরাত পর্যন্ত এই করিডর মহারাষ্ট্রের ভাধভন বন্দরের সঙ্গে মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়-সহ অভ্যন্তরীণ এলাকাগুলিকে যুক্ত করবে। মন্ত্রী জানান, পূর্ব---পশ্চিম মালবাহী করিডরটি ওড়িশা, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের মধ্য দিয়ে যাবে।রেলমন্ত্রীর মতে, এই সব প্রকল্প দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন ও দ্রুত, আধুনিক পরিবহণ ব্যবস্থার দিকে এক বড় পদক্ষেপ।

ফকির মোহন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, উদ্বোধন করলেন নতুন অডিটোরিয়াম

বালেশ্বর, ৩ ফেব্রুয়ারী : রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু মঙ্গলবার ওডিশার বালেশ্বর জেলার ফকির মোহন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনির্মিত অডিটোরিয়ামের উদ্বোধন করেন।সমাবর্তন ভাষণে রাষ্ট্রপতি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, উদ্ভাবন এবং সামাজিক রূপান্তরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। তাঁর মতে, সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা, নৈতিক নেতৃত্ব এবং স্থানীয় ও বৈশ্বিক সমস্যার সমাধানমুখী গবেষণার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সমাজের অগ্রগতির চালিকাশক্তি হয়ে উঠতে হবে।প্রখ্যাত ওড়িয়া সাহিত্যিক ও সমাজসংস্কারক ব্যাসকবি ফকির মোহন সেনাপতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, ছাত্রীজীবনে তাঁর বিখ্যাত গল্প রেবতী তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে এক কিশোরীর শিক্ষালাভের সংকল্পকে কেন্দ্র করে রচিত এই গল্প তাঁর মনে স্থায়ী ছাপ ফেলেছিল বলে জানান তিনি। নিজের জীবনের কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, তিনি এক প্রত্যন্ত আদিবাসী গ্রামে পড়াশোনা শুরু করে পরে ভুবনেশ্বরে গিয়ে উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করেনফকির মোহন সেনাপতির জীবন ও রচনাই তাঁকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।মাতৃভাষায় শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরে রাষ্ট্রপতি বলেন, মাতৃভাষায় পড়াশোনা করলে শিক্ষার্থীরা নিজেদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও সভ্যতাগত মূল্যবোধ ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারে। তিনি উল্লেখ করেন, জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০-এ শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থীরা নিজেদের সাংস্কৃতিক শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে।ভারতের সমৃদ্ধ জ্ঞান-ঐতিহ্যের কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, প্রাচীন শাস্ত্র ও পাণ্ডুলিপিতে সাহিত্য, কবিতা ছাড়াও বিজ্ঞান, চিকিৎসা, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও স্থাপত্যবিদ্যার মতো নানা ক্ষেত্রে অমূল্য জ্ঞান সঞ্চিত রয়েছে। তিনি তরুণদের এসব ক্ষেত্রে গবেষণায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তাঁর মতে, অতীতকে বোঝা ও বর্তমানকে অনুধাবন করেই একটি উন্নত ভবিষ্যৎ নির্মাণ সম্ভব।স্নাতক শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, জ্ঞান, উদ্দীপনা ও অঙ্গীকার তাঁদের সমাজে সম্মান এনে দেবে। তিনি পরামর্শ দেন, সফল জীবন গুরুত্বপূর্ণ হলেও অর্থবহ জীবন আরও বেশি মূল্যবান। পিছিয়ে পড়া মানুষের কল্যাণে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নই প্রকৃত উন্নয়ন।ফকির মোহন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ও সম্প্রসারণমূলক কর্মসূচির প্রশংসা করে রাষ্ট্রপতি বলেন, বালেশ্বর-ভদ্রক অঞ্চল ধান চাষ, পান বরজ ও মৎস্যচাষের জন্য পরিচিতএই ক্ষেত্রগুলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রশংসনীয়। 'ব্যাক টু স্কুল', 'আর্ন হোয়াইল লার্ন', 'ইচ ওয়ান টিচ ওয়ান' এবং পরিবেশ সচেতনতা ও সমুদ্রতট পরিচ্ছন্নতা অভিযানের মতো উদ্যোগগুলিকেও তিনি সাধুবাদ জানান।উপকূলবর্তী অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এমন নীল কাঁকড়া ও হর্সশু কাঁকড়া নিয়ে গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগকে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরদর্শিতার পরিচয় হিসেবে উল্লেখ করেন।ভাষণের শেষে রাষ্ট্রপতি বলেন, দেশের অগ্রগতির জন্য সমাজের সব অংশের বৃদ্ধি, নিরাপত্তা ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন অপরিহার্য।

PNIT No. 39/EE/PWD(R&B)/KHW/ 2025-26 date: 30-01-2026

The Executive Engineer, Khowai Division, PWD(R&B) on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage/ item rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD /CPWD /MES /Railway for the following work through e-procurement portal:

Sl No.	Name of work/ DNIeT	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	DNIeT No:110/EE/ PWD(R&B)/KHW/ 2025-26	24,26,793.00	48,536.00	120(One Hundred Twenty) days
2	DNIeT No:111/EE/ PWD(R&B)/KHW/ 2025-26	24,26,772.00	48,535.00	90(Ninety) Days
3	DNIeT No:112/EE/ PWD(R&B)/KHW/ 2025-26	23,47,841.00	46,957.00	90(Ninety) Days
4	DNIeT No:113/EE/ PWD(R&B)/KHW/ 2025-26	23,42,514.00	46,850.00	90(Ninety) Days
5	DNIeT No:114/EE/ PWD(R&B)/KHW/ 2025-26	23,39,988.00	46,800.00	90(Ninety) Days
6	DNIeT No:115/EE/ PWD(R&B)/KHW/ 2025-26	24,21,650.00	48,433.00	90(Ninety) Days
7	DNIeT No:116/EE/ PWD(R&B)/KHW/ 2025-26	24,21,998.00	48,440.00	90(Ninety) Days

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-4090/26

Executive Engineer
Khowai Division, PWD(R&B)
Khowai Tripura

The Executive Engineer, Engineering Cell, Samagra Shiksha, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage/ item rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/ Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class& Category registered with any wing of State(s) PWD/CPWD/MES /Railway for the following work through e-procurement portal:

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of Bid	Document downloading and biding at Application	Class of Bidder
1	2nd Call/Construction of 1 unit Additional classroom at DAKSHIN NARAYANPUR SB SCHOOL under Sadar, West Tripura under Elementary Level for the year 2025-26 under Samagra Shiksha. DINET-106/EE/ENGG.CELL/Samagra/ 2025-26 PNIET No- 235/EE/ENGGCELL/ SAMAGRA/2025-26	Rs. 24,00,000.00	Rs 48000.00	180 Days	07/02/2026 at 3.00 PM	09/02/2026 at 3 PM	https:// tripuratenders. gov.in	Appropriate Class

All details can be seen in Press Notice & Bid Documents for the works on website https://tripuratenders.gov.in at free of cost. No negotiation will be conducted with the lowest bidder.

ICA/C-4104/26

Executive Engineer
Samagra Shiksha, Tripura.

গত এক দশকে ভারতে স্বাস্থ্য চিকিৎসায় 'আউট অফ পকেট' খরচ কমে ৩৯.৪শতাংশ: জেপি নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি : দেশে স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও সাশ্রয়ী হয়েছে বলে দাবি করলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী জেপি নাড্ডা। মঙ্গলবার লোকসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে তিনি জানান, গত ১০ বছরে ভারতে স্বাস্থ্য চিকিৎসায় মানুষের নিজস্ব পকেট থেকে সরাসরি খরচ বা 'আউট অফ পকেট' ব্যয় ৬২.৬ শতাংশ থেকে কমে ৩৯.৪ শতাংশে নেমে এসেছে।

সুলভ স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, এই পরিসংখ্যান প্রমাণ করে যে সরকারের বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রকল্পের সুবিধা সাধারণ মানুষ পাচ্ছেন।

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কেন্দ্রের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা তুলে ধরে নাড্ডা জানান, ন্যাশনাল হেলথ মিশন-এর মাধ্যমে জেলা হাসপাতাল, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও কমিউনিটি হেলথ সেন্টারগুলিতে বিনামূল্যে ওষুধ ও ডায়াগনস্টিক পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধি পরিকল্পনা-র আওতায় বাজারদরের তুলনায় ৬০ থেকে ৮০ শতাংশ কম দামে জেনেরিক ওষুধ সরবরাহ করা হচ্ছে। বর্তমানে সারা দেশে প্রায় ১৮,০০০টি জনঔষধি কেন্দ্র চালু রয়েছে বলে জানান তিনি।

হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার সময় নগদহীন চিকিৎসার সুবিধার কথাও উল্লেখ করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা-র অধীনে হাসপাতালে ভর্তি রোগীরা ক্যাশলেস চিকিৎসার সুবিধা পাচ্ছেন।

এছাড়া অমৃত (চিকিৎসার জন্য সাশ্রয়ী মূল্যের ওষুধ এবং নির্ভরযোগ্য ইমপ্লান্ট) প্রকল্পের মাধ্যমে বাজারদরের তুলনায় কমপক্ষে ৫০ শতাংশ কম দামে ব্র্যান্ডেড ওষুধ সরবরাহ করা হচ্ছে বলেও সংসদে জানান জেপি নাড্ডা।

মন্ত্রী দাবি করেন, এসব উদ্যোগ মিলেই দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সাশ্রয়ী করে তুলছে।

3rd CLAIMANT NOTICE

WHEREAS, it has been reported by the SDFO, Ambassa vide No.F.5-12(4)/ SDFO/ OR/Offence Report/ABS-2015/11847-48 dated 04/12/2019, that while patrolling duty by Sri Apurba Sarkar, FR (the than RO Durgachowmani) along with his staffs has seized a vehicle bearing Registration No. TR01L-1834 from Biilashcherra area on 13/11/2019 at about 06:30 PM vide his OR No.13/DCR-2019-20 dated 13/11/2019 for illegally carried Rangi Swan timber over 0.236 without GP/TP.

AND WHEREAS, Sri Apurba Sarkar, FR checked the vehicle and found no valid documents etc. for carrying rangi swan timber over 0.236. Then said vehicle bearing registration No. TR01L-1834 was seized by Apurba Sarkar, FR under section u/s 41, 42, of Indian Forest Act, 1927 and sub-section 2 of section 52(A) read with Indian Forest (Tripura Second Amendment) Act, 1986 and brought to the safe custody at FPU Camp Complex, Ambassa

NOW THEREFORE, in exercise of powers conferred upon me vide Notification No.F.13(103)/For/Estt-2014/50233-297 dated, 12/02/2015 of Govt. of Tripura as an Authorized Officer for the purpose of above mentioned Indian Forest Act 1927, it is contemplated to confiscate the seized vehicle Registration No. TR01L-1834 for the commission of offence under section 41,42 and 52(A) of Indian Forest Act, 1927 and under Tripura Rules notified vide Notification No.F.7/ 44.FP/90/Vol-II/22,795, dt.07.05.1990 of Government of Tripura.

NOW THEREFORE, it is brought to the notice of the authorized owner of the said vehicle Registration No. TR01L-1834 to prefer their claim over the same vehicle to Authorized Officer (District Forest Officer, Dhalai, Ambassa) within 15 (fifteen) days from the date of issue of this notice either by his/her legally authorized person along with all relevant documents in original regarding ownership of the vehicle.

If the owner of the vehicle or their authorized representatives fails to prefer any claim for the said vehicle before the undersigned within the stipulated period, the decision regarding the confiscation of the said vehicle shall be taken ex-parte.

Issued under my Seal and signature of this day on 02/02 /2026.

[Ms. Sangita Aba Khatal, IFS]
[Authorized Officer]
District Forest Officer, Dhalai, District Ambassa.

ICA/D-1907/26

ABRIDGED NOTICE INVITING E-TENDER

It is hereby notified for general information that e-tender is invited for the settlement of 09 (nine) nos. of Non-functional Country Liquor Shops under Unakoti District for the financial years 2026-27 & 2027-28.

The other details related to e-tender can be seen and obtained from the website https://tripuratenders.gov.in and also available in the Office Notice Board of the Collector of Excise, Unakoti District, Kailashahar.

Corrigendum/addendum, if any will be published only on the above website.

ICA/C-4098/26

Collector of Excise,
(District Magistrate & Collector)
Unakoti District, Kailashahar.

PNIeT-10/E.E/Div-IV/AMC/25-26 Date : 31/01/2026

Online Single bid Percentage rate e-tender are invited for the following works:

Sl No.	Name of the Work ID	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of Bid	Document downloading and biding at Application	Class of Bidder
1	DNIe-T No:28/DIV-IV/AMC/25-26 Tender ID 2025_SAMC_69781_1	Rs. 4,57,706	Rs. 9,154	90(Ninety) days	06/02/2026 Time 15.00 Hrs	06/02/2026 Time 16.00 Hrs	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	DNIe-T No:29/DIV-IV/AMC/25-26 Tender ID 2025_SAMC_69782_1	Rs. 6,93,416	Rs. 13,868	60(Sixty) Days				
3	DNIe-T No:30/DIV-IV/AMC/25-26 Tender ID 2025_SAMC_69783_1	Rs. 5,24,400	Rs. 10,488					

Other necessary details information can be seen in the Division Office of the Executive Engineer, P.W.Div-IV, AMC at city Centre 4th floor in the office hour.

NB: This detailed press notice & hid documents for the work can be seen on website https:// tripuratenders.gov.in at free of cost. But the hid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e procurement website, by the eligible bidders.

Executive Engineer
P. W. Division No-iv
Agartala Municipal Corporation

PRESS NIeT. NO. 11/EE/DWS/DIVN/UDP/2025-26
Dated. 30-01-2026

The Executive Engineer, DWS Division Udaipur, Gomati District Tripura, on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage/item rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD /CPWD/MES / TTAADC /Railway for the following work through e-procurement portal:-

Sl No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money
1	DNIeT No.03/DNIeT/SE/DWSC/ UDP/2025-26	28,32,783.00	56,656.00
2	DNIeT No.74/EE/DWS/DIVN/UDP/ 2025-26	9,59,256.00	19,185.00
3	DNIeT No.75/EE/DWS/DIVN/UDP/ 2025-26	9,68,749.00	19,375.00
4	DNIeT No.76/EE/DWS/DIVN/UDP/ 2025-26	9,69,935.00	19,399.00
5	DNIeT No.77/EE/DWS/DIVN/UDP/ 2025-26	9,61,133.00	19,233.00
6	DNIeT No.78/EE/DWS/DIVN/UDP/ 2025-26	9,66,088.00	19,322.00
7	DNIeT No.79/EE/DWS/DIVN/UDP/ 2025-26	3,68,160.00	7,363.00
8	DNIeT No.80/EE/DWS/DIVN/UDP/ 2025-26	9,69,676.00	19,394.00
9	DNIeT No.81/EE/DWS/DIVN/UDP/ 2025-26	9,70,305.00	19,406.00
10	DNIeT No.82/EE/DWS/DIVN/UDP/ 2025-26	9,68,477.00	19,370.00
11	DNIeT No.83/EE/DWS/DIVN/UDP/ 2025-26	4,36,886.00	8,738.00
12	DNIeT No.84/EE/DWS/DIVN/UDP/ 2025-26	9,69,062.00	19,381.00

Last date and time for document downloading and bidding: Up to 15.00 Hrs on 06- 02-2026

Place, Time and date of opening of online bid : 0/0 the Executive Engineer, DWS Division, Udaipur at 15:30 on 06-02-2026 if possible Details tender notice may be seen in the office of the Executive Engineer, DWS Division, Udaipur and office of the Assistant Engineer, DWS Sub-Division No- I/II, Udaipur/Kakraban/ Killa/ Rig and the website https://www.tripuratenders.gov.in

ICA/C-4101/26

Executive Engineer
DWS Division, Udaipur
Gomati District, Tripura

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION

Public Health Section
City Centre, Paradise Chowmuhani, Agartala, Tripura (W)
Phone : 0381-2385507

F.120/PH/CH/AMC/2025/10771-76 **Date : 03/02/2026**

PRESS NOTICE INVITING TENDER

AMC Invites e-Tender from reputed and experienced Company, Partnership Firm, LLP, Society, or Proprietorship Firm for Followings.

Sl No.	Name of the Job	Publishing Date	Bid Submission Start date	Last date of the Submission	Technical Bid Opening time	Tender Value Yearly	Application Fess	EMD	Details are Available
1	"Procurement of Consumables & Furniture for the CHC under AMC". DNIT No:02/PH/AMC/ 2025-26	30/01/2026 At 15.00 Hrs	31/01/2026 At 15.30 Hrs	07/02/2026 At 15.00 Hrs	07/02/2026 At 15.30 Hrs	Rs. 01. Core	Rs. 1,000/- (One Thousand) Only	Rs. 2,00,000/- (Two Lakh) Only	https:// tripuratenders. gov.in and www. agartalacity.tripura. gov.in

Tender is to be submit online only through https:/tripuratenders.gov.in

Municipal Commissioner
Agartala Municipal Corporation

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION

E-Governance Cell
City Centre, Paradise Chowmuhani, Agartala, Tripura (W)
Phone : 0381-2385507

F.1(27/Manpower/e-Gov/AMC/2015/10755-58 **Date : 03/02/2026**

PRESS NOTICE INVITING TENDER

AMC Invites e-Tender from reputed and experienced Company/Firm/Agency/Contractor for Followings.

Sl No.	Name of the Job	Publishing Date	Bid Submission Start date	Last date of the Submission	Technical Bid Opening time	Tender Value Yearly	Application Fess	EMD	Details are Available
1	"Supply of Manpower to Operate Online Computersied Application & Other it related job under AMC". DNIT No: 02/e-Gov/AMC/2026-2027	02/02/2026 At 15.00 Hrs	02/02/2026 At 15.30 Hrs	09/02/2026 At 15.00 Hrs	09/02/2026 At 15.30 Hrs	Rs. 1.05 Crore	Rs. 5000/ (Five thousand) Only	Rs. 50,000/- (Fifty thousand) Only	https:// tripuratenders. gov.in and www. agartalacity.tripura. gov.in

Tender is to be submit online only through https:/tripuratenders.gov.in

Municipal Commissioner
Agartala Municipal Corporation

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION

AGARTALA

PNIe-T No:13/Div-II/AMC/2025-26 Dated : 29/01/2026

Sl No.	D.N.I.e-T No.	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	DNIeT No.71/ Div-II/AMC/ 2025-26	39,53,724.00	79,074.00	120(one hundred Twenty) Days

Last date and time for document downloading/bidding : 09/ 02/2026 at 14.00 Hrs/15.00 Hrs.

Other necessary details information can be seen in the office hours of the undersigned.

Bid forms and other details can be obtained from website https://tripuratenders.gov.in

(Er. Sujay Chaudhury)
Executive Engineer
Division No-II,
Agartala Municipal Corporation

ভারত—মার্কিন বাণিজ্যচুক্তি 'ঐতিহাসিক' ও ভবিষ্যতমুখী: পীযূষ গয়াল

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি : কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গয়াল ভারত—মার্কিন বাণিজ্যচুক্তিকে 'ঐতিহাসিক' ও ভবিষ্যতমুখী চুক্তি হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, এই চুক্তিতে ভারতের জাতীয় স্বার্থকেই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে এবং এর ফলে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে ভারতের অবস্থান আরও শক্তিশালী হবে।

নয়াদিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দৃঢ় নেতৃত্বে ভারত শক্ত অবস্থান থেকে আলোচনায় অংশ নিয়ে এমন একটি চুক্তি নিশ্চিত করেছে, যা দ্রুতবর্ধনশীল অর্থনীতির আত্মবিশ্বাসের প্রতিফলন। তিনি উল্লেখ করেন, জটিল আলোচনা এবং পারস্পরিক উচ্চ শুল্কের মতো চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও ভারত তার মূল স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে সক্ষম হয়েছে এবং একই সঙ্গে ন্যায্য ও ভারসাম্যপূর্ণ বাজার প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করেছে।

পীযূষ গয়াল আরও বলেন, এই চুক্তির ফলে কৃষক, মৎস্যজীবী, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প, মহিলা উদ্যোগপতি এবং দেশের গ্রাম ও শহরের যুবসমাজ নতুন সুযোগ পাবে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, কৃষিক্ষেত্রে ভারতের স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষিত রাখা হয়েছে এবং কৃষকদের জীবিকায় কোনওরকম আপস করা হয়নি। মন্ত্রী জানান, এই চুক্তি ভারতের করা সবচেয়ে লাভজনক বাণিজ্যচুক্তিগুলির মধ্যে অন্যতম, যা আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে দেশের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

সুপ্রিম কোর্টে পিছোল আই-প্যাক মামলার শুনানি, পরবর্তী তারিখ ১০ ফেব্রুয়ারি

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি : আই-প্যাক সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্টে নির্ধারিত শুনানি পিছিয়ে গেল। বিচারপতি প্রশান্তকুমার মিশ্র ও বিচারপতি বিপুল মনুভাই পাঞ্চোলির বেঞ্চে এদিন শুনানি হওয়ার কথা থাকলেও ইডির আবেদনে তা স্থগিত রাখা হয়। আদালত জানিয়েছে, আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।সূত্রের খবর, ইডির পক্ষের আইনজীবী হলফনামা জমা দেওয়ার জন্য আরও সময় প্রার্থনা করেন। সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহেতা আদালতে জানান, রাজ্য সরকারের দাখিল করা হলফনামা খতিয়ে দেখতে সময় প্রয়োজন। সেই আবেদনে সম্মতি জানায় শীর্ষ আদালত।উল্লেখ্য, সোমবার সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা জমা দেয় রাজ্য সরকার। সেখানে ইডির দায়ের করা মামলা খারিজের আবেদন জানানো হয়েছে। রাজ্যের দাবি, এই মামলা সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করার আইনগত অধিকার ইডির নেই। পাশাপাশি তল্লাশির পদ্ধতি নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। রাজ্যের বক্তব্য, ইডির তল্লাশির সময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোনও বাধা দেননি। অনুমতি নিয়েই তিনি দল-সংক্রান্ত নথি সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন।প্রসঙ্গত, গত ৮ জানুয়ারি তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিকপরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাকের দপ্তর এবং সংস্থার কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে তল্লাশি চালায় ইডি। খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি দাবি করেন, যে নথিগুলি তিনি নিয়ে এসেছেন, সেগুলি তাঁর দলের গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রযার মধ্যে নির্বাচনী কৌশল সংক্রান্ত তথ্যও রয়েছে। তাঁর অভিযোগ, ওই নথি ছিনিয়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র হচ্ছিল ইডির দাবি, পুরনো কয়লা পাচার মামলার তদন্তেওই তল্লাশি চালানো হয়েছিল এবং সেই সময় তদন্তপ্রক্রিয়ায় বাধা দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার, কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ বর্মা-সহ একাধিক শীর্ষ পুলিশ আধিকারিক তদন্তে বাধা দেন।

৬ ফেব্রুয়ারি 'পরীক্ষা পে চর্চা' বিশেষ পর্ব দেখার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি : পরীক্ষার মরশুম ঘনিয়ে আসতেই ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আবারও সরাসরি কথোপকথনে যোগ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মঙ্গলবার তিনি দেশবাসীকে আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে চলা বিশেষ 'পরীক্ষা পে চর্চা' পর্ব দেখার আহ্বান জানান।
এবারের 'পরীক্ষা পে চর্চা' অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী দেশের বিভিন্ন প্রান্তের 'এক্সাম ওয়ারিয়র্স'-দের সঙ্গে আলাপচারিতায় অংশ নেন। এই ইন্টারঅ্যাকটিভ সেশনগুলি অনুষ্ঠিত হয় গুজরাটের দেবমোগরা, তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুর, ছত্তিশগড়ের রায়পুর, অসমের গুয়াহাটি এবং দিল্লির ৭, লোক কল্যাণ মার্গে।
প্রধানমন্ত্রী এই অভিজ্ঞতাকে "তাজা ও অনুপ্রেরণাদায়ক" বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ ও খোলামেলা মনোভাব তাঁকে মুগ্ধ করেছে। পরীক্ষাকে চাপমুক্তভাবে দেওয়ার ওপর জোর দিয়ে তিনি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা, জীবনে ভারসাম্য বজায় রাখা এবং আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার নানা বাস্তব পরামর্শ শেয়ার করেন।
সোশ্যাল মিডিয়ায় এক বার্তায় মোদি লেখেন, "পরীক্ষা আসন্ন, তাই পরীক্ষা পে চর্চা আবার ফিরে এসেছে! এবার দেবমোগরা, কোয়েম্বাটুর, রায়পুর, গুয়াহাটি এবং দিল্লির ৭, এলকেএম-এ এক্সামওয়ারিয়র-দের সঙ্গে চর্চা হয়েছে। সবসময়ের মতোই আমার তরুণ বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলা সতেজ অভিজ্ঞতা। ৬ ফেব্রুয়ারির পর্বটি অবশ্যই দেখুন।"
অনুষ্ঠান চলাকালীন প্রধানমন্ত্রী দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করেন। বোর্ড ও প্রবেশিকা পরীক্ষায় কীভাবে শান্ত, আত্মবিশ্বাসী ও চাপমুক্ত থেকে অংশ নেওয়া যায়, সে বিষয়ে দিকনির্দেশ দেন তিনি। পাশাপাশি শিক্ষা ও ব্যক্তিগত বিকাশ সংক্রান্ত বৃহত্তর বিষয়ও উঠে আসে আলোচনায়।
এ বছর 'পরীক্ষা পে চর্চা'-র নবম সংস্করণ অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যা এই উদ্যোগের এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। ধীরে ধীরে এটি সর্বভারতীয় সংলাপে পরিণত হয়েছে, যেখানে দেশের নানা প্রান্তের শিক্ষার্থীরা যুক্ত হচ্ছেন।
প্রধানমন্ত্রী মোদির উদ্যোগে 'পরীক্ষা পে চর্চা' এখন এক জাতীয় আন্দোলনের রূপ নিয়েছে। ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক, শিক্ষক ও সমাজকে একসঙ্গে এনে এমন পরিবেশ তৈরি করাই এর লক্ষ্য, যেখানে প্রতিটি শিশুর স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকৃতি পায় এবং ভয় বা চাপ ছাড়াই বিকশিত হতে পারে।
প্রথাগতভাবে দিল্লিতে একক ভেন্যুতে অনুষ্ঠান হলেও, এ বছরের আয়োজনে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ এবং ভারতের কেন্দ্রএই পাঁচ দিককে প্রতীকীভাবে এক মঞ্চে যুক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী। পিপিসি ২০২৬---এ অংশগ্রহণের পরিসংখ্যানও এর জনপ্রিয়তার প্রমাণ দিচ্ছে। কর্মসূচির জন্য ৪.৫ কোটিরও বেশি মানুষ নিবন্ধন করেছেন। এছাড়া পিপিসি-সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন আরও ২.২৬ কোটি মানুষ। সব মিলিয়ে এ বছরের মোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ৬.৭৬ কোটিরও বেশি, যা এই উদ্যোগের ক্রমবর্ধমান জাতীয় প্রভাবকে স্পষ্ট করে।

দেরাদুনে খাদে পড়ল এইচআরটিসি বাস, নিহত ৪

দেরাদুন, ৩ ফেব্রুয়ারী: উত্তরাখণ্ডের দেরাদুন জেলায় ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় চারজনের মৃত্যু হয়েছে। আজ কালসি এলাকার ক্বানু—মীনাস মোটর রোডে হিমাচল রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন-এর একটি বাস খাদে পড়ে যায়। এই দুর্ঘটনায় আরও প্রায় ১২ জন আহত হয়েছেন।
দুর্ঘটনার খবর পেয়ে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার ও ত্রাণকাজ শুরু করে। আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে বিকাশনগর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, যেখানে তাঁদের চিকিৎসা চলছে।
ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। তাঁর নির্দেশে আশপাশের সমস্ত চিকিৎসাকেন্দ্রকে উচ্চ সতর্কতায় রাখা হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কমলপুর বাইপাস সড়ক সংলগ্ন ওভারহেড ট্যাংকে মৌমাছির বাসা, আতঙ্কে স্কুল পড়ুয়ারা

আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি: কমলপুরের বাইপাস সড়ক সংলগ্ন ওভারহেড পানীয় জল ট্যাংকের গায়ে ও আশপাশে বেশ কয়েকটি মৌমাছির বাসা বেঁধেছে। ওই এলাকায় একাধিক স্কুল অবস্থিত থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে চরম আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদিন এই ওভারহেড ট্যাংকের পাশ দিয়েই স্কুলে যাতায়াত করে শতাধিক পড়ুয়া। মৌমাছির বাসাগুলি দীর্ঘদিন ধরে থাকলেও এখনও পর্যন্ত তা অপসারণের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। পড়ুয়াদের আশঙ্কা, যেকোনও সময় মৌমাছির ঝাঁক আক্রমণ করলে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।
এলাকাবাসী ও অভিভাবকরাও বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং দ্রুত প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন। তাঁদের মতে, স্কুলপড়ুয়াদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে অবিলম্বে মৌমাছির বাসাগুলি নিরাপদভাবে সরিয়ে দেওয়া জরুরি। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে।

পশ্চিম বর্ধমানে একাধিক জায়গায় ইডি-র হানা, ব্যবসায়ী ও পুলিশ আধিকারিকের বাড়িতে তল্লাশি

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম বর্ধমান জেলায় একযোগে একাধিক জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। আজ ভোর থেকেই কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে নিয়ে ইডি আধিকারিকরা পাণ্ডবেশ্বর, জামুড়িয়া, অন্ডাল, দুর্গাপুর ও পানাগড় এলাকায় ব্যাপক তল্লাশি চালাচ্ছেন।
এই অভিযানে একাধিক প্রভাবশালী ব্যবসায়ী এবং এক পুলিশ আধিকারিকের বাড়ি ও সংশ্লিষ্ট স্থানে তল্লাশি চলছে। দুর্গাপুরের সিটি সেন্টার এলাকায় বুদবুদ থানার বর্তমান ওসি মনোরঞ্জন মণ্ডলের বাড়িতে হানা দিয়েছে ইডি। উল্লেখ্য, তিনি এর আগে বারাবনি থানার ওসি থাকাকালীন সাময়িক বরখাস্ত হয়েছিলেন।
একইসঙ্গে সেপকো টাউনশিপে বালু ব্যবসায়ী প্রবীর দত্তের বাড়িতেও তল্লাশি চলছে। জামুড়িয়ায় হার্ডওয়্যার ব্যবসায়ী রাজেশ বানসালের বাড়িতে ১৬ সদস্যের একটি ইডি দল জিজ্ঞাসাবাদ করছে বলে জানা গেছে। পাণ্ডবেশ্বরের নবগ্রামে কয়লা ব্যবসায়ী মাইজুল শাহের বাড়িও তদন্তের স্বার্থে ঘিরে রাখা হয়েছে।
যদিও ইডি এখনও এই অভিযানের নির্দিষ্ট কারণ নিয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেয়নি, সূত্রের খবর, আঞ্চলিক কয়লা ও বালু ব্যবসাকে কেন্দ্র করে আর্থিক অনিয়ম এবং অর্থপাচার সংক্রান্ত তদন্তের সঙ্গেই এই অভিযানের যোগ থাকতে পারে।

চুরির মামলার তদন্তে চুরাইবাড়িতে মিজোরাম পুলিশের অভিযান, নগদ টাকা ও এটিএম কার্ড উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি: ত্রিপুরার প্রতিবেশী রাজ্য মিজোরামে চুরির মামলার তদন্তে মঙ্গলবার দুপুরে ত্রিপুরার উত্তর জেলার চুরাইবাড়ি থানা এলাকায় অভিযান চালায় মিজোরাম পুলিশ। অভিযানে উদ্ধার হয় চুরি যাওয়া নগদ টাকা ও এটিএম কার্ড। যদিও এ বিষয়ে সাংবাদিকদের সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও মন্তব্য করতে চায়নি মিজোরাম পুলিশ।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,মঙ্গলবার সকাল নয়টা নাগাদ মিজোরামের মামিত জেলার কানমুন থানার পুলিশের একটি বিশেষ টিম চুরাইবাড়ি থানার সহযোগিতায় শনিছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নং ওয়ার্ডের শিমুল টিলা এলাকার বাসিন্দা হোসেন আহমেদ (২৭), পিতা-মোঃ জমির উদ্দিনের বাড়িতে তল্লাশি চালায়। পুলিশের কাছে গোপন খবর ছিল,ওই বাড়িতেই আসামের শ্রীভূমি জেলার আছিমগঞ্জের বাসিন্দা জসিম উদ্দিন(ওরফে হোসেন আহমেদ) নামের এক যুবক বিবাহসূত্রে বসবাস করছিল।অভিযোগ অনুযায়ী, অভিযুক্ত জসিম উদ্দিন কিছুদিন পুর্বে মিজোরামের কানমুন থানা এলাকার এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে নগদ টাকা ও পাসওয়ার্ডসহ একটি এটিএম কার্ড চুরি করে নিয়ে আসে।
পরবর্তীতে ওই এটিএম কার্ড ব্যবহার করে কিছু টাকা তোলা হলেও পরে কার্ডটি আনলক করা হয়। এই ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি কানমুন থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে তদন্তের সূত্র ধরেই এদিন যৌথ অভিযান চালানো হয়।
তবে পুলিশের গাড়ি এলাকায় পৌঁছানোর আগেই অভিযুক্ত জসিম উদ্দিন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।তখন বাড়িতে উপস্থিত ছিল তার স্ত্রী। পরবর্তীতে ঐ বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ নগদ ১ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা, এটিএম কার্ড ও সংশ্লিষ্ট কিছু নথিপত্র উদ্ধার করে।শেষে উদ্ধারকৃত সামগ্রী চুরাইবাড়ি থানায় নিয়ে এসে দুই রাজ্যের পুলিশি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর সেগুলি সিজ করে মিজোরাম পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।
এই অভিযানে মিজোরাম পুলিশের এএসআই বানলাল রোলা, হেড কনস্টেবল আর লালহামুওয়ালা সহ অন্যান্য পুলিশকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। অভিযানে সহযোগিতা করে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ।
এদিকে স্থানীয় সূত্রে অভিযোগ,শিমুল টিলা এলাকার জঙ্গলবহুল অঞ্চলটি দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন অবৈধ কার্যকলাপের আশ্রয়স্থল হিসেবে পরিচিত। স্থানীয় জমির উদ্দিনের কন্যাকে বিবাহ করার সুবাদে অভিযুক্ত যুবক সেখানে নিয়মিত যাতায়াত করত এবং তার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য দুষ্কৃতীরাও মাঝেমধ্যে ওই এলাকায় আশ্রয় নিত বলে অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে উত্তর জেলা পুলিশ প্রশাসনের কাছে এলাকাবাসীর দাবি, অবৈধ কার্যকলাপ রুখতে দ্রুত ও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক।

মন্ত্রীর দেহরক্ষীর গাড়ির ধাক্কায় প্রাক্তন প্রধানশিক্ষকের মৃত্যু, শোকাহত পরিবারের পাশে মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া

আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারী: মন্ত্রীর দেহরক্ষীর গাড়ির ধাক্কায় প্রাক্তন প্রধান শিক্ষকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছিল। ওই ঘটনায় আজ মৃত শিক্ষকের বাড়িতে যান মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। পাশাপাশি, শোকসন্তপ্ত পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সমবেদনা জানান তিনি এবং ঘটনার জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন।
প্রসঙ্গত, গত ২৮ জানুয়ারি মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়ার দেহরক্ষীর গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত হয়েছিল পূর্ব লক্ষ্মীবিল এলাকার বাসিন্দা প্রাক্তন প্রধানশিক্ষক অমর চান চৌধুরী। পরে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।এই ঘটনায় এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী জানান, দুর্ঘটনার বিষয়টি প্রশাসনের তরফ থেকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তিনি আরও জানান, আজ তিনি স্বর্গীয় অমরচান চৌধুরীর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন এবং পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। পাশাপাশি বিদেহী আত্মার চিরশান্তি ও সদগতি কামনা করেন।
আজ পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে মন্ত্রীর তরফ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে এক লক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে। তিনি আশ্বাস দেন, এই বিষয়ে পরবর্তী সময়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে এবং প্রয়োজনে আরও সহযোগিতার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

তিপরা মথা ছেড়ে ২৩১১ জন জনজাতি ভোটার বিজেপিতে যোগদান

আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারী: বিজেপি রামচন্দ্রঘাট মণ্ডলের উদ্যোগে বাইজল বাড়িতে আয়োজিত এক যোগদান সভায় তিপরা মথা ছেড়ে ৭৮৫ পরিবারের মোট ২৩১১ জন জনজাতি ভোটার বিজেপিতে যোগদান করেছেন।
নবাগত সদস্যদের স্বাগত জানিয়েছেন জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। সভায় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব ও দলের কর্মীরা।

বিধ্বংসী আগুনে পড়ে

● প্রথম পাতার পর
আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। কিন্তু ততক্ষণে বাজারের একাংশ দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।
তবে ততক্ষণে দোকান দুটির ব্যাপক ক্ষতি হয়ে যায়। অগ্নিকাণ্ডের ফলে লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা সর্বস্ব হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তাঁদের আর্তনাদে হৃদয়বিদারক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এলাকায়।

বঙ্গে নির্বাচনী রণকৌশল

● প্রথম পাতার পর
আগামী দিনের রাজনৈতিক কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আসন্ন নির্বাচনের রূপরেখা ও রণকৌশল তৈরিতে এই বৈঠকের গুরুত্ব অপরিসীম বোয়েল দাবি রাজনৈতিক মহলের।

কৃষক বিরোধী বাজেট

● প্রথম পাতার পর
বাজেট প্রস্তাব প্রত্যাহার না করা হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামতে বাধ্য হবেন তাঁরা। বিক্ষোভ কর্মসূচিকে ঘিরে প্যারাডাইস চৌমুহনী এলাকায় কিছু সময় উত্তেজনার সৃষ্টি হলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল।

সংসদে ত্রিপুরায় জাতীয়

● প্রথম পাতার পর
এবং জরুরি পরিষেবার উপর যে বিরূপ প্রভাব পড়ছে, সে বিষয়েও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। তাই তিনি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নিকট দ্রুত সমস্যা সমাধানের দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি, জাতীয় সড়কগুলির উন্নয়ন ও সংস্কারের জন্য অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দের আবেদন জানান। তিনি বলেন, পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ না হলে ত্রিপুরার মতো পাহাড়ি ও সীমান্তবর্তী রাজ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ব্যাহত হবে।
শেষে তিনি আশা প্রকাশ করেন, কেন্দ্র সরকার ত্রিপুরার জাতীয় সড়কগুলির সমস্যা দ্রুত সমাধানের জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে।

বঙ্গে ভোটার তালিকায়

● প্রথম পাতার পর
আমাদের ভোট দিয়ে দেবে।" খসড়া ভোটার তালিকা থেকে বিপুল সংখ্যক নাম বাদ পড়ার দাবি ঘিরে রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক বাড়ছে। বিরোধীদের অভিযোগ, এতে ভোটের ফল প্রভাবিত হতে পারে। যদিও তৃণমূল নেতৃত্বের বক্তব্য, এই ইস্যুতে জনসমর্থন তাদের দিকেই থাকবে। এসআইআর—পরবর্তী পরিস্থিতি ও আদালতের রায়দুই দিকেই এখন নজর রাজ্য রাজনীতির।

গাঁজা সহ আটক এক

● প্রথম পাতার পর
প্যাকেটজাত অবস্থায় ২৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে। অভিযানে এক ব্যক্তিকে আটক করতে সক্ষম হয় অনেকে। আটক ব্যক্তির নাম বাপন ভৌমিক। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ধৃতের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। তাকে পাঁচ দিনের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আজ আদালতে তোলা হয়েছে। ঘটনার পর গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

বাজেট সর্বজন সমন্বিত

● প্রথম পাতার পর
হাজার কোটি টাকা। আমাদের মূল মন্ত্র হলো 'জাতি আগে, দল ও ব্যক্তি পরে'। দেশের সুরক্ষা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। অবকাঠামো উন্নয়নের উপরও বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।
মন্ত্রী বলেন, দেশের ৭০০টি জেলায় ৭০০টি মেয়েদের হোস্টেল নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, যা মহিলা ক্ষমতায়নের একটি শক্তিশালী উদাহরণ। 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' কেবল স্লোগান নয় এই বাজেটেই তার বাস্তব প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। পাশাপাশি স্বাস্থ্য খাতেও বাজেটে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি করা হয়েছে।"
কৃষি ক্ষেত্র সম্পর্কেও মন্ত্রী জানান কৃষি খাতে পূর্ববর্তী সমস্ত প্রকল্প বজায় রাখা হয়েছে এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কৃষি খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে ১ লক্ষ ৬২ হাজার ৭১ কোটি টাকা।"
নবীকরণযোগ্য শক্তির ক্ষেত্রেও বরাদ্দ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই খাতে বাজেট ধরা হয়েছে ৩২ হাজার ২১৪ কোটি টাকা।

আন্তর্জাতিক দক্ষতা কেন্দ্র

● প্রথম পাতার পর
দিয়ে, নীতি আয়োগ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য আঞ্চলিক কর্মশালার উপর গুরুত্ব দিয়েছে। ত্রিপুরায় পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলির জন্য তৃতীয় আঞ্চলিক কর্মশালার আয়োজন করার সিদ্ধান্ত এই অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান নীতি ক্ষমতা এবং জাতীয় সংস্কার আলোচনায় অর্থপূর্ণ অবদান রাখার জন্য ত্রিপুরার প্রস্তুতির প্রতি নীতি আয়োগের আস্থা প্রতিফলিত করে। গত কয়েক বছর ধরে, ত্রিপুরা ধারাবাহিকভাবে সুশাসন এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারকে তার উন্নয়ন কৌশলের কেন্দ্রবিন্দুতে রেখেছে।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অল্প সময়ের মধ্যে, টিআইএফটি সংস্কারের অনুঘটক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে এবং নীতি অভিপ্রায় ও অন-গ্রাউন্ড বাস্তবায়নের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু হয়ে উঠেছে। এটি ত্রিপুরার মূল শক্তিগুলি সনাক্ত করতে, বাস্তবসম্মত লক্ষ্য নির্ধারণ করতে এবং ক্ষেত্র বিশেষে রোডম্যাপ উন্নত করতে নেতৃস্থানীয় বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে সহায়ক হয়েছে। গত দুই বছরে, টিআইএফটি শাসন ব্যবস্থায় চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। টিআইএফটি নীতি প্রণয়ন এবং ব্যবসায়িক সংস্কারের ক্ষেত্রে সরকারী দপ্তরগুলিকেও সহায়তা দিয়ে রেখেছে। সেই সঙ্গে আমরা একটি আন্তর্জাতিক দক্ষতা কেন্দ্র এবং একটি বিদেশী ভাষা স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছি, আর আমাদের যুবদের জন্য বিশ্বব্যাপী কর্মসংস্থানের সুযোগ উন্মুক্ত করছি। আগে, আমাদের যুবরা রাজ্যের বাইরে যেত এবং যদি তাদের বিদেশী ভাষা জানা থাকে তবে তাদের পক্ষে বিদেশে গিয়ে সংযোগ স্থাপন করা সহজ হয়ে যায়।
অনুষ্ঠানে ডাঃ সাহা বলেন, সুশাসনের জন্য পরিষেবা প্রদান এবং পরিকাঠামো তৈরির জন্য আধুনিক সরঞ্জামের প্রয়োজন, রাজ্য সরকার সুশাসন দপ্তরের মধ্যে একটি পিপিপি সেলও গঠন করেছে। এই সেল সরকারের সাথে সর্বোত্তমভাবে ঝুঁকি ভাগ করে নেওয়ার পাশাপাশি বেসরকারি বিনিয়োগের সুবিধা প্রদান করে।
মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ত্রিপুরার সংস্কার প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন, যখন আমি দিল্লিতে গিয়েছিলাম এবং তাঁর সাথে আমার আলাপচারিতার সুযোগ হয়েছিল। ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে ৫ম মুখ্য সচিবদের সম্মেলনে আমাদের ব্যবসায়িক সংস্কার কৌশল সমস্ত রাজ্যের সাথে ভাগ করা হয়েছিল। ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে বিহার সরকার, অন্যান্য কিছু রাজ্যের সাথে আমাদের আধিকারিকদের "ইজ অফ ডুয়িং বিজনেস" ত্রিপুরা মডেল সম্পর্কে ধারনা লাভের জন্য আমন্ত্রণ জানায়। ডাঃ সাহা জানান, জিন্দাল গ্রুপ ইস্পাত শীট উৎপাদন শুরু করেছে এবং রাজ্যে বেশ কয়েকটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি মেডিকেল ও প্যারামেডিক্যাল কলেজ গড়ে উঠেছে।

ডিএ ব্যবধান কমাতে

● প্রথম পাতার পর
সরকার গঠনের সময় রাজ্যের বাজেটের পরিমাণ ছিল প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা। বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৩২ হাজার কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। এদিন কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬—২৭ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রনজিৎ সিংহ রায় বলেন, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন একটি ঐতিহাসিক বাজেট পেশ করেছেন। এই বাজেটে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কথা বিবেচনা করা হয়েছে। 'বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন। মহিলাদের স্বশক্তিকরণ, যুবশক্তিকে কাজে লাগিয়ে দেশকে আরও শক্তিশালী করে তোলার দিকেও এই বাজেটে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনা নিয়ে তৈরি এই বাজেটের সুফল আগামী দিনে দেশবাসী পাবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।
সাংবাদিক সম্মেলনে অর্থমন্ত্রীর পাশাপাশি প্রাক্তন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা সহ বিজেপির অন্যান্য নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন।

সীমানা নিয়ে অস্ত্র হাতে

● প্রথম পাতার পর
বৈধ নথিপত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে সম্প্রতি ডিমারগেশন সম্পন্ন করে জমিটি সমবায় সমিতির দখলে আনা হয়। সীমানা নির্ধারণের জন্য কয়েকদিন আগে সেখানে চারটি সিমেন্টের পিলার বসানো হয়।
অভিযোগ, মঙ্গলবার গভীর রাতে আনুমানিক রাত বারোটা নাগাদ চার-পাঁচজনের একটি দুষ্কৃতী দল অস্ত্র হাতে সেখানে হানা দেয়। তারা সীমানার সিমেন্টের পিলারগুলো তুলে ভেঙে চুরমার করে সমবায় অফিসের পেছনে ফেলে দেয়। এই ঘটনা সমবায় সমিতির নৈশপ্রহরীর নজরে পড়ে। তবে দুষ্কৃতীদের হাতে অস্ত্র থাকায় তিনি ভয়ে বাধা দিতে সাহস পাননি।
নৈশপ্রহরীর দাবি, দুষ্কৃতীদের মধ্যে দু'জনকে তিনি চিনতে পেরেছেন। তাঁদের নাম হারাধন সাহা ও সন্তোষ সাহা। দু'জনেরই বাড়ি একই এলাকায়। বাকি দুষ্কৃতীদের পরিচয় তিনি শনাক্ত করতে পারেননি।
স্থানীয়দের অভিযোগ, সমবায় সমিতির ওই আড়াই ঘন্টা জমি জোরপূর্বক দখল করার চেষ্টা দীর্ঘদিন ধরেই একটি মহল চালিয়ে আসছিল। বারবার ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত সীমানা পিলার ভেঙে আতঙ্ক সৃষ্টির পথ বেছে নেওয়া হয়েছে।
এ বিষয়ে মেলাঘর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির পক্ষ থেকে হারাধন সাহা ও সন্তোষ সাহার বিরুদ্ধে মেলাঘর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলার পরিপ্রেক্ষিতে এলাকাবাসী পুলিশের কাছে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে দুষ্কৃতীদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

অঙ্গন

পদ্মজং ফুটবলে বাজিমাত জাম্পুইজলার টুর্নামেন্টে বিদায় মিজোরামের মারপাড়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। কৈলাসহরের রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত জেনারেল পদ্মজং মেমোরিয়াল ইনভাইটেশন ফুটবল টুর্নামেন্টের তৃতীয় দিন মঙ্গলবার এক রুদ্ধশ্বাস ম্যাচের সাক্ষী থাকল ফুটবল প্রেমীরা।মিজোরামের মারপাড়া এফসি বনাম ত্রিপুরার জাম্পুইজলা এফসি-র মধ্যকার এই হাই-ভোল্টেজ ম্যাচে শেষ হাসি হাসল জাম্পুইজলাই। টাইব্রেকারে ৫-৩ গোলে মিজোরামের পরাজিত করে কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিল তারা।এদিন জম্পুইজলা এফ সি হলুদ জার্সি এবং মারপাড়া এফসি মেরুন জার্সি পরে মাঠে নামে। খেলা শুরুর প্রথম থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে ছিল দুই দল। প্রথমার্ধে জম্পুইজলা ডান প্রান্ত দিয়ে বেশ কিছু আক্রমণ শানালেও গোলের দেখা পায়নি। দুটি কর্নার পেলেও তা কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয় তারা।অন্যদিকে মারপাড়া এফসি মাঝমাঠ নিয়ন্ত্রণে রেখে বল পজিশনে দাপট দেখালেও প্রথমার্ধ গোলশূন্যভাবেই শেষ হয়।ম্যাচ যত গড়িয়েছে শারীরিক ফুটবলের দাপট তত বেড়েছে।ঘনঘন ফাউলের কারণে মাঠের উত্তেজনা চরমে পৌঁছায়।প্রথমার্ধে জম্পুইজলার ৪ নম্বর খেলোয়াড় হলুদ কার্ড দেখেন। দ্বিতীয় হাফে উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পায়।একটি ফাউলকে কেন্দ্র করে দু''দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হলে রেফারি দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে জম্পুইজলার ৬ নম্বর এবং মারপাড়ার ১০ নম্বর খেলোয়াড়কে হলুদ কার্ড দেখানো হয়।এর আগে জম্পুইজলার ৮ নম্বর খেলোয়াড়ও হলুদ কার্ড দেখেন।ম্যাচের ৫৮ মিনিটে দুর্দান্ত এক ফ্রি-কিক থেকে গোল করে মারপাড়া এফসি-কে এগিয়ে দেন ৩ নম্বর জার্সিধারী খেলোয়াড় ডিং ডিঙ্গা। তবে এই লিড বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেনি মিজোরামের দলটি। ৬৪ মিনিটে মারপাড়ার এক খেলোয়াড় পেনাল্টি বক্সের ভেতর হ্যান্ডবল করলে পেনাল্টি পায় জাম্পুইজলা।সুযোগ কাজে লাগিয়ে ৭ নম্বর খেলোয়াড় লরিমবাম হিলেম সিং গোল করে ম্যাচে ১-১ সমতা ফেরায়।নির্ধারিত সময় এবং পরবর্তী ১০ মিনিটের অতিরিক্ত সময়েও আর কোনো গোল না হওয়ায় ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। সেখানে নায়ক হয়ে ওঠেন জাম্পুইজলার গোলরক্ষক অমিত জমাতিয়া। মারপাড়া এফসি-র দুটি স্পট-কিক রুখে দিয়ে দলের ৫-৩ ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করেন তিনি।ম্যাচ শেষে জাম্পুইজলা এফসি-র মনীষ দেববর্মা ম্যান অফ দ্য ম্যাচ নির্বাচিত হন।ম্যাচটি পরিচালনা করেন প্রধান রেফারি শিবজ্যোতি চক্রবর্তী।বুধবার ত্রিপুরার ওয়াইডিএ মুখোমুখি হবে মণিপুরের ট্রাউ দলের।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারত-পাক ম্যাচ না হলে মোট ক্ষতি ৪৫০০ কোটি টাকা !

বড় আর্থিক ক্ষতির মুখে দাঁড়িয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। রবিবার পাকিস্তান সরকার জানিয়ে দিয়েছে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেললেও ভারতের বিরুদ্ধে খেলবে না তারা। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ না হলে বড় আর্থিক ক্ষতি হবে। শুধু আইসিসি নয়, তার প্রভাব পড়বে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের উপরেও। আর্থিক সমস্যা বাড়বে পাক বোর্ডের।জানা গিয়েছে, বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ না হলে মোট ৪৫০০ কোটি টাকা ক্ষতি হবে। অর্থাৎ, প্রতিযোগিতায় ওই একটি ম্যাচের মূল্য ৪৫০০ কোটি টাকা। সম্প্রচারস্বত্ব, বিজ্ঞাপন, স্পনসর, টিকিট বিক্রি, আইনি জুয়া ও বাকি সব বিষয় ধরে এই হিসাব করা হয়েছে। বিশ্বক্রিকেটে অন্য কোনও ম্যাচ এর ধারেকাছে আসে না। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড বছরে যা রোজগার করে তার ১৫ গুণ ক্ষতি একটি ম্যাচ থেকে হবে।তার মধ্যে সম্প্রচারকারী চ্যানেলের ক্ষতি হবে প্রায় ৩০০ কোটি টাকা। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ যে কোনও আইসিসি প্রতিযোগিতার সেরা আকর্ষণ। সেই ম্যাচের মাঝে একটি ১০ সেকেন্ডের বিজ্ঞাপনের জন্য সম্প্রচারকারী চ্যানেলকে ৪০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দিতে হয়। কিন্তু খেলা না হলে সেই টাকা পাবে না তারা। বিশ্বকাপে একটি ম্যাচ সম্প্রচারের জন্য ১৩৮ কোটি টাকা দিতে হয় সম্প্রচারকারী চ্যানেলকে। কিন্তু ভারত-পাক ম্যাচের ক্ষেত্রে সেটা অনেকটাই বেশি।তার প্রভাব পড়বে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের উপরেও। আইসিসির সঙ্গে ২৭, ০৭৬ কোটি টাকার চুক্তি হয়েছে সম্প্রচারকারী সংস্থা জিয়োহটস্টারের। তারা ইতিমধ্যেই বিশ্বক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে। পাকিস্তান ইঙ্গিত দিয়েছে, বিশ্বকাপের নক আউটে বা ভবিষ্যতে কোনও আইসিসি প্রতিযোগিতাতেও ভারত-ম্যাচ বয়কট করবে তারা। এই পরিস্থিতিতে চুক্তির অঙ্ক কমানোর চেষ্টা করছে জিয়োহটস্টার।আইসিসিও আর্থিক ক্ষতি মেনে নেবে না। ভারত-পাক ম্যাচ না হলে তার দায় পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে নিতে হবে। পাকিস্তান ম্যাচ বয়কট করলে সম্প্রচারকারী সংস্থার এই ক্ষতি পূরণ করতে হবে তাদের। আইসিসির প্রতিটি বড় প্রতিযোগিতার আগে একটি চুক্তি হয়। অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দল পার্টিসিপেশন এগ্রিমেন্ট বা অংশগ্রহণের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়। চুক্তির মধ্যে সব ম্যাচ ধরা থাকে। একটি ম্যাচ না খেলা মানেই সেই চুক্তিভঙ্গ করা। শর্ত অনুযায়ী আইসিসি লভ্যাংশ বাবদ পূর্ণ সদস্য দেশগুলিকে বছরে যে টাকা দেয়, তা চুক্তিভঙ্গকারী দেশকে দেবে না। পাকিস্তানের ক্ষেত্রে যা হতে পারে ৩১৬ কোটি টাকা।আইসিসির কাছে প্রতি বছর ৩২০ কোটি টাকা করে পায় পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। সেটাই তাদের বার্ষিক রোজগার। অর্থাৎ, ভারতের বিরুদ্ধে একটি ম্যাচ বয়কট করলে সেই রোজগারের প্রায় ৯০ শতাংশ পাবে না তারা। এক বছরে পাক বোর্ড যা রোজগার করে তার ১৫ গুণ ক্ষতি হবে একটি ভারত-পাক ম্যাচ বাতিল হলে। তার প্রভাব তো পাকিস্তানের উপর পড়বেই। পাশাপাশি পুরো ২ পয়েন্ট পাবে ভারত। প্রভাব পড়বে পাকিস্তানের নেট রানরেটের উপরেও।ক্ষতি হবে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডেরও। এই ম্যাচ না হলে ভারতীয় বোর্ডের প্রায় ২০০ কোটি টাকা ক্ষতি হবে। কিন্তু ভারতীয় বোর্ডের রোজগারের ক্ষেত্রে সেটি এমন কিছু নয়। আইপিএলের নিলামেই তো একটি দল ১৩০ কোটি টাকা নিয়ে নামে। ফলে তার প্রভাব ভারতীয় ক্রিকেটে তেমন পড়বে না। কিন্তু পাকিস্তান ক্রিকেটের ক্ষেত্রে বড় আর্থিক ক্ষতি হবে।পাশাপাশি বিশ্বকাপে প্রতিটি ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ দেখেন প্রায় ১০০ কোটি দর্শক। সেই দর্শকও হারাবে আইসিসি। সেই কারণেই এই ম্যাচ আয়োজনের সব রকম চেষ্টা চালাচ্ছে আইসিসি। জানা গিয়েছে, এখনও আইসিসিকে সরকারি ভাবে ম্যাচ বয়কটের কোনও ইমেল করেনি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। ফলে বিষয়টি নিয়ে জটিলতা বেড়েই চলেছে।

প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে না খেলার দাবি সাত বছর আগেই তুলেছিলেন ভারতের কোচ

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে শ্রীলঙ্কায় পৌঁছে গিয়েছে পাকিস্তান। তবে ভারতের বিরুদ্ধে ১৫ ফেব্রুয়ারির ম্যাচ খেলবে না তারা। পাকিস্তানের বয়কট-বিতর্কের মাঝেই গৌতম গম্ভীরের একটি পুরনো মন্তব্য ভাইরাল হয়েছে। পুলওয়ামায় হামলার পর পাকিস্তানের সঙ্গে সব রকম ক্রিকেটীয় সম্পর্ক ছিন্ন করার ডাক দিয়েছিলেন গম্ভীর। সেই মন্তব্যকে হাতিয়ার করেছেন অনেক পাকিস্তান সমর্থক।২০১৯-এর ১৪ ফেব্রুয়ারি ভারতের সেনাবাহিনীর একটি কনভয় জম্মু ও কাশ্মীরের হাইওয়ে দিয়ে যাচ্ছিল। সেই সময় বিস্ফোরক বোঝাই একটি গাড়ি কনভয়ে ঢুকে পড়ে এবং সেনাবাহিনীর একটি বাসকে ধাক্কা মারে। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ হয়। মারা যান ৪০ জন সেনা। মৃত্যু হয় আত্মঘাতী জঙ্গিরও। ওই জঙ্গির সঙ্গে পাকিস্তানের প্রত্যক্ষ মদতের প্রমাণ পরে পাওয়া গিয়েছিল।সেই ঘটনার এক মাস পরে এক সাক্ষাৎকারে গম্ভীর বলেছিলেন, “শর্তসাপেক্ষে নির্বাসন কখনওই মানা যায় না। হয় পাকিস্তানকে সব দিক থেকে নির্বাসিত করুন, না হলে সব জায়গায় খেলুন। পুলওয়ামায় যা হয়েছে তা কোনও ভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। আইসিসি প্রতিযোগিতায় পাকিস্তানকে বয়কট করা কঠিন হতে পারে ভারতের জন্য। কিন্তু এশিয়া কাপে বয়কট করাই যায়।”তিনি আরও বলেছিলেন, “জানি অনেক ঝামেলা হতে পারে। আমরা হয়তো সেমিফাইনালে গেলামই না। পাকিস্তানকে বয়কট করলে কোনও সংবাদমাধ্যমই ভারতীয় দলকে দোষী বানাতে পারবে না। দু’পয়েন্ট অতটাও দরকারি নয়। দেশ সকলের আগে। ক্রিকেট ম্যাচের থেকে ওই ৪০ জন জওয়ানের মৃত্যু অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তার জন্য বিশ্বকাপ ফাইনাল ছাড়তে হলেও দেশবাসীর সমর্থন থাকা উচিত।”ওই ঘটনার পর ২০১৯ বিশ্বকাপ ভারত খেলেছিল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। বিরাট কোহলির দল জিতেছিল ৮৯ রানে। এর পর থেকে প্রতি বছরই কোনও না কোনও আইসিসি বা এশীয় প্রতিযোগিতায় দু’দেশের সাক্ষাৎ হয়েছে। অন্য দেশে খেলা হলেও কখনও কোনও দেশ এই ম্যাচ বয়কট করেনি।

সূর্য ছাড়াও আরও তিন ভারতীয় অধিনায়কত্ব করবেন এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে

মোনাঙ্ক পটেল, সৌরভ নেত্রভলকর, জসপ্রীত সিংহদের স্বপ্ন ছিল ভারতের জার্সি গায়ে খেলার। সেই স্বপ্ন সত্যি হয়নি। তাই বলে ক্রিকেট থামেনি। তাঁরা খেলছেন এ বারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। অন্য দেশের হয়ে। এ বারের প্রতিযোগিতায় ভারতীয় বংশোদ্ভূত ক্রিকেটারদের আধিক্য রয়েছে। ভারত ছাড়া আরও ন’টি দলে মোট ৪০ জন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ক্রিকেটার খেলছেন। ভারতীয় দলের ১৫ জনকে ধরলে সব মিলিয়ে সংখ্যাটা ৫৫।তালিকায় শীর্ষে কানাডা। তাদের ১৫ জনের দলে ১১ জনই ভারতীয় বংশোদ্ভূত। ভারত থেকে কানাডায় গিয়ে বহু মানুষ বসবাস করেন। কানাডার বেশ কিছু শহর দেখে বোঝার উপায় নেই সেটি বিদেশ। ফলে সেখানকার দলে যে ভারতীয় বংশোদ্ভূত ক্রিকেটার বেশি থাকবেন সেটাই স্বাভাবিক। দ্বিতীয় স্থানে আমেরিকা। তাদের দলে ন’জন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ক্রিকেটার রয়েছেন। ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহির দলে রয়েছেন সাত জন করে ভারতীয় বংশোদ্ভূত ক্রিকেটার। তা ছাড়া নিউ জিল্যান্ডে দুই এবং দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ইটালি ও নেদারল্যান্ডসের দলে এক জন করে ভারতীয় বংশোদ্ভূত রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে তিন জন তিনটি দলের অধিনায়ক। অর্থাৎ, ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ছাড়াও আরও তিন ভারতীয় অধিনায়কত্ব করবেন এ বারের বিশ্বকাপে।বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবে আমেরিকা। সেই দলের অধিনায়ক মোনাঙ্ক গুজরাতের হয়ে অনূর্ধ-১৯ ক্রিকেট খেলেছেন। কিন্তু তার পর আর ভারতের হয়ে সুযোগ না পেয়ে আমেরিকার হয়ে খেলা শুরু করেছেন। মোনাঙ্ক বলেন, “আমাদের দলের অনেকের কাছে ভারতের বিরুদ্ধে খেলা স্বপ্নের সমান। আমাদের প্রত্যেকের কেরিয়ার ভারতে শুরু হয়েছিল। আমরা ভারতের হয়ে খেলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পারিনি। এ বার ভারতের বিরুদ্ধে নামব।”পঞ্জাবের ফাগওয়ারায় জন্ম নেওয়া জসপ্রীত ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপ খেলতে পেরে উল্লসিত। তিনি বলেন, “অল্প বয়সে ইটালি গিয়েছিলাম। এখন সেখানেই আমার বাড়ি। কিন্তু শুরুটা তো ভারতে। সেখানেই তো ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্ন শুরু হয়েছিল। এত পরিশ্রম করেছি। এ বার ভারতের মাটিতে খেলতে নামব। এটা কম সম্মানের নয়।” নেত্রভলকরের মতো ক্রিকেটারও রয়েছেন, যাঁরা অন্য পেশা থেকে এসেছেন। ছোটবেলায় ক্রিকেট খেললেও আমেরিকায় চাকরি করতেন তিনি। এখন তিনি আমেরিকার বড় ভরসা। জসপ্রীত, মোনাঙ্ক, নেত্রভলকরদের স্বপ্ন ভারতের মাটিতে ভাল খেলে নজর কাড়া। সেই লক্ষ্যেই এগোচ্ছেন তাঁরা।

রামনগর দ্বাদশ বিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। বিদ্যালয়ে পাঠদানের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের শরীর ও মনকে সুস্থ রাখতে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ তৈরিতে প্রতি বছরে রাজ্যের শিক্ষাঙ্গন গুলিতে অনুষ্ঠিত হয় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। এবারও যেন তার ব্যতিক্রম নয়। সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে চলছে এখন উৎসবের আমেজে বার্ষিক ক্রীড়া। তা আরো একবার লক্ষ্য করা যায় রাজধানী আগরতলা রামনগর উচ্চ বিদ্যালয়ে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয় বার্ষিক এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পৌর নিগমের মেয়র তথা এলাকায় বিধায়ক দীপক মজুমদার। এছাড়াও ছিলেন সমাজসেবী শ্যামল কুমার দেব, স্থানীয় কর্পোরেটর অদিতি ভট্টাচার্য সহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। বিভিন্ন ইভেন্টের প্রতিযোগিতার শেষে বিজয়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় পুরস্কার। বার্ষিকী কর্মসূচিকে ঘিরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মেয়র দীপক মজুমদার এদিন পড়াশোনার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করার আহ্বান রাখেন।

আমেরিকাকে হারাল ভারত ‘এ’

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে আমেরিকার সঙ্গে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে নেমেছিল ভারত ‘এ’ দল। সেই ম্যাচে ফর্মে পাওয়া গেল তিলক বর্মাকে। চোট সারিয়ে প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমে রান পেলেন তিনি। জিতল ভারতও। শতরান করেছেন নারায়ণ জগদীশন।বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী দলগুলির সঙ্গে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলছে ভারত এ দল। মূলত আইপিএল ক্রিকেটারদের নিয়েই সেই দল গড়া হয়েছে। তবে গৌতম গম্ভীর এবং সূর্যকুমারদের চোখ ছিল তিলকের দিকেই। বিশ্বকাপের আগে চিন্তা কমিয়েছেন তিনি। ২৪ বলে ৩৮ রান করেছেন তিনি। হরমীত সিংহ এবং নোসথুশ কেনজিগের বলে দু’টি বড় ছয় মেরেছেন। হরমীতকে তিনটি চারও মেরেছেন।২৪ বল ক্রিজে থাকার সময় কোনও রকম অস্বস্তিকে দেখা যায়নি তিলককে। ফিল্ডিংয়ের সময় পিছন দিকে ছুটে সাইতেজা মুক্কামাল্লার ক্যাচও নেন। সেই সময় তিলককে যথেষ্ট ক্ষিপ্র দেখিয়েছে। দৌড়তেও কোনও রকম সমস্যা হয়নি। পরে বল হাতে একটি উইকেটও নেন এবং একটি ক্যাচও তালুবমন্দি করেন। সেই সময় তিলককে যথেষ্ট ক্ষিপ্র দেখিয়েছে। দৌড়তেও কোনও রকম সমস্যা হয়নি। পরে বল হাতে একটি উইকেটও নেন এবং একটি ক্যাচও তালুবমন্দি করেন।বিশ্বকাপে তিলক তিনে খেলতে পারেন। সে ক্ষেত্রে ঈশান কিশন ওপেনিংয়ে সঙ্গী হতে পারেন অভিষেক শর্মার সঙ্গে। বাদ পড়তে পারেন সঞ্জু স্যামসন।প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ২৩৮/৩ তোলে ভারতীয় দল। ওপেনার জগদীশন ১১টি চার এবং ৪টি ছয়ের সাহায্যে ৫৫ বলে ১০৪ রান করেন। নজর কেড়েছেন অধিনায়ক আয়ুষ বাদোনিও। তিনি ৬টি চার এবং ৪টি ছয়ের সাহায্যে ২৬ বলে ৬০ করেন। আমেরিকার আন্দ্রিয়েস গৌস (৪৪) এবং সঞ্জয় কৃষ্ণমূর্তি (৪১) বাদে বলার মতো রান কেউ করতে পারেননি। ভারতের রবি বিশ্নোই তিনটি উইকেট নিয়েছেন। দু’টি করে উইকেট খলিল আহমেদ এবং নমন ধীরের।

দুই দিনব্যাপী বক্সিং রেফারি জাজ ট্রেনিং প্রোগ্রাম সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা অ্যামেচার বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত দুই দিনব্যাপী রাজ্যভিত্তিক রেফারি এবং জাজ ট্রেনিং ক্যাম্প আজ, মঙ্গলবার শেষ হয়েছে। সর্বভারতীয় বক্সিং ফেডারেশন থেকে আগত ওয়াজির দিন কুতুব ইন্টারন্যাশনাল ট্রেনার এই রাজ্যে ট্রেনিং প্রোগ্রামের দায়িত্ব নিয়ে দারুনভাবে দুই দিনের এই সেমিনার সম্পন্ন করেছেন। অংশগ্রহণকারী ২৫ জন রেফারি ও জাজেসের পরীক্ষা নিয়ে তাঁদের উত্তর পত্রের মূল্যায়ন করে গ্রেড প্রদান করেছেন। বিকেল চারটায় এনএসআরসিসি -র ইনডোর হল-এ আয়োজিত এক বিশেষ সমাপনী অনুষ্ঠানে সর্বভারতীয় বক্সিং ফেডারেশন থেকে আগত তথা ইন্টারন্যাশনাল ট্রেনার ওয়াজির দিন কুতুবকে ত্রিপুরা অ্যামেচার বক্সিং এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হয়। অর্গানাইজিং সেক্রেটারি অমিত পোদ্দার স্বাগত ভাষণ রাখেন। পৌরহিত্য করেন অ্যামেচার বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট সুপ্রভাত দেবনাথ। দুদিনের এই ট্রেনিং প্রোগ্রাম এবং সেমিনার দারুন ভাবে সম্পন্ন হওয়ায় সংস্থার সাধারণ সম্পাদক সমীর সাহা সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

আমবাসাকে ব্যাকফুটে রেখে বড় স্কোরের লক্ষ্যে কসমোপলিটন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বড় স্কোরের লক্ষ্যে এগুচ্ছে কসমোপলিটন। প্রথম দিনের খেলা শেষে ৩৫ রানে এগিয়ে রয়েছে। হাতে তাঁদের আরও চার উইকেট বর্তমান। প্রথম ইনিংসে ভালো লিড নিতে পারলে ম্যাচের দ্বিতীয় দিনেই জয়ের বিষয়ে অনেকটা নিশ্চিত হওয়া যায়। খেলা প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ। টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ রাজ্য ক্রিকেটের। মেলাঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে আমবাসা প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে ৪৬ ওভার তিন বল খেলে ৯০ রানে ইনিংস শেষ করে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে কসমোপলিটন ৪৮ ওভার ব্যাটিংয়ের সুযোগ পায়। এর মধ্যে ৬ উইকেট হারিয়ে ১২৫ রান সংগ্রহ করে। অনুরাগ দাস ২৩ রানে উইকেটে রয়েছে। এর আগে অংশ ভাটনগর ৩১ রান সংগ্রহ করেছিল। আমবাসার দেবায়ন পাল সর্বাধিক ৩২ রান পায়। বোলিংয়ে কসমোপলিটনের অধিনায়ক দেবজ্যোতি পাল ৩২ রানে ছটি উইকেট পেয়েছে।

কোয়ার্টার ফাইনালের লক্ষ্যে জয়ের ভিত গড়ছে পোলস্টার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম ইনিংসে লিড নিয়েছে পোলস্টার। এবার লক্ষ্য সরাসরি জয়ের। উদ্দেশ্য, কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছানো। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ রাজ্য ক্রিকেটের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল। বিলোনিয়ার বিদ্যাপীঠ মাঠে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে কৈলাশহর প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ৩০ ওভার ৫ বল খেলে ১২৯ রানে ইনিংস শেষ করলে জবাবে পোলস্টার ৪৬ ওভার তিন বল খেলে ১৪৬ রানে ইনিংস শেষ করে। ১৭ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার শুরু করে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে কৈলাসহর নয় ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পায়। ইতোমধ্যে এক উইকেট হারিয়ে ১৬ রান সংগ্রহ করে। কৈলাশহর এই মুহূর্তে এক রানে পিছিয়ে রয়েছে। হাতে উইকেট রয়েছে আরো নয়টি। ব্যাটিংয়ে কৈলাশহরের পক্ষে অধিনায়ক অনিক দের ৪০ রান এবং পোলস্টারের পক্ষে আকাশ সরকারের ৪৪ রান উল্লেখযোগ্য। তবে বোলিংয়ে দুর্দান্ত খবর রয়েছে পোলস্টারের বিশাল শীলের ৫২ রানে নয় উইকেট দখলের বিষয়টি। কৈলাশহরের রাজদীপ সিনহা ৫০ রানে চারটি উইকেট পেয়েছে।

প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে মোহনপুর চলমান সংঘের ম্যাচ জমজমাট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। চলমান সংঘ ও মোহনপুরের মধ্যে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ প্রথম দিনেই জমে উঠেছে। চলমান সংঘের সংগৃহীত ১৫৮ রানের জবাবে মোহনপুর ব্যাট করতে নেমে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ৩১ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পায়। এর মধ্যে তিন উইকেট হারিয়ে ৯২ রান সংগ্রহ করে। মোহনপুর এই মুহূর্তে ৬৬ রানে পিছিয়ে রয়েছে হাতে তাদের আরও সাত উইকেট বর্তমান। রাজ্য ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ রাজ্য ক্রিকেটের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে প্রথম দিনের খেলার চেহারায় মনে হচ্ছে চলমান মোহনপুরের ম্যাচ বেশ জমজমাট আকার ধারণ করবে। কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছার বিষয়ে দু’’দলের পক্ষেই ফিফটি ফিফটি সম্ভাবনা। ব্যাটিংয়ে চলমানের পক্ষে বিপ্রদীপ রুদ্র পালের ৩৯ রান যেমন সর্বাধিক, তেমনি মোহনপুরের পক্ষে অধিনায়ক অন্তরীপ সাহা ৪৬ রানে অপরাজিত ভূমিকায় রয়েছে। বোলিংয়ে দারুন সাফল্য পেয়েছে মোহনপুরের পান্থর দেববর্মা ৩৬ রানে ছটি উইকেট পেয়ে।

তেলিয়ামুড়া নেতাজি নগর দ্বাদশে উৎসাহ উদ্দীপনায় বার্ষিক ক্রীড়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা।শিক্ষার সঙ্গে খেলাধুলার সুষম মেলবন্ধনের বার্তা নিয়ে মঙ্গলবার তেলিয়ামুড়ার নেতাজি নগর হাই স্কুলে অনুষ্ঠিত হল বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।মঙ্গলবার সকাল থেকেই বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছিল উৎসবের আবহ সুশৃঙ্খল প্রস্তুতি আর ছাত্রছাত্রীদের উচ্ছ্বাসে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। প্রদীপ প্রজ্জ্বালনের মাধ্যমে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা ও মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের পৌর পিতা রূপক সরকার।এছাড়াও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী ও বিশিষ্ট আমন্ত্রিত অতিথিরা অনুষ্ঠানে যোগ দেন।উদ্বোধনী পর্বে ছাত্রছাত্রীরা সংগীত, নৃত্য, পিটি প্রদর্শন ও সুশৃঙ্খল মার্চপাস্টের মাধ্যমে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা তুলে ধরে। তাদের শারীরিক দক্ষতা ও দলগত শৃঙ্খলার প্রদর্শনে মুগ্ধ হন উপস্থিত অতিথিরা। এরপর শুরু হয় বিভিন্ন ট্র্যাক ও ফিল্ড ইভেন্টদৌড়, লং জাম্পসহ একাধিক খেলায় অংশগ্রহণ করে ছাত্রছাত্রীরা।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায় বলেন, পাঠ্যশিক্ষার পাশাপাশি খেলাধুলা ছাত্রছাত্রীদের জীবনে অপরিহার্য। খেলাধুলার মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে শারীরিক সক্ষমতা, মানসিক দৃঢ়তা এবং আত্মবিশ্বাস। তিনি অভিভাবক ও শিক্ষকদের কাছে খেলাধুলাকে শিক্ষার সমান গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানান।প্রতিযোগিতা শেষে বিভিন্ন বিভাগে বিজয়ী ছাত্রছাত্রীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অতিথিবৃন্দ। সারাদিনব্যাপী এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বিদ্যালয় জীবনের আনন্দময় স্মৃতিতে নতুন মাত্রা যোগ করলযেখানে শিক্ষা, শৃঙ্খলা ও আনন্দ একসূত্রে বাঁধা পড়ল।

বিশ্বকাপে ‘না’, অন্য প্রতিযোগিতায় ‘হ্যাঁ’ !

পাকিস্তান ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাকি সব ম্যাচ খেললেও ভারতের বিরুদ্ধে খেলবে না। সে দিনই অন্য একটি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় মুখোমুখি হতে চলেছে দুই দল। সেই প্রতিযোগিতায় নামতে কোনও আপত্তি নেই পাকিস্তানের।বিশ্বকাপে ১৫ ফেব্রুয়ারি ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হওয়ার কথা। সেই ম্যাচ তারা খেলবে না বলে জানিয়েছে পাকিস্তান সরকার। সে দিনই তাইল্যান্ডে মহিলাদের রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপ প্রতিযোগিতায় ভারত ও পাকিস্তানের খেলা রয়েছে। তাতে আপত্তি নেই পাকিস্তানের।মহিলাদের ‘এ’ দলের খেলোয়াড়দের নাম জানিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। সেখানে জানানো হয়েছে, ১৫ ফেব্রুয়ারি খেলতে নামবে তারা। বিবৃতিতে পাক বোর্ড বলেছে, “ভারত ‘এ’, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ও নেপালের সঙ্গে একই গ্রুপে রয়েছে পাকিস্তান ‘এ’। ১৫ ফেব্রুয়ারি, দুপুর ২টো থেকে শুরু হবে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ।”‘ক্রিকইনফো’ জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত পাকিস্তান ‘এ’ দলের ক্রিকেটারদের কোনও নির্দেশ বোর্ড পাঠায়নি। ভবিষ্যতে নির্দেশ আসবে, তেমন সম্ভাবনাও প্রায় নেই। তারা নিজেদের মতো করে প্রস্তুতি সারছে।রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপের আয়োজক এশীয় ক্রিকেট কাউন্সিল। তার প্রধান মহসিন নকভি, যিনি আবার পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডেরও প্রধান। অর্থাৎ, নকভির নেতৃত্বেই সেই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে খেলতে আপত্তি নেই পাকিস্তানের।ঘটনাচক্রে, গত কয়েক মাসে ছোটদের পুরুষদের ক্রিকেটেও চার বার মুখোমুখি হয়েছে ভারত-পাকিস্তান। রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপে এক বার, অনূর্ধ-১৯ এশিয়া কাপে দু’বার ও অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপে এক বার। চার বারই দুই দলের ক্রিকেটারেরা হাত মেলাননি। কিন্তু খেলেছেন।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

বর্তমানে রাজ্যে অন্যান্য পশ্চাৎপদ জাতিগোষ্ঠী সহ দুর্বল অংশের মানুষ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি: সবকিছুর উর্ধে গিয়ে রাজ্য সরকারের মূল লক্ষ্য মানুষের জন্য কাজ করা এবং মানুষের সেবা করা। সরকার রাজ্যের অন্যান্য পশ্চাৎপদ জাতিগোষ্ঠী সহ সমাজের প্রতিটি প্রান্তিক ব্যক্তি পর্যন্ত সরকারি সমস্ত সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর। রাজ্যের অন্যান্য পশ্চাৎপদ জাতিগোষ্ঠী সহ প্রত্যেকটি দুর্বল অংশের মানুষের যত বেশি দ্রুত আর্থসামাজিক উন্নয়ন ঘটানো যাবে রাজ্যও ততো দ্রুত উন্নয়নের দিশায় এগিয়ে যাবে। রাজ্য বর্তমানে উন্নয়নমূলক কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে দেশের মধ্যে অন্যতম রাজ্য হিসেবে পরিচিতি লাভকরেছে। আজ প্রজ্ঞাভবনে অন্যান্য পশ্চাৎপদ শ্রেণির কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে রাজ্যভিত্তিক বি. আর, আম্বেদকর স্বর্ণপদক পুরস্কার, বিদ্যাসাগর সামাজিক-সাংস্কৃতিক পুরস্কার ও আর্থিকভাবে অনগ্রসর পশ্চাৎপদ শ্রেণির মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিগণ বিদ্যাসাগর এবং ড. বি. আর আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর দেশের পশ্চাৎপদ শ্রেণি ও অন্যান্য দুর্বল অংশের মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে জোর দিয়েছিলেন। সেই ধারা এখনও অব্যাহত রয়েছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় বাজেটেও তা পরিলক্ষিত হয়। সেই দিশায় রাজ্য সরকারও অন্যান্য পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে নানা প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির লক্ষ্য প্রান্তিক প্রতিটি শ্রেণির মানুষের উন্নয়ন এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক মান উন্নয়নের মধ্য দিয়ে বিকশিত ভারত গঠন করা। এক্ষেত্রে প্রত্যেকের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন, রাজ্যে পশ্চাৎপদ শ্রেণির মানুষের জনসংখ্যা প্রায় ৯ লক্ষ ৪ হাজার এবং পরিবার রয়েছে ২ লক্ষ ২৪ হাজারের বেশি। রাজ্য সরকার পশ্চাৎপদ শ্রেণিভুক্ত মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও মেয়েদের শিক্ষার প্রসারে জোর দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা ভালো অবস্থানে রয়েছে। গত ২০ বছরের মধ্যে রাজ্যে অপরাধ প্রবণতার হার বর্তমানে সর্বনিম্ন। আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে এটা একটা ভালো রেকর্ড। রাজ্যের জনজাতি যুবকদের একটা সময় ভুল পথে চালিত করে সন্ত্রাসবাদের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। বর্তমান সরকার শান্তি সম্প্রীতির বাতাবরণের মধ্য দিয়ে প্রতিটি জাতি ও জনজাতি অংশের মানুষকে পাশে নিয়ে এক নতুন ত্রিপুরা গঠনে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়।

অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি অন্যান্য পশ্চাৎপদ শ্রেণি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা বলেন, রাজ্যের অন্যান্য পশ্চাৎপদ শ্রেণির মানুষদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ঘটানোর লক্ষ্যে রাজ্য সরকার নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে। রাজ্যের পশ্চাৎপদ শ্রেণিভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তিদান, তাদের জন্য ছাত্রাবাস নির্মাণ ও অন্যান্য নানা সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য পশ্চাৎপদ শ্রেণি সমবায় উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান এম. কে. নাথ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন অন্যান্য পশ্চাৎপদ শ্রেণি কল্যাণ দপ্তরের সচিব তাপস রায়। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন অন্যান্য পশ্চাৎপদ শ্রেণি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা নির্মল অধিকারী। অনুষ্ঠানে অতিথিগণ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বোর্ড পরীক্ষার মেধা তালিকায় স্থান অর্জনকারী পশ্চাৎপদ শ্রেণিভুক্ত মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের হাতে ড. বি. আর, আম্বেদকর স্বর্ণপদক পুরস্কার তুলে দেন। সমাজে বিশেষ অবদান রাখার জন্য মুখ্যমন্ত্রী সজল আচার্য, সুকুমার চন্দ্র নাথ ভৌমিক এবং কাজল চন্দ্র নাথ-এর হাতে বিদ্যাসাগর সামাজিক সাংস্কৃতিক পুরস্কার তুলে দেন। আনুষ্ঠানিকভাবে ৫ জন পশ্চাৎপদ শ্রেণির মেধাবী ছাত্রছাত্রীর হাতে এককালীন আর্থিক সহায়তা হিসেবে অতিথিগণ চেক তুলে দেন। অনুষ্ঠানে তথ্যচিত্রের মাধ্যমে অন্যান্য পশ্চাৎপদ শ্রেণি কল্যাণ দপ্তরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ তুলে ধরা হয়। মুখ্যমন্ত্রী পশ্চাৎপদ শ্রেণি কল্যাণ দপ্তরের বার্ষিক রিপোর্ট কার্ড অনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে বিদ্যাসাগর-সামাজিক সাংস্কৃতিক পুরস্কার প্রাপকদের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহাকে সম্মান জ্ঞাপন করা হয়।

জনমত গঠনে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা অপরিসীম রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি: ভারতের মতো একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা শুধুমাত্র সংবাদ পরিবেশনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। সচেতনভাবে জনমত গঠন, স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা এবং ক্ষমতার জবাবদিহির প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আজ ত্রিপুরা বিধানসভায় সাংবাদিকদের সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু একথা বলেন। তিনি বলেন, আইন ও সংবিধান সম্মত কাঠামোর মধ্য থেকে বিধানসভার কার্যক্রমের সংবাদ পরিবেশন করা একটি পবিত্র দায়িত্ব। এতে নির্ভুলতা, ন্যায় পরায়ণতা এবং গভীর দায়বদ্ধতা অপরিহার্য। তিনি বলেন, সংবাদমাধ্যমের সংবিধান প্রদত্ত স্বাধীনতা ভোগ করার পাশাপাশি নৈতিকতার মানদন্ড বজায় রাখাও তাদের কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ। যাচাইকৃত সংবাদ, তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদন এবং সাংবিধানিক দায়িত্ববোধ এই তিনটিই বিশ্বাসযোগ্য সাংবাদিকতার মূল ভিত্তি। সাংবাদিকদের সত্যের প্রহরী হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ভুয়ো খবর ও অযাচাইকৃত তথ্য শুধু পেশাগত ত্রুটি নয়, বিষয়টি জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে পারে এবং শান্তি ও সম্প্রীতি বিঘ্নিত করতে পারে।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা, রাজ্য বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল, বিরোধী দলনেতা জীতেন্দ্র চৌধুরী, বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা প্রমুখ বক্তব্য রাখেন এবং ভারতের গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে সংবাদমাধ্যমের গুরুত্ব ও ভূমিকার উপর আলোকপাত করেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা বিধানসভার সচিব এ কে নাথ।

অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল রাজ্যের বিশিষ্ট সাংবাদিকদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। সংবর্ধিত সাংবাদিকরা হলেন স্রোতরঞ্জন খিসা, শেখর দত্ত, বিজয় পাল, জয়ন্ত ভট্টাচার্য, দেবরাজ দে, তন্ময় চক্রবর্তী, জয়ন্ত ভৌমিক, ভূপাল চক্রবর্তী, রাহুল চৌধুরী, পিনাকী দাস, শ্যামল দেব, ধ্রুবরঞ্জন সেন, পিন্টু পাল, অভিষেক দে, রঞ্জন রায়, সুব্রত দেবনাথ, অভিষেক সাহা, কিংকর শীল, শেখর দেববর্মা এবং অমিত দেববর্মা।

আনন্দনগর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে নতুন পাকা ভবন নির্মাণের শিলান্যাস, উদ্বোধন ডিএনএ ক্লাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি: আনন্দনগর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে নতুন পাকা ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হতে চলেছে। মঙ্গলবার এই ভবন নির্মাণের শিলান্যাস করেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ তথা স্থানীয় বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল। প্রস্তাবিত এই নতুন পাকা ভবন নির্মাণে ব্যয় হবে প্রায় সাড়ে আট কোটি টাকা। নির্মাণ শেষে মোট ২৭টি কক্ষ বিদ্যালয়ের জন্য ব্যবহারযোগ্য হবে।

দীর্ঘদিন ধরেই এলাকার বাসিন্দা ও বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা একটি আধুনিক পাকা ভবনের দাবি জানিয়ে আসছিলেন। অবশেষে সেই দাবি বাস্তবায়িত হতে চলায় স্বস্তি ও খুশি প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা।

এদিন শিলান্যাস অনুষ্ঠানের পাশাপাশি আনন্দনগর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে ডিএনএ ক্লাবেরও উদ্বোধন করেন বিধায়ক তথা ডেপুটি স্পিকার রামপ্রসাদ পাল। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, পরিকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তুলতেই এই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

এই নতুন ভবন ও ডিএনএ ক্লাব চালু হলে বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা আরও মজবুত হবে এবং ছাত্রছাত্রীরা উন্নত পরিবেশে পড়াশোনার সুযোগ পাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

জিবিপি হাসপাতালের নিউরোলজি ডিপার্টমেন্টে বোটক্স থেরাপির সফল প্রয়োগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহার আন্তরিক উদ্যোগ ও দিকনির্দেশনায় আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতালের নিউরোলজি ডিপার্টমেন্টে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবায় এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। জিবিপি হাসপাতালের নিউরোলজি বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে গত ২ ফেব্রুয়ারি চারজন রোগীর উপর সফলভাবে বোটক্স থেরাপি প্রয়োগ করা হয়।

চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগীদের মধ্যে ধলাই জেলার আমবাসার বাসিন্দা ৬৮ বছর বয়সী একজন এবং ঊনকোটি জেলার কুমারঘাটের বাসিন্দা ৪১ বছর বয়সী একজন রোগী স্ট্রোক-পরবর্তী স্প্যাস্টিসিটি সমস্যায় ভুগছিলেন। অপরদিকে, উত্তর জেলার ধর্মনগরের বাসিন্দা ৪২ বছর বয়সী একজন এবং ৬০ বছর বয়সী এক বৃদ্ধা দীর্ঘদিন ধরে তীব্র মাথাব্যথা জনিত সমস্যায় আক্রান্ত ছিলেন। বহু চিকিৎসার পরও তারা সুস্থ হননি। পরবর্তী সময় জিবিপি হাসপাতালের নিউরোলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডাঃ আবীর লাল নাথ ও নিউরোলজিস্ট ডাঃ অর্পণ মিত্র-এর নেতৃত্বে এই অত্যাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি সফলভাবে সম্পন্ন হয়। চিকিৎসা প্রক্রিয়ায় নার্সিং অফিসার হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করেন সেবিকা দত্ত।

উল্লেখ্য, এই বোটক্স থেরাপির আনুমানিক ব্যয় প্রায় ৩ লক্ষ টাকা হলেও বিপিএল কার্ডধারী রোগীদের জন্য এই চিকিৎসা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রদান করা হয়। বোটক্স থেরাপির মাধ্যমে রোগীদের পেশীর অতিরিক্ত টান কমানো, চলাচলের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দৈনন্দিন জীবনের মান উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করা সম্ভব হয়েছে। এই সাফল্যের পেছনে জিবিপি হাসপাতালের নিউরোলজি বিভাগের চিকিৎসক ও নার্সিং কর্মীদের সমন্বিত ও নিষ্ঠাবান প্রচেষ্টা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

মাসের শুরুতে বেতন না মেলায় মহাকরণের কর্মচারীদের ভোগান্তি, টেকনিক্যাল সমস্যার কথা জানালেন ডিডিও

আগরতলা, ৩ জানুয়ারি: মাসের প্রথমদিন পেরিয়ে গেলেও বেতন না হওয়ায় চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন মহাকরণের সরকারি কর্মচারীরা। নির্ধারিত সময়ে বেতন না মেলায় কর্মচারী মহলে তৈরি হয়েছে তীব্র অসন্তোষ ও উৎকণ্ঠা। দু'দিন কেটে যাওয়ার পরও বেতন জমা না পড়ায় মঙ্গলবার মহাকরণের ডিডিও সুরজিৎ বনঘোষীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান কর্মচারীদের একটি প্রতিনিধি দল।

প্রতিনিধি দলটি বেতন বিলম্বের বিষয়টি নিয়ে সরাসরি ডিডিওর সঙ্গে আলোচনা করেন। এ প্রসঙ্গে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ডিডিও সুরজিৎ বনঘোষী জানান, কর্মচারীদের বেতনের বিল ইতিমধ্যেই প্রক্রিয়াকরণ করে পাঠানো হয়েছে। তাঁর দাবি, বেতন না হওয়ার পেছনে কোনও আর্থিক সংকট নয়, বরং কিছু টেকনিক্যাল সমস্যার কারণেই এই বিলম্ব ঘটেছে।

তিনি আরও জানান, যদি ওই প্রযুক্তিগত সমস্যা না থাকত, তবে ১ ফেব্রুয়ারিতেই জানুয়ারি মাসের বেতন কর্মচারীদের অ্যাকাউন্টে জমা হয়ে যেত।

তবে কর্মচারীদের হতাশ হওয়ার কোনও কারণ নেই এবং খুব দ্রুতই বেতন পরিশোধ হয়ে যাবে বলে আশ্বাস দেন তিনি।

এদিকে মাসের শুরুতেই বেতন না পাওয়ায় মহাকরণের কর্মচারী মহলে চরম ক্ষোভ ও হতাশার সৃষ্টি হয়েছে। অনেক কর্মচারীর দাবি, সংসারের দৈনন্দিন খরচ ও আর্থিক পরিকল্পনা নিয়ে তারা সমস্যায় পড়েছেন। কেউ কেউ আশঙ্কা প্রকাশ করছেন, ফান্ড সংক্রান্ত কোনও জটিলতা রয়েছে বলেই বেতন দিতে দেরি হচ্ছে। উল্লেখ্য, 'সুশাসন'-এর দাবির মধ্যেই সরকারি কর্মচারীদের বেতন বিলম্ব নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে।

বিশালগড়ে যৌথ অভিযানে বিপুল পরিমাণ শুকনো গাঁজা উদ্ধার, তদন্ত শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩ জানুয়ারি: সোমবার গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বিশালগড় থানার পুলিশ ও বন দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে অবৈধ গাঁজা চাষের বিরুদ্ধে বড়সড় অভিযান চালানো হয়। বিশালগড় থানার অফিসার ও কর্মীদের সঙ্গে ১১ নম্বর ব্যাটালিয়ন টিএসআর, বিশালগড়ের এসডিপিও এবং এসডিএফও-র নেতৃত্বে বনকর্মীরা এই অভিযানে অংশ নেন।

অভিযান চলাকালীন বিশালগড় থানাধীন বংশীবাড়ি রঘুনন্দন পাড়া এলাকার বনভূমিতে বিপুল পরিমাণ কাটা ও শুকনো গাঁজা পাতা উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া গাঁজা পাতার একটি অংশ ঘটনাস্থলেই ধ্বংস করা হয়। পাশাপাশি দুটি প্লাস্টিকের বস্তায় রাখা প্রায় ৩০ কেজি শুকনো গাঁজা (প্রতি বস্তায় আনুমানিক ১৫ কেজি করে) উদ্ধার করে তা বেআইনি মাদক হিসেবে জব্দ করা হয়।

এ বিষয়ে বিশালগড় থানার ওসি বিজয় দাস জানান, অবৈধ গাঁজা চাষ ও এর সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করা হয়েছে। অভিযানের মাধ্যমে এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযান আরও জোরদার করা হবে বলেও তিনি জানান।

কাঞ্চনপুর বাজারে অবৈধ ড্রাগস কারবারের অভিযোগ, যুবসমাজ রক্ষায় থানায় ক্ষুব্ধ জনতার ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ৩ জানুয়ারি: রাজ্য সরকারের 'নেশামুক্ত ত্রিপুরা' গড়ার ঘোষণাকে কার্যত উপেক্ষা করে কাঞ্চনপুর বাজারে অবৈধ ড্রাগসের রমরমা কারবার চলছেএমন গুরুতর অভিযোগ তুলে সরব হলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, এই অবৈধ নেশার কারবারের সরাসরি প্রভাব পড়ছে এলাকার যুবসমাজের উপর, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

স্থানীয়দের দাবি, কয়েক মাস আগে কাঞ্চনপুর বাজার কমিটি ও পুলিশ প্রশাসন যৌথভাবে ড্রাগস ব্যবসায়ীদের সতর্ক করেছিল। সে সময় পুলিশি অভিযানে কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়। তবে পরবর্তী সময়ে জামিনে মুক্তি পেয়ে ফের পুরনো ছন্দে ড্রাগস কারবার শুরু করেছে অভিযুক্তরা। এই পরিস্থিতির প্রতিবাদে সোমবার ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী কাঞ্চনপুর থানায় লিখিত ডেপুটেশন জমা দেন। ডেপুটেশন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তাঁরা জানান, কাঞ্চনপুর বাজারের একটি গলি দীর্ঘদিন ধরেই 'মদের গলি' নামে কুখ্যাত। অভিযোগ অনুযায়ী, ওই গলির দেশি মদ ব্যবসায়ীরা মদের আড়ালে বর্তমানে ড্রাগস বিক্রি করছে।

স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, অবৈধ ড্রাগস ব্যবসার জেরে এলাকার ছেলে-মেয়েরা পড়াশোনা ছেড়ে নেশার দিকে ঝুঁকছে এবং এর ফলে সামাজিক অবক্ষয় ক্রমেই বাড়ছে। সবকিছু জানা সত্ত্বেও কার্যকর ও স্থায়ী পদক্ষেপ না নেওয়ায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তারা। এলাকাবাসীর স্পষ্ট দাবি, অবিলম্বে এই মারণ নেশার কারবার বন্ধ করতে হবে এবং ড্রাগস ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ডেপুটেশনকারীরা জানান, থানার সেকেন্ড ওসি প্রীতিময় চাকমা তাঁদের আশ্বাস দিয়েছেন যে আগামীকাল থেকেই অবৈধ ড্রাগস কারবারিদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

এছাড়াও স্থানীয়রা জানান, এই ডেপুটেশন শুধু কাঞ্চনপুর থানাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। কাঞ্চনপুর বাজার কমিটি, মহকুমা প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট পুলিশ আধিকারিকদের কাছেও লিখিতভাবে বিষয়টি জানানো হবে। প্রয়োজনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথেও হাঁটার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী।

উদয়পুরের জামজুরি গ্রাম পঞ্চায়েতে নতুন মার্কেট স্টল নির্মানের ভূমিপুজনে উপস্থিত মন্ত্রী প্রনজিত সিংহ রায়

আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি: মঙ্গলবার উদয়পুরের জামজুরি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নতুনভাবে মার্কেট স্টল গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে। নাবার্ডের ৪ কোটি ২০ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তায় এই প্রকল্পের সূচনা হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত ভূমি পূজন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়।

অনুষ্ঠানে এলাকার ৮০ জন মহিলার হাতে বস্ত্র তুলে দেন উপস্থিত অতিথিরা। বক্তব্য রাখতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে পরিকল্পিতভাবে কাজ করে চলেছে। প্রকৃত কৃষকদের হাতে বিনামূল্যে কৃষিসামগ্রী তুলে দিয়ে তাঁদের আর্থিক অবস্থাকে সুদৃঢ় ও সুদূরপ্রসারী করে তোলার জন্য একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, ইতিমধ্যেই উদয়পুর মহকুমার বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রে নতুন মার্কেট স্টল নির্মাণ করে তা প্রকৃত কৃষক ও ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে গ্রামীণ বাজার ব্যবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগও বৃদ্ধি পাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

চাকমাঘাটে ডি.এম. জনতার দরবার অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৩ জানুয়ারি: খোয়াই জেলাশাসক কার্যালয়ের উদ্যোগে আজ চাকমাঘাট ব্যারাজ সংলগ্ন স্থানে ডি.এম. জনতার দরবার অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে জেলাশাসক রজত পন্থ বলেন, সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই জনতার দরবারের আয়োজন করা হয়েছে। প্রশাসনিক বিভিন্ন পরিষেবা গ্রহণের জন্য তিনি সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। জনতার দরবারে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক অভিজিৎ চক্রবর্তী, অতিরিক্ত জেলাশাসক অভেদানন্দ বৈদ্য, তেলিয়ামুড়া মহকুমার মহকুমা শাসক অপূর্ব কৃষ্ণ চক্রবর্তী, খোয়াই জেলা পঞ্চায়েত অফিসার উত্তম বৈষ্ণব সহ খোয়াই জেলার বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ। এদিন জনতার দরবারে খোয়াই জেলার মোট ৫৭৮ জন মানুষ তাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাধ্যমে সমস্যাগুলি সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে ৪২ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে ওষুধ বিতরণ করা হয়। ত্রিপুরা রিনিউয়েবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট অথরিটির পক্ষ থেকে পি.এম. কুসুম প্রকল্পে ৫১ জন সুবিধাভোগীর আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়।

তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসক কার্যালয়ের উদ্যোগে ৪০টি আধার আপডেট করা হয়। পাশাপাশি এস.সি. সার্টিফিকেট দেওয়া হয় ৭ জনকে এবং আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয় ৫০ জনের কাছ থেকে।

এসটি সার্টিফিকেট দেওয়া হয় ২৩ জনকে এবং আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয় ১৫০ জনের কাছ থেকে। ওবিসি সার্টিফিকেট দেওয়া হয় ২ জনকে এবং আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয় ২৮ জনের কাছ থেকে। সেন্ট্রাল ওবিসি সার্টিফিকেট দেওয়া হয় ২ জনকে এবং আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয় ১২ জনের।

বিবাহ নিবন্ধনের জন্য ১৩টি আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়। পি.আর.টি.সি. সার্টিফিকেট দেওয়া হয় ৩৫ জনকে এবং আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয় ১৫৪ জনের কাছ থেকে। আয়ের সার্টিফিকেট দেওয়া হয় ৮ জনকে। রেশন কার্ডে নতুন নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য ২৩টি আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়। এছাড়া ৪ জনের নাম নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

রেশন কার্ড পৃথকীকরণের জন্য ২টি আবেদনপত্র এবং এপিএল থেকে বিপিএল কার্ডে অন্তর্ভুক্তির জন্য ১৫টি আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়।

রক্তদানের মতো মহৎ দান আর কিছু নেই: রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি: রক্তদান হল জীবন দান। এর চেয়ে মহৎ দান আর কিছু হতে পারে না। আজ সকালে এডি নগর এলাকার চারিপাড়ার শান্তিসংঘ ক্লাবের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাজ্জুল্লু একথা বলেন। তিনি বলেন, রক্তদান শুধুমাত্র একজনের জীবন রক্ষা করা নয়, এর মধ্য দিয়ে সমাজের ভিত শক্তিশালী হয়। পারস্পারিক সৌভ্রাতৃত্ববোধ আরও সুদৃঢ় হয়। রক্তদানের পাশাপাশি অঙ্গদানেও আরও বেশি করে এগিয়ে আসার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানিয়ে রাজ্যপাল বলেন, অঙ্গদানও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। শান্তিসংঘ ক্লাবের ভূয়সী প্রশংসা করে রাজ্যপাল বলেন, খেলাধুলা ও শিক্ষার মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে গড়ে তোলা, নারী ও শিশুদের ক্ষমতায়ণের মাধ্যমে এই ক্লাব একটি শক্তিশালী, সহনশীল এবং শান্তিপূর্ণ সমাজ নির্মাণ করছে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিধায়ক মিনারাণী সরকার। স্বাগত বক্তব্য রাখেন শান্তিসংঘের চেয়ারম্যান সুজিত আচার্য। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ক্লাবের সম্পাদক রাজেন্দ্র দত্ত। অনুষ্ঠানে শান্তির বার্তা হিসেবে রাজ্যপাল একটি সাদা কবুতর উড়িয়ে দেন।

ন্যাশনাল রোড সেফটি মাস উপলক্ষে আগরতলায় পরিবহন দপ্তরের সচেতনতামূলক কর্মসূচি

আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি: পরিবহন দপ্তরের উদ্যোগে ন্যাশনাল রোড সেফটি মাস উপলক্ষে আজ আগরতলা নগর জেলার অন্তর্গত এক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচিতে বিভিন্ন যানবাহনের মালিক ও শ্রমিকদের একত্রিত করা হয়, যাতে সড়ক নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা যায়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবহন দপ্তরের চিফ এমভিআই দিবাকর দেবনাথ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দ্য সাউথ ত্রিপুরা বোর্ডার্স ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কমল দেব সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

ডিএম জনতার দরবারে সাংবাদিকদের প্রতি অবহেলা, মাটিতে বসে সংবাদ সংগ্রহ প্রশাসনের নীরবতা ঘিরে তীব্র প্রশ্ন

আহরতলা, ৩ জানুয়ারি: খোয়াই জেলাশাসকের উদ্যোগে আজ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের চাকমাঘাট ব্যারেজ সংলগ্ন এলাকায় অনুষ্ঠিত হলো ডি.এম জনতার দরবার। কর্মসূচির সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিল তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসন। তবে জনতার সমস্যা শোনার এই মঞ্চেই উঠে এলো চরম অব্যবস্থা ও প্রশাসনিক উদাসীনতার ছবি।অভিযোগ, খোদ মহকুমা শাসক অপূর্ব কৃষ্ণ চক্রবর্তী সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানালেও অনুষ্ঠানে পৌঁছে তাঁদের জন্য কোনও বসার ব্যবস্থা রাখা হয়নি। ফলে বাধ্য হয়ে মাটিতে বসেই সংবাদ সংগ্রহ ও কভারেজ করতে হয় সাংবাদিকদের, যা তাঁদের কাছে চরম অপমানজনক বলে মনে করা হচ্ছে।আরও অভিযোগ উঠেছে, জেলা শাসকের দপ্তরের এক সরকারি কর্মচারী রতন কলই সংবাদ সংগ্রহে ব্যস্ত সাংবাদিকদের তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। এতে সাংবাদিকদের কাজ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয় এবং পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয় হলো, এই পুরো ঘটনার দৃশ্য সামনেই থাকা সত্ত্বেও মঞ্চে চেয়ারে বসে থাকা জেলাশাসক, মহকুমা শাসকসহ অন্যান্য শীর্ষ আধিকারিকরা সম্পূর্ণ নীরব ছিলেন। সাংবাদিকদের প্রতি এই অবমাননাকর আচরণের বিরুদ্ধে কেউই কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি বলে অভিযোগ।

গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে পরিচিত সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের প্রতি এমন ব্যবহার প্রশাসনের দায়িত্ববোধ ও মানসিকতা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন তুলেছে। জনতার সমস্যা শোনার মঞ্চে সেই সমস্যাগুলি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া সাংবাদিকরাই যখন অবহেলার শিকার হন, তখন প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষোভ সৃষ্টি হয়।

এই ঘটনার জেরে সাংবাদিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। পাশাপাশি 'ডি.এম জনতার দরবারে' উপস্থিত সাধারণ মানুষও পড়েন চরম দুর্ভোগে। প্রখর রোদে মাথার উপর কোনও ছাউনি না থাকায় দাঁড়িয়েই পরিষেবা নিতে বাধ্য হন তাঁরা। মহারানীপুর এলাকার এক বৃদ্ধা মহিলা সংবাদমাধ্যমকে জানান,

এই পরিস্থিতিতে আমাদের অনেকটা অসুবিধা হচ্ছে।

এখন প্রশ্ন উঠছে, এই চরম অব্যবস্থাপনার দায় প্রশাসন নেবে কি না, নাকি বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। জনতার দরবারে জনতা ও সাংবাদিকউভয়ের প্রতিই এমন অবহেলা নিঃসন্দেহে প্রশাসনের ভাবমূর্তিকে গভীরভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

খোয়াই ইংরেজি মাধ্যম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে ডিএনএ ক্লাবের সূচনা করলেন মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৩ ফেব্রুয়ারি: খোয়াই ইংরেজি মাধ্যম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে ডিএনএ ক্লাবের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়েছে। এর আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা। খোয়াই ইংরেজি মাধ্যম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে শুভ উৎভোধন হয় ডি এন এ ক্লাবের। এই উদ্বোধনী কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বনদপ্তরের মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা।

এছাড়া এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলার জেলা শাসক রজত পান্থ, মহকুমা শাসক নির্মল কুমার ঝা, ত্রিপুরা বায়োটেকনোলজির যুগ্ম অধিকর্তা অঞ্জন সেনগুপ্ত ও বায়োটেকনোলজির সম্পাদক মহেন্দ্র সিং, খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রীমতি অপর্ণা সিংহ রায়,পুর পরিষদের চেয়ারম্যান দেবাশীষ নাথ শর্মা স্কুলের প্রধান শিক্ষক রতন দেববর্মা বিশিষ্ট শিক্ষক রকশন দাস সহ অন্যান্যরা। মঞ্চে উপস্থিত অতিথিদের ফুলের তোড়া এবং উত্তরিও পরিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

এর পর অনুষ্ঠানের সমস্ত অতিথিরা ডি এন এ ক্লাবের উদ্বোধন করেন এবং স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের দ্বারা বিভিন্ন ধরনের মডেল গুলি পরিদর্শন করেন এবং এই স্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্ররা নিজেদের তৈরি করা ড্রোন এর ব্যাবহারের বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন মন্ত্রীর কাছে।আর এই সমস্ত বিষয়টি তত্বাবধান করেন স্কুলের শিক্ষক রকসন দাস।

অনুষ্ঠানের শেষে স্কুলের বিভিন্ন ইভেন্টের উপর প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সেই প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অনুষ্ঠানের সমস্ত অতিথিরা।মন্ত্রী আলোচনা করতে গিয়ে বলেন আজকের দিনের ছেলেমেয়েরা অনেক এগিয়ে। আজ ডিএনএ ক্লাবে সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রছাত্রীরা রক্ত পরীক্ষা করে বলে দিয়েছেন রক্তের গ্রুপ কি ,সেটা আসলেই প্রশংসনীয়। আসলে সব কিছুতে এগিয়ে রয়েছে খোয়াই এর সরকারি ইংরেজি মাধ্যম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়।

সোনামুড়া—রাঙ্গামাটিয়া থেকে দুর্লভনারায়ণ সড়ক নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ

আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারী: সুশাসনের উন্নয়নের দাবির আড়ালে ফের বেহাল চিত্র উঠে এল সোনামুড়া—রাঙ্গামাটিয়া থেকে দুর্লভনারায়ণ পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ প্রকল্পে। অভিযোগ, রাস্তা নির্মাণের কাজে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতি চলছে। স্থানীয়দের দাবি, নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করে তড়িঘড়ি কাজ চালানো হচ্ছে, যার ফলে নতুন রাস্তার স্থায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হলো, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের এসডিও-র চোখের সামনেই এই কাজ চললেও কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ। এলাকাবাসীর বক্তব্য, একাধিকবার বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আনা হলেও কোনও প্রতিকার মেলেনি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নির্ধারিত মানদণ্ড উপেক্ষা করে কাজ করা হচ্ছে, যা ভবিষ্যতে বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি করছে। এই পরিস্থিতিতে অবিলম্বে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত ও দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি উঠেছে।

এখন দেখার বিষয়, প্রশাসন এই অভিযোগগুলিকে কতটা গুরুত্ব দিয়ে দেখে এবং প্রকল্পের স্বচ্ছতা ও গুণমান বজায় রাখতে আদৌ কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করে কি না।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 04-02-2026, 00:56